রত্নোত্তমা।

নীতিগর্ভ উপাখ্যান।

মুড়াগাছা গবর্ণমেণ্টসাহায্য কৃত

ইং, বাং, স্কুলের

দ্বিতীয় শিক্ষক

শ্রী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রণীত

হাবড়া

বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২২-২৩

বিজ্ঞাপন।

গল্পচ্ছলে উপদেশ, বালকদিগের পক্ষে সমধিক উপকারী বলিয়া আমি নানা হিতোপদেশ সন্নিবেশিত করিয়া রত্নোত্তমা নামে এই গল্পটী রচনা করিয়াছি। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। নানা ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ভাব সঙ্কলন পূর্ব্বক গল্পটী রচনা করা গিয়াছে বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায় এলিজেবেথ্‌নামে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে অনেক ভাব সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পটী অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য নহে; মনুষ্য জীবনে যতদূর সম্ভব ইহাতে সেই রূপই বর্ণিত আছে। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই, যে ইহাকে উপকারী বোধ হইলেন যেন বিদ্যোৎসাহী মহোদয়েরা কৃপা কটাক্ষপাত পূর্ব্বক বালক, বৃন্দের পাঠ্য গ্রন্থমধ্যে গণ্যকরেন। তাহাহইলেই আমি কৃত-কৃতার্থ হই।

পরিশেষে সাতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে শিবপুরনিবাসী আমার পরম বন্ধু শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার রচনা বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন এবং অশেষ গুণরত্ন শ্রীযুত হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কাঁচকুলী নিবাসী আমার পরম বন্ধু শ্রীযুত বাবু ষষ্ঠীদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্যান্য বন্ধুবরেরা ইহার মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় বিষয়ে সম্যক সাহায্য করিয়াছেন। এমন কি তাঁহারা তাদৃশ সাহায্য না করিলে, আমি কোন রূপেই ইহা মুদ্রিত করিতে পারিতাম না।

পুনশ্চ সুহৃদয় মহোদয়গণের নিকটে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে আমার অনবকাশ প্রযুক্ত ইহাতে অনেক বর্ণাশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। আর দুই এক স্থানে কোন কোন ভাবেরও ব্যতিক্রম হইয়াছে। কৃপাবলোকন পূর্ব্বক সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন। পুনর্মুদ্রিত কালে সে সমুদায় দোষ সংশোধিত হইবে।

মুড়াগাছা স্কুল।
১ লা শ্রাবণ।

শ্রী নবীনচন্দ্র শর্ম্মা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের মধ্যেস্থলে এক মহারণ্য আছে। উহা বিন্ধ্যগিরির নিকটে অবস্থিত এবং ঐ অচলের নিকটে আছে বলিয়া 'বিন্ধ্যাটবী' নামে প্রসিদ্ধ। উহার স্থানে স্থানে শাল তমাল প্রভৃতি উন্নত বৃক্ষ সমূহ বিস্তৃত শাখ প্রশাখাদ্বারা গগন মণ্ডল আকীর্ণ করিয়া আছে। কোন কোন প্রদেশ, সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র পশুতে পরিবৃত। মধ্যে মধ্যে চারু তরু ও চিত্তহারিণী লতা সকল যথাসময়ে নবকুসুমে সুশোভিত ও সুমধুর ফলভরে অবনত হইয়া বনের শোভার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিতে থাকে। ফলতঃ ঐ অরণ্যানী নানা জাতীয় তরুলতাদিতে পরিপূর্ণ; দেখিলে বোধ হয় যেন স্বভাবের সমুদায় নৈপুণ্যই ঐ প্রদেশে সমাহিত হইয়াছে। ঐ বনের মধ্যভাগে 'পম্পা' নাম্নী এক সরসী আছে। উহার জল এমন সুনির্ম্মল যে দেখিলে নয়ন পরম পরিতৃপ্ত হয়, আর এমন সুশীতল, স্পর্শ মাত্রেই নৈদাঘ-তপন-তাপিত জনে প্রায় গতক্লম হইয়া থাকে। ঐ জলে নানা জাতীয় মনোহর জলজ পুষ্প সতত বিকসিত হইয়া থাকে। সেই সকল কুসুমের চমৎকারিণী শোভা দর্শনে ও তাহার সুখদসৌরভাঘ্রাণে অন্তঃকরণ আনন্দরসে উচ্ছলিত হইতে থাকে। সরসীর এবম্বিধ নানা শোভা দর্শনে নিতান্ত শোকার্ত্ত হৃদয় ও শান্তির সে পরিপ্লুত হয়। বহুকাল হইল উহার পশ্চিমতীরে পর্ণময় কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক 'বংশপ্রদীপ' নামা এক অতি দীনহীন

পুরুষ বাস করিতেন। তৎকালে তিনি প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীরের ও আকারের লাবণ্য ও গাম্ভীর্য্য এরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রকার ছিল, যে তখন পর্য্যন্ত ও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ও ব্যতিক্রম হয় নাই। তাদৃশ বিজন গহনে 'সুব্রতা' নাম্নী প্রিয়তমা পত্নী ও 'বংশধর' নামক স্নেহাস্পদ একমাত্র শিশুপুত্র ব্যতীত তাঁহার আর কেহই সহায় ছিলনা।

তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বনের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া নানা সুস্বাদ ফলমূল চয়ন ও নানা জাতীয় মৃগ শীকার করিয়া আনিতেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। কখন কখন সন্নিহিত নগরে ঐ সমস্ত পশুর চর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রয়োজনোপয়োগী দ্রব্যসামগ্রী ও নানা পাঠ্য গ্রন্থ, ক্রয় করিয়া আনিতেন। তিনি সর্ব্বসহায় ও সর্ব্বোপায় বিহীন হইয়া ও সেই পর্ণ-কুটীরে বাস ও বন-সুলভ ফলমূল ভক্ষণে কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্টানুভব করিতেননা। সেই পরম প্রণয়িনী ভার্য্যা ও স্নেহপবিত্র তনয়ের সহবাসে তিনি যৎপরোনাস্তি সুখ বোধই করিতেন।

তৎকালে তাঁহার ভার্য্যার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিংশৎ বৎসরের অধিক হইয়াছিল তথাপি তাঁহার সৌন্দর্য্য ও সুকুমারতার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম হয় নাই। পতির প্রতি তাঁহার যাদৃশ অবিচলিত ভক্তি ও প্রগাঢ় প্রীতি ছিল, তাহা তাঁহার আকার প্রকার ও কথোপকথনেই স্পষ্ট বোধ হইত। তাঁহার মুখ-কান্তি বিলোকনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত যে, বিষম বিপদ উপস্থিত হইলেও তাঁহার তাদৃশ পতিভক্তি কদাপি বিচলিত হইবার নহে। তাঁহার আকৃতি এমন রমণীয় ছিল, দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইত যে, তাঁহার অন্তঃকরণ করুণারসে নিরন্তর আর্দ্র রহিয়াছে। ফলতঃ তাঁহার আকৃতি, স্বভাব ও সদ্গুণাবলী দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইত যে, বিধাতা সাত্তিশয়

যত্ন সহকারে তাদৃশী রমণী সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। নতুবা অনুপম রূপলাবণ্য ও সদ্‌গুণাবলী এককালে এক স্থানে সন্নিবেশিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যে বিষয়ে পতির সম্যক প্রীতিবোধ হইত, তিনি প্রতি নিয়ত প্রযত্নাতিশয় সহকারে সেই কার্য্য করিতেন। ফলতঃ যাহাতে পতির কোন ক্লেশ না হয় তদ্বিষয়ে একান্ত যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার সন্তান-বাৎসল্যও অতি প্রগাঢ় ছিল। এক মুহূর্ত্ত পুত্র-মুখাবলোকন নাকরিলে সাতিশয় কষ্ট বোধ করিতেন। এই প্রকারে পতির শুশ্রূষা ও প্রিয়তম পুত্রের লালন-পালনেই অতুল আনন্দানুভব করিতেন।

তাদৃশ ঘোর গহনে অবস্থিতি করিলে সকলেরই অন্তঃকরণে দারুণ ক্লেশ সমুদ্ভূত হইতে-পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা একদিনের নিমিত্তেও সে ক্লেশ, ক্লেশ বলিয়াই জ্ঞান করিতেননা। সুকুমার কুমারপালনে সর্ব্বক্লেশ বিস্মৃত হইয়াছিলেন্। 'বংশপ্রদীপ' কখন কখন তনয়কে ক্রোড়ে করিয়া সুব্রতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেন প্রিয়ে কি কহিব! এই সন্তানের মুখারবিন্দ দর্শন ও ইহাকে অঙ্কে ধারণ করিলে, নয়ন পরিতৃপ্ত ও হৃদয় সুশীতল হয়। কিন্তু এই বনবাস নিবন্ধন তোমাদিগের দুরবস্থা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া-যায়। আহা! কেনই বা তুমি চিরকাল আমার সহবাসিনী হইয়া এই দুঃসহ যন্ত্রণার ভাগিনী হইয়াছ হায়! যদি আমি একাকী থাকিতাম তাহা হইলে এই নির্জ্জন প্রদেশে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরারাধনায় সময়াতিপাত করিতাম। তোমাদিগের ঈদৃশী দুরবস্থা দর্শনে এ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।

পতিপরায়ণা 'সুব্রতা' পতির এই বাক্যে কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিতেন না, কেবল নয়ন জলধারায় সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতেন। তৎকালে এইচিন্তা করিতেন "পতি-

বিরহিণী হইলে আমার জীবন ধারণ করা নিতান্ত দুরূহ হইত। স্ত্রীজাতির পতিই একমাত্র ধন। পতি ব্যতিরেকে পত্নীর আর কোন গতি নাই। পতি সহবাসে পত্নীর যাদৃশ সুখলাভের সম্ভাবনা, পতিবিরহিণী হইয়া অন্যান্য সুখপরম্পরায় অধিকারিণী হইলেও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। পত্নী নানা ক্লেশে ক্লিষ্টা হইলেও সতত পতিসহবাসে থাকিলে সে ক্লেশের অনেক লাঘব হয় সন্দেহ নাই। অতএব আমি যখন পতিসহবাসিনী হইয়াছি তখন আমার ক্লেশের বিষয় কি? তিনি এবম্বিধ চিন্তা দ্বারা আপনাকে শান্ত করিতেন। এদিকে কুমারের বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, দিন দিন শশি-কলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত ও সৌন্দর্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিলেন, ক্রমে পঞ্চমবর্ষীয় হইলেন।

'বংশপ্রদীপ' নিজতনয়ের বিদ্যোপার্জ্জন কাল উপস্থিত দেখিয়া একদা পত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়ে! পুত্রের ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইতেছে অতএব অবিলম্বে বিদ্যাভ্যাস কারান উচিত। কারণ শিশুদিগকে শৈশবাবধি রিতমত বিদ্যা শিক্ষা করাইলেই সুচারু-রূপে শিক্ষিত হইতে পারে। প্রথমতঃ মাতৃসন্নিধানেই সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা করা ও সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত হওয়া উচিত। কেননা শিশুরা সর্ব্বদাই জননী-নিকটে অবস্থিতি ও তাঁহাকে সাতিশয় স্নেহ করিয়া থাকে। সুতরাং মাতৃনিকটে তাহারা যদ্রূপ অনায়াসে ও নির্ভয়ে সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে অন্য কাহারও নিকটে তদ্রূপ লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব এক্ষণে সতর্কতা পূর্ব্বক মাতৃকার্য্য সম্পাদন করিবে। তুমি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী তোমাকে উপদেশ দেওয়া বাহুল্যমাত্র। তুমি বোধবিহীনা ও বিদ্যাবর্জ্জিতা মহিলাগণের ন্যায় কদাপি সন্তান পালন করিবেনা। ভারতবর্ষের লোক যে নিতান্ত ভীরু-স্বভাব, ও নানা কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলে, এবং

তাহাদিগের চিত্ত-ক্ষেত্রে যে নানা কুসংস্কার বদ্ধ-মুল হইয়া আছে, কেবল শৈশব কালে উপযুক্ত সুশিক্ষা নাপাওয়াই তাহার প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের অধুনাতন রমণীরা নিতান্ত বিদ্যা-হীনা, সুতরাং কিরূপে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি-ক্রমে সন্তান গণকে প্রতি পালন ও শিক্ষাদান করিতে হয় তাহা তাহারা কিছুই জানে না। তোমাকে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র; তুমি পরম বিদ্যাবতী, অবশ্যই পুত্রকে সুচারুরূপে শিক্ষিত করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। সুব্রতা যে কি সুনিয়মে পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন তাহা বলাযায়না। প্রথমতঃ শিশুদিগকে সর্ব্ববিষয়ে বিনীত ও বাধ্য না করিলে তাহাদিগের পক্ষে কোন সুশিক্ষারই ফল দর্শেনা। অতএব তিনি প্রযত্নাতিশয় সহকারে পুত্রকে সর্ব্ব বিষয়েই বিনীত ও বাধ্য করিয়া নানা বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। পুত্রকে এখন অবধিই কর্ত্তব্য কার্য্য অভ্যাস না করাইলে উত্তরকালে তাহাতে তাহার কখনই প্রবৃত্তি জন্মিবেনা এই বিবেচনা করিয়া তিনি পুত্রকে সর্ব্ব বিধ বৈধ কার্য্য অভ্যাস করাইতে লাগিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে অভ্যাসের এমনি যে আশ্চর্য্য গুণ, যে যাহা অভ্যাস করাযায় যাবজ্জীবন তাহাতেই বিশেষ প্রবৃত্তি থাকে। বিশেষতঃ বাল্যকাল অতি কোমল সময়, সুতরাং তখন যে বিষয় অভ্যাস করান যায়, চিরকালের নিমিত্ত তাহাতেই প্রায় সম্পূর্ণ আসক্তি থাকে। বংশধর মেঘ, বৃষ্টি, চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি বিবিধ বস্তু দৃষ্টি করিয়া প্রায় সর্ব্বদাই জননীকে উহারা কি পদার্থ? উহাদের সৃষ্টির তাৎপর্য্যই বা কি? এবম্বিধ বহুল প্রশ্ন করিতেন। এদেশের বিদ্যাবর্জ্জিত মহিলারা ঐ সকল বিষয়ের কিছুই জানে না ও তদ্বিষয়ে তাহাদিগের যে চিরকুসংস্কার থাকে, সন্তানকেও তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহাতে শিশুদিগের মনে কুসংস্কার এমনি

বদ্ধ হইয়া যায়, যে, উত্তর কালে সহস্র উপদেশ পাইলেও কখনই অপনীত হইবার নহে। সুব্রতা বিদ্যাবতী, ও বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং কি প্রকারে সন্তানকে শিক্ষাদান করিতে হয় তাহাও জানিতেন, সুতরাং তিনি ঐ সকল পদার্থের বিষয় এমনি সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিতেন যে বংশধর শুনিয়া যারপরনাই প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। বংশপ্রদীপও, সুব্রতার স্বভাব ও কার্য্যের রীতি নীতি যার পর নাই উৎকৃষ্ট ছিল, তথাপি কি জানি যদি তাঁহাদিগের স্বভাবাদির কোন ব্যতিক্রম দেখিয়া পুত্রেরও তাদৃশী প্রকৃতি জন্মিয়া যায়, এই ভয়ে সর্ব্বদাই যারপরনাই সাবধান হইয়া চলিতেন। কারণ শিশুদিগের চিত্ত অতি কোমল ও সরল, সুতরাং তাহারা কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেনা জনক জননী প্রভৃতি গুরুজন দিগকে যে রূপ চলিতে দেখে, তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সেইরূপ প্রকৃতিই হয়। যাহা-হউক সুব্রতা এই রূপ সুনিয়মে পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি কখন র্ভৎসনা, কটুবাক্য প্রয়োগ অথবা প্রচণ্ডরূপ তাড়না করিয়া পুত্রকে শিক্ষা-দিতেন না। সর্ব্বদাই সুমধুর মৃদুবাক্যে শিক্ষা প্রদান করিতেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, ঐরূপ করিয়া শিক্ষাদিলে শিশুদিগের কোন উপকারই দর্শেনা, প্রত্যুত যারপরনাই অনিষ্টই হয়।

অনন্তর সুব্রতা যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কুমার কতিপয় দিবস মধ্যেই বর্ণ পরিচয় সমাপন করিয়া অন্যান্য পুস্তক অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন্ সৎপাত্রে উপদেশ কদাপি বিফল হইবার নহে। সুব্রতার তাদৃশ শিক্ষা প্রদান-যত্ন অচি-রেই সফল হইল। নানা বিষয়ে সুশিক্ষা পাওয়াতে কুমার

বাল্য-কালাবধিই দয়া, দাক্ষিণ্য, সুকুমারতা, সাহসিতা প্রভৃতি নানা গুণে অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

এই রূপে কুমারের বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে বয়স্ নবম বর্ষ হইল। তিনি সেই গহনেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং সেই বনজ প্রাকৃত শোভা ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই নয়ন-গোচর হইত না তিনি তাহাতেই যথেষ্ট সন্তোষ অনুভাব করিতেন কারণ, যে ব্যক্তি সরল ও সর্ব্বদা প্রফুল্ল মন তাহার পক্ষে সর্ব্বত্রই সমান সুখ উৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। কখন কখন তিনি আপনাদিগের কুটীরের অদূর স্থানে ভ্রমণ ও নানা ক্রীড়া করিতেন। তিনি পিতামাতা ভিন্ন আর কাহাকে ও অবগত ছিলেননা সুতরাং তাঁহারা ভিন্ন তাঁহার অন্য তম স্নেহের পাত্রও ছিলনা। বাল্য-কালাবধিই তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার অবিচলিত ভক্তি ও স্নেহ সংবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কেননা স্নেহের এমনি আশ্চর্য্য গুণ, যে এক বা স্বল্প বিষয়ের উপর সন্নিবেশিত হইলে উহা যাদৃশ তীক্ষ্ণ ও অবিচলিত হয়; অধিক বিষয়ে হইলে তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। তথায় তাঁহার কেহই সমবয়স্ক ছিলনা, সুতরাং তাঁহারাই তাঁহায় স্নেহ ও আমোদ প্রমোদ উভয়েরই পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগগের হইতে যে সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতেন, অভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন ও তদনুষ্ঠানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতেন। তিনি পিতা মাতাকে সমগ্র সুখের মূল, এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব স্বরূপ জ্ঞান করিতেন।

এই রূপে তদীয় বুদ্ধি ও জ্ঞান ক্রমে প্রগাঢ় হইয়া উঠিল এবং বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবন-দশায় উত্তীর্ণ হইলেন। বাল্য-কালে যাহা শিক্ষা কর্ত্তব্য মাতৃ-সন্নিধানে সুচারু রূপে শিক্ষা করিয়া ছিলেন। এক্ষণে জনক-নিকটে ন্যায়, নীতি, মনোবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি দুরূহ

বিদ্যার আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। 'বংশপ্রদীপ' প্রযত্নাতিশয় সহকারে তত্তদ্বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনিও বিপুলতর পরিশ্রম সহকারে কিয়দ্দিন মধ্যেই ঐ সকল বিদ্যার বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এইরূপে পিতার নিকটে উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়াতে তিনি অতি অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তিনি শৈশবাবধিই সাতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। যখন যে পদার্থ তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইত, তৎক্ষণাৎ পিতামাতাকে, উহা ঐ রূপে নির্ম্মিত হইল কেন? উহার সৃষ্টির তাৎপর্য্যই বা কি? এবম্বিধ বহুল প্রশ্ন করিতেন। তাঁহারা এই সকল প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতেন, তিনি ও তাহা অভিনিবেশ প্রর্ব্বক শিক্ষা করিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইতেন। আরও পুস্তকে কোন জন্তুর প্রতি মুর্ত্তিনিরীক্ষণ করিলে, তৎক্ষণাৎ বনের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অন্বেষণ পুর্ব্বক তাহার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ করিয়া যারপরনাই প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন। যতক্ষণ প্রত্যক্ষ না করিতেন, কোন রূপেই তাঁহার মনেরপ্রফুল্লতা লাভ হইতনা। ইহাতে ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক পদার্থ সমূহের গুণাগুণ নিরূপণে তাঁহার বিশেষ শক্তি জন্মিল।

এই রূপে তাঁহার যত জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল নানাবিধ পুস্তক পাঠের উৎসাহ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতার নিকটে যে সকল পুস্তকছিল, তিনি গাঢ়তর অনুরাগ ও অভিনিবেশ সহকারে তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি যে যে কঠিন বিষয় স্বয়ং বুঝিতে না পারিতেন তাহা পিতার নিকটে বুঝাইয়া লইতেন। কখন কোন বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখিতেন না। যতক্ষণ কোন অংশ সুচারু রূপে তদীয় হৃদয়ঙ্গম না হইত, ততক্ষণ তাহা প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতেন না। এইরূপে তাঁহার ভুয়সী বিদ্যা বৃদ্ধি হইল। যাহা-

হউক; পুস্তক অভাবে তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। ও তাহাতে তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন তাঁহার ঈদৃশ অধ্যয়নানুরাগ সন্দর্শনে রাজা যারপর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। এবং পুত্রের এক্ষণে অন্যান্যবিদ্যাপেক্ষা জ্যোতিষ, দর্শন বিজ্ঞান ও পুরাবৃত্তে বিশেষ অনুরাগ জন্মিল অতএব গাঢ়তর পরিশ্রম সহকারে ঐ উজ্জয়িনী হইতে নানা উপায়ে তনয়ের অভিমত পুস্তক আনিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি ও সকল অধিকরূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে অতিযত্নপূর্ব্বক পিতারনিকটে অভ্যাস করিয়া অতিঅল্প দিবসের মধ্যেই শস্ত্র বিদ্যার এক প্রকার পারদর্শী হইয়াউঠিলেন। এক্ষণে তিনি নানা উপায়ে তাঁহার ও পিতামাতার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। জনক জননীর প্রতি তাঁহার যাদৃশ প্রগাঢ় ভক্তি ও অকৃত্রিম স্নেহ ছিল তাহা তাঁহার আকার প্রকার ও আচার ব্যবহারেই সুস্পষ্ট লক্ষিত হইত।

'বংশধর' বিবিধ গ্রন্থে নানাদেশ, নগর, গ্রাম ও মনুষ্যের রীতিনীতির বিস্তর উল্লেখ দেখিয়াছিলেন। পৃথিবীস্থ সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যেরাই সমাজে নানাসুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বাসকরে। কিন্তু কিনিমিত্ত তদীয় জনকজননী তাদৃশ সুখপরম্পরা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক হিংস্রজন্তু নিশেবিত বিজন বিপিনে বাস করিতেছেন অবগত হইবার নিমিত্ত তিনি একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। একদা নানা কথাপ্রসঙ্গে পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক মৃদু মধুর বচনে কহিলেন, না পিতঃ! আমি নানা গ্রন্থে নানাদেশ, নগর ও লৌকিক আচার ব্যবহারের বিস্তর উল্লেখ দেখিয়াছি। সকলেই সমাজে থাকিয়া নানা সুখ ভোগ করিয়া থাকে! সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর কতকগুলি সামাজিক নিয়ম করিয়া মনুষ্যদিগকে তৎসূত্রে বদ্ধ করিয়াছেন। যখন তিনি মনুষ্যদিগকে দয়া, স্নেহ, মায়া প্রভৃতি বৃত্তি

প্রদান করিয়াছেন, তখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহারা সমাজে বদ্ধ থাকিয়া ঐ সকল বৃত্তিব চরিতার্থতা সম্পাদন করে এই তাঁহার অভিপ্রায়। সংসার পরিহার পূর্ব্বক পশুসমাকীর্ণ নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিবে ইহা তাঁহার কদাপি উদ্দেশ্য নহে। পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তুরাও সর্ব্বদা দলবদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতেই ঈশ্বরের কিরূপ অভিপ্রায় অবগত হইতে পারাযায়। অমি কখন গ্রাম বা নগরে বাস করিনাই, অধিক কি তাহারা কিরূপ তাহাও আমি বিশেষ অবগত নহি। কখন কখন পুস্তকাদি ক্রয়ার্থ উজ্জয়িনীতে গিয়া থাকি বটে, কিন্তু কার্য্য শেষ হইলেই চলিয়া আসি। মনুষ্যের রীতি নীতির দিকে বড় একটা লক্ষ্য করিনা। বোধ হয় সমাজে বদ্ধ থাকিয়া মানব যাদৃশ সুখে অধিকারী হইতে পারে, বনবাসে তাদৃশ হইবার সম্ভবনা নাই। বিশেষতঃ ঈশ্বরদত্তবৃত্তিসমুদায়ের চরিতার্থতা সম্পাদন না করিলে মনুষ্যকে অবশ্যই পাপে লীন হইতে হয় সন্দেহ নাই। অতএব সমাজ পরিত্যাগ করিয়া গহনে বাস করিলে কি রূপে তাহাদিগের চরিতার্থতা সম্পাদন হইতে পারে? আরও বনেবাস করিলে ঈশ্বরের কোন নিয়মই পালন করা হয়না। সমাজে থাকিয়া সর্ব্বদা সকলের উপকার করা, দেশ মধ্যে সভ্যতা স্থাপন ও সাধ্যানুসারে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কত কত অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন মহাত্মগণ সংসার পরিহার পূর্ব্বক চিরকাল বনে বাস করিয়াই জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন, নানা গ্রন্থে এরূপ ভূরিভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়াযায়। বনেবাস করিয়াই তাঁহারা মানবসমাজের যে কত উপকার করিয়াছেন তাহা বলাযায়না। বোধ হয় যদি তাঁহারা সমাজে বাস করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের যে আরও কত অনির্ব্বচনীয় উপকার সাধন

হইত; তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারাযায়। যাহা-হউক, পিতঃ! আপনারা কি নিমিত্ত সংসার পরিহার পূর্ব্বক এই নির্জ্জন গহনে অবস্থিতি করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। অতএব ইহার প্রকৃত কারণ বর্ণন করিয়া মদীয় কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

"বংশ প্রদীপ বহুক্ষণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন বৎস! তুমি বালক, এই নির্জ্জন গহনব্যতিরেকে কখন স্থানান্তর গমন করনাই ও এই বনের প্রাকৃত বস্তু ভিন্ন তোমার আর কিছুই নয়নগোচর হয়নাই। মধ্যে মধ্যে কখন কখন উজ্জয়িনীতে গিয়া থাকবটে, তাহাতেই বোধ হয়,মোহিত হইয়া থাকিবে। অতএব মানব-সমাজে বদ্ধ থাকিলে যে নানা সুখ লাভের সম্ভাবনা বিবে-চনা করিতেছ তাহা আশ্চর্য্য নহে। বৎস! মনুষ্যের ন্যায় হিংস্রকজন্তু অবনীমণ্ডলে প্রায় দৃষ্টি গোচর হয়না। যাহারা তাহাদিগের সহবাসে কালযাপন করিয়াছে, তাহারাই তাহা-দিগের স্বভাবচরিত্রাদি বিলক্ষণ বিদিত আছে। মনুষ্যের-পরস্পরের যৎকিঞ্চিৎ বাহ্যিক সুখ দেখিলেই সতত ঈর্ষা নলে দগ্ধ হইতে থাকে। তাহারা কেবল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দে-শেই লোকের সম্পৎকালে আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া থাকে; বিপদ উপস্থিত হইলেই একেবারে পলায়ন করে। অত-এব এমন হিংস্রক মানবসমাকীর্ণ নগর বা গ্রামে বাস অপেক্ষা, এই ঘোর গহনে অবস্থান যে কত সুখের বিষয় তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। মনুষ্যের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা শ্রবণ করিলে এককালে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

বংশধর পিতার এই কথা শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন পিতঃ! মনুষ্যমাত্রেই যে বিশ্বাস ঘাতক ও প্রতারক এরূপ সম্ভব বোধ হইতেছেনা। কতকত দেশহিতৈষী মহাত্মা

অশেষবিধ কার্য্যদ্বারা মানববৃন্দের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া জগজ্জনের চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কতকত মহাত্মা প্রাণপণে সদা পরোপকারে রতছিলেন এবং পরের সুখদুঃখে সম সুখদুঃখ বোধ করিয়া কালহরণ করিয়াছেন। কতকত মহানুভাব মূর্খকে বিদ্যাদানে সর্ব্বদাই যারপর নাই তৎপর ছিলেন এবং সাধারণের মঙ্গলেরনিমিত্ত আপনার যথাসর্ব্বস্বপর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন নানা গ্রন্থে এরূপ ভূরিভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জগতের সকল মানবই যে বিশ্বাসঘাতক ও বঞ্চক, তাহা সম্ভব বোধ হইতেছেনা।

বংশপ্রদীপ তনয়ের ঈদৃশ তর্ক-নৈপুণ্য দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা কহিলে যথার্থ বটে অনেকানেক মহাত্মাগণ অশেষবিধ কার্য্য-দ্বারা মানব বৃন্দের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু সে অতি বিরল। যাহাতে মনুষ্যের সৎকার্য্যানুষ্ঠানে সম্যক্ প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, এই নিমিত্তই গ্রন্থকর্ত্তারা মহোদয়গণের মহতী ক্রিয়া ও জীবনবৃত্তান্ত লিপি-বদ্ধ করেন। তদ্ভিন্ন পৃথবীস্থ সমস্তলোকের ব্যবহার শ্রবণে এককালে হতজ্ঞান হইতে হয়। মনুষ্য যে কিরূপ হিংস্রক জন্তু তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। আমি অবসর ক্রমে একটী-ইতিহাস বর্ণন করিব, তাহা হইলেই মনুষ্যের স্বভাব চরিত্রাদি তোমার উত্তম হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবেক। বংশধর ইতিহাস নামশ্রবণে, সাতিশয় শুশ্রুষু হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে সুমধুর বচনে কহিলেন, তাত! আপনি যে ইতিহাসের উল্লেখ করিলেন, তাহা কিরূপ শ্রবণে একান্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করিলে কৃতকৃতার্থ হই। বংশপ্রদীপ তনয়ের এবম্বিধ ঔৎসুক্য দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, বৎস এক্ষণে দিবাবসান হইতে

ছে, সন্ধ্যাকৃত্য সমাপনান্তেই উহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিব। এই বলিয়া তিনি কার্য্যান্তরপরতন্ত্র হইয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। কুমারও মনে মনে ঐ বিষয়ের আন্দোলন করিতে করিতে সরসীতীরে গমন করিলেন।

ক্রমে দিননাথ অস্তমিত এবং পশ্চমদিক্ লোহিতবর্ণ হইল। ক্ষণকাল পরেই, কুমুদিনীনায়ক নির্ম্মল নভোমণ্ডলে উদিত হইলে চতুর্দ্দিক কৌমুদীময় হইল। ক্রমে চারি দণ্ড রাত্রি হইল। বংশপ্রদীপ সন্ধ্যাকৃত্য সমাপনান্তে সস্ত্রীক একাসনে উপবিষ্ট হইয়া কুমারকে আহ্বান পূর্ব্বক ইতিহাস বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে, ১ অর্গর নামে এক প্রসিদ্ধ প্রদেশ আছে। ঐ স্থান পরম রমণীয়। তথাকার লোকেরা এমন অতুল ধনশালী, দেখিলে বোধ হয় যেন চপলা কমলা চঞ্চলা হইয়াও সর্ব্বদা অচলা হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। কিছুকাল হইল ঐ প্রদেশে বিপুলবিভবশালী মহাপরাক্রান্ত এক নরপতি ছিলেন। অর্গর নামে নগর, তাঁহার প্রধানরাজধানীছিল। উহা যমুনানদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। যমুনার জল অতি নির্ম্মল ও সাতিশয় স্বাস্থ্যকর। জলের গুণে অর্গররাজ্যে কখন কোন পীড়ার প্রাদুর্ভাব নাই। সকলেই স্বাচ্ছন্দ্যে মনের সুখে কাল যাপন করে। নদীর প্রবাহ সকল এমন রমণীয়, যে দেখিলে অন্তঃকরণ এককালে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হইতে থাকে। রাজার লোকাতীত সৌজন্য ও সুবিচারগুণে আর. আর

১ যাহাকে এখন 'আগ্রা' কহে।

নানাদেশ তদীয় অধীনে ছিল। অতি গুণবতী পরম সুন্দরী তাঁহার একমাত্র মহিষী, ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধিবিবেচনা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই মহিষী রাজার অনুরূপা হওয়াতে তাঁহারা চিরকাল অকৃত্রিম প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া ছিলেন। তাদৃশী গুণবতী ভার্য্যাসহবাস ও সেই সাম্রাজ্য-ভোগে রাজার কোন সুখেরই অভাব ছিলনা। কিন্তু সংসার সার ভুত সন্তানে বঞ্চিত হওয়াতে, তিনি তাদৃশ সুখসামগ্রী সত্ত্বেও সম্পূর্ণ সুখ বোধ করিতে পরিতেননা। ধর্ম্মবীর ও জ্ঞানবান পুরুষেরা দৈবাধীন বিষয়ে সহিষ্ণুতা অবলম্বল করিয়া থ,কেন। রাজার মন বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম পূর্ণ। অতএব তিনি সন্তান লাভ ঈশ্বরায়ত্ত বিবেচনায় ধৈর্য্যাব স্বন করিয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে একদা রাজা নিদাঘ কালে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিয়া বিলাসভবনের উপরি-তলে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রধান সেনাপতি আসিয়া যথোচিত অভিবাদন পূর্ব্বক দূরে দণ্ডায়-মান হইলেন। রাজা তাঁহাকে বসিতে কহিলেন। তিনি দূরবর্ত্তী স্বতন্ত্র এক আসনে উপবেশন করিলেন। তখন রাজা তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেনাপতি বিনয় বচনে কহিলেন, মাহারাজ! । সিংহলপতি আপন-কার রাজ্য সমৃদ্ধিশালী শ্রবণে বহু কালাবধি উহা স্বায়ত্ত করিবার নিমিত্ত মানস করিয়াছেন। সম্প্রতি তদুদ্দেশেই যাত্রা করিয়াছেন ও শতদ্রু তরঙ্গিণীতীরবর্ত্তি প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশিত পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন, অবিলম্বেই নগরে উত্তীর্ণ হইবেন। এখনি তাঁহার এক জন দূত আসিয়া সংবাদ দিয়াগেল এক্ষণে মহারাজের যাহা বিবেচনা ও কর্ত্তব্য বোধ হয় করুন এই বলিয়া সেনাপতি বিদায় গ্রহণ করিলে।

রাজা এই আকস্মিক ব্যাপার শ্রবণে যারপর নাই চিন্তিত

হইলেন। তাদৃশ পরাক্রান্ত ভুপতির আগমনবার্ত্তা শ্রবণে যে ভীত হইলেন এমত নহে। অনর্থ মৃগয়া বা সংগ্রামে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবৃত্তি ছিল না। যাহাতে সকলের সহিত সম্প্রীতি থাকে এই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং ইহাতে যে তিনি নিতান্ত চিন্তিত হইবেন তাহার আর সন্দেহ কি? এক্ষণে নানা বিষয়িণী ক্লেশদায়িনী চিন্তা তদীয় চিত্ত আক্রমণ করিল ও তাঁহাকে একান্ত অভিভূত করিয়া ফেলিল। ভাবিলেন, হায়! মিথ্যা রাজ্য রক্ষা নিমিত্ত এই বৃদ্ধ বয়সে অনর্থ কত প্রাণির প্রাণ নাশ করিতে হইবেক, তাহাতে অবশ্যই অতি দুর্ণিবার পাপপঙ্কে নিমগ্নহইতে হইবেক সন্দেহ নাই। যদি আপাততঃ বিরত হই তাহা হইলে রাজ্য বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, প্রজাদিগের সুখভোগে নানা ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, ইহাতেও আমাকে পাপে লীন ও দেশ বিদেশে অপযশ ভাগী হইতে হইবেক সন্দেহনাই। হায়! রাজ্য তন্ত্র কি বিষম বিপদের আস্পদ! ইহাতে বদ্ধ থকিলে সুখ সম্ভোগের আশা দুরে থাকুক প্রত্যুত কেবল নিরন্তর এই প্রকার প্রাণিবিনাশ প্রভৃতি কুকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। হায়! কি বিপদ উপস্থিত, যাহা কখন স্বপ্নেও ভাবিনাই তাহাই ঘটিল। এতদিন রাজত্ব করিতেছি কখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণিবিনাশ করিনাই। এখন একি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আর আমার এ মিথ্যা রাজ্যে কাজ্য নাই। হায়! ইহাতে কি সুখের লেশ মাত্র নাই! এ রাজ্য রক্ষা করিবার কোন আবশ্যক দেখিতে-ছিনা। এই সংসারে পুত্রই সর্ব্বসুখের মুল। যখন সেই পূত্র মুখাবোলোকন রূপ সুখেই বঞ্চিত হইতে হইল, তবে আর অনর্থ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এসংসার শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিবার আবশ্যক কি? গহনে প্রবেশ পূর্ব্বক ঈশ্বরা-

রাধনায় শেষ কাল অতিবাহিত করাই কর্ত্তব্য।" এই প্রকার নানা বিষয়িণী চিন্তায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন অপত্যাভাব নিবন্ধন তিনি কখন কোন দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে তদীয় দুঃখানল এত প্রবল হইয়াছিল, যেকোন প্রকারে তাহা নিবারণ বা গোপন করিতে পারিলেন না। চতুর্দ্দিক অন্ধকারপ্রায় ও শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। সংসার, তাঁহার এককালে অরণ্য জ্ঞান হইল। ক্রমে এমনি অধীর হইয়া উঠিলেন, যে আর সেই বিলাস ভবনে একাকী থাকিতে পারিলেননা। নিতান্তবিষণ্ণ বদনে অন্তঃ পুরে প্রবেশকরিলেন এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া ম্লান বদনে শয়ন করিয়া রহিলেন তাঁহার তাদৃশ বিষণ্ণভাব দর্শনে মহিষী অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন জীবিতনাথ! অদ্য কিনিমিত্ত আপনকার ম্লান মুখ দেখিতেছি কেন বাক্যালাপ করিতেছেন না, ত্বদীয় দুঃখের কারণ অনুধাবন করিতে নাপারিয়া আমার অংকরণ সাতিশয় ব্যাকুল হ[illegible]। আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি? অথবা এমন কিদুর্ঘ-টনা ঘটিয়াছে যে আপনকার নির্ম্মল মানসসরোবর কলুষিত করিয়াছে। পরম কারুণিক জগদীশ্বর আপনকাকে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়া অবনীতে প্রেরণ ও সাধারণের সুখাসুখের ভার আপনকাকেই প্রদান করিয়াছেন। আপনিও যাথা-শাস্ত্র রাজধর্ম্ম পালন ও প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। আপন-কার সুবিচারগুণে সকলেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কাল হরণ করি-তেছে, আপনিও অবাধে বিষয়সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। আপনকার ন্যায় সুখী ধরাতলে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব এই অতুল ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্ববিধ সুখ সামগ্রী সত্ত্বে ও কি আন্তরিক তাপে তাপিত হইতেছেন?।

রাজা অনেক ক্ষণের পর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য পুরুষ প্রায় নয়নগোচর হয় না। তুমি বাহ্যিক ভাব দেখিয়া আমাকে প্রকৃতসুখী অনুভব করিয়াছ। কেবল ভ্রম বশতই লোকে বাহ্যিক বিষয় দেখিয়া মনুষ্যকে যথার্থ সুখীই বিবেচনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে প্রকৃত সুখী কিনা তাহার কেহই অনুসন্ধান করেনা। অপূর্ব্ব প্রাসাদোপরি বাস বা নানা বিচিত্র বসন ভূষণে অঙ্গ বিভুষিত করিলে মনুষ্য সুখী হয় না। যে আন্তরিক কোন সুখানুভব করে সেই প্রকৃত সুখী। ঐশ্বর্য্যাদি সকলই অকিঞ্চিৎকর, কাহারও নিকট চিরস্থায়ী হয় না। থাকিলেও সর্ব্বদা শঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত থাকিতে হয়। অতএব তাহাতে কিরূপ প্রকৃত সুখলাভের সম্ভাবনা থাকে?। অতএব আমি যে অতুল ঐশ্বর্য্যপতি হইয়াও ক্ষণ কালের নিমত্তেও সুখী নহি, আমার আন্তরিক ক্লেশই তাহার প্রধান কারণ।

রাজার এই সনির্ব্বেদ বাক্য শ্রবণে মহিষী নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া কহিলেন এমন কি বিষম ক্লেশ ত্বদীয় চিত্তে সমুদ্ভূত হইয়াছে, যে এই বিপুল বিভবে এককালে এতদূর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। আপনকার বিবেচনায় নির্ধনতাই কি সকল সুখের মূল হইল? মাহারাজ! নির্ধনতা সকল ক্লেশ ও আপদের আকর। দারিদ্র্যরূপ মহাবিষ যে শরীর-তরুকে আশ্রয় করে, তাহাতে আর সুখ্যাতি ফল প্রসবের সম্ভাবনা থাকেনা। কারণ, সমুদায় মহৎ কার্য্যেই অর্থ আবশ্যক হয়। সুতরাং অর্থবল ব্যতিরেকে কেহ কোন মহতী ক্রিয়া সম্পাদন করিতে ও তাহাতে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারে না। ফলতঃ অর্থ-বল ব্যতিরেকে পার্থিব কোন সুখের অধিকারী হওয়া যায় না। যাহাহউক, নাথ! আপনকার আন্তরিক বিষাদের প্রকৃত কারণ বর্ণন দ্বারা আমার উত্তপ্ত

চিত্ত শীতল করুন।

রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! কখন বিবেচনা করিওনা যে, ধন ঐশ্বর্য্যাদিতে প্রকৃত সুখ প্রদান করিতে পারে। ধন সকল আপদের মুলীভুত কারণ। মনুষ্য যতই অতুল-ধনশালী হউকনা কেন, ধনের এমনি লোভনীয়া শক্তি যে, কোন ক্রমে তাহার লালসা শমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর উদ্দীপিত হইতেই থাকে। ধন-নিবন্ধন বিজাতীয় লোভপরবশ হইয়া কত প্রাণীর প্রাণনাশ, সর্ব্বস্বাপহরণ, প্রভৃতি কত কত কুকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। অতএব সুরম্য সৌধাবলী অপেক্ষা পর্ণ-কুটীর সমধিক সুখের স্থান সন্দেহ নাই। কোন দীন ব্যক্তি সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর আপন আবাসে আসিয়া সামান্য শাকান্ন-ভোজন ও কুটীরে শয়ন করিয়া যে রূপ অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করে, অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি সর্ব্বদা রসনাসুখদ সুস্বাদ দ্রব্য ভক্ষণে ও অপূর্ব্ব অট্টালিকায় বিচিত্র শয্যা মণ্ডিত-প গ্যঙ্কে শয়নে তাদৃশ সুখলাভ করিতে পারেন না।' আর সমস্ত মহৎ কার্যই যে, অর্থ অপেক্ষা করে তাহাও সম্ভব হইতে পারেনা। সময় বিশেষে কোন কোন কার্য্যে অর্থ আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু বিদ্যা দ্বারা মনুষ্যের যশঃ শশধর পৃথ্বীতলে যাদৃশ বিদ্যোতমান হইতে পারে, ধন দ্বারা তদ্রূপ কখনই হইতে পারেনা। কত কত মহাত্মা নিতান্ত দরিদ্র হইয়াও কেবল বিদ্যা-বলে মানববৃন্দের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের এই দেশে ও নানা দেশে যে সকল মহানুভব প্রাদুর্ভূত হইয়া ি লেন, যাঁহাদিগের চেষ্টায় অদ্যাপি জগতের অশেষ উপকার সাধন হইতেছে, তাঁহারা তাদৃশ ধনবান্ ছি ন না। এমন কি, কত কত মহাত্মা ধনকে এরূপ ঘৃণা করিতেন যে, তাঁহারা ধন-লালসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন গহনে বাস করিয়াও

কেবল বিদ্যাবলে জগতের অনির্ব্বচনীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া চিরস্মরণীয় ও জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। অজ্ঞানেরাই ধনকে পরম পদার্থ ও ধনবান্ ব্যক্তিকেই মহৎ মনুষ্য জ্ঞান করিয়া থাকে, অজ্ঞ লোকের নিকটেই দরিদ্র ব্যক্তি অশেষ বিদ্যা বিশারদ ও নানা গুণ সম্পন্ন হইলেও সমুচিত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়না। যাহারা বিদ্যার মর্ম্ম জানে, তাহারা কখন ধনের বাসনা বা ধনবান্‌কে প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া গণ্য করে না। বিদ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেমন দিনকর কর দ্বারা সমস্ত অন্ধকার নাশ হয়, তদ্রূপ বিদ্যার বিমল প্রভায় মানসের সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। বিদ্যাহীন ব্যক্তি কদাপি মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না। মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিদ্যার ফল, জ্ঞান এবং জ্ঞানের ফল ধর্ম্ম। বুদ্ধি, বিদ্যা না থাকিলে জগদীশ্বর যে কিপরম পদার্থ তাহা কেহই জানিতে পারেনা। ভূমিতে শস্যাদি রোপিত হইলে যেমন ফলোৎ পত্তি হইয়া থাকে তদ্রূপ মনোমধ্য বিদ্যা বীজ অঙ্কুরিত হইলে সদ্ভাব, দয়া, বাক্যনিষ্ঠা ন্যায়পরতাদি গুণে মন ভূষিত হইয়া থাকে। বিদ্যা না থাকিলে কেহ কখন সভ্য হইতে পারেনা। এরূপ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যে দেশে যে স্থানে বিদ্যালোচনা নাই, তথাকার লোকেরা যারপর নাই অসভ্য। ধনবান ব্যক্তি বিদ্যাহীন হইলে কেবল অনিষ্টকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্ব লোকের অশেষ যন্ত্রণার ভাজন হইয়া উঠে। অতএব ধনাপেক্ষা বিদ্যা যে সমধিক শ্রেষ্ঠ তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে এককালে যে, ধন আবশ্যক করেনা তাহাও নহে। যদ্দ্বারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ও সভ্যতা-রূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় এরূপ ধন থাকা আবশ্যক। অতুল ধন বিষম বিপদের আস্পদ। বিশেষতঃ রাজ-পদে কিছু

মাত্র সুখ নাই। রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খল না ঘটে, কোন প্রকারে প্রজাদিগের সুখসম্ভোগে বাধা না জন্মে তাহার নিমিত্তে রাজাকে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেহয়; তাহাতে রাজাকে সমস্ত সুখ ভোগেই জলাঞ্জলি দিতেহয়। অতএব আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্য ও বৃহৎসাম্রাজ্যের স্বামী বলিয়া যে, প্রকৃত সুখানুভব করি তাহা কখন বিবেচনা করিওনা। আমার অসুখের কারণ তোমার অগোচর নাই, অপত্যাভাবই আমার সর্ব্ব দুঃখের নিদানভুত হইয়াছে। লোকেলজ্জা ভয়ে ও তোমার শোকো- দ্দীপনহেতু বিবেচনা করিয়া কখন প্রকাশ করি নাই। মনোদুঃখ মনেই গোপন করিয়া রাখি। কিন্তু এক্ষণে আমার শোকানল এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে সংসার শূন্যময় দেখিতেছি ও এককালে সংসারে উদাসমনা হই- য়াছি। সম্প্রতি যে বিষম বিপদ্ উপস্থিত, তৎপ্রতিকারের কোন উপায় দেখিতেছিনা। মহাবল পরাক্রান্ত সিংহলরাজ সসৈন্যে মদীয় রাজ্য অধিকার করিতে আসিতেছেন। কিন্তু সমর ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি হইতেছেনা। দেখ, রাজ্য রক্ষা নিবন্ধন অনর্থ কতকত অসংখ্য প্রাণী বিনাশ করিতে হইবেক। ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। দেখ, সংসারের সার পদার্থ যে পুত্র, আমি তাহাতে ও একান্ত বঞ্চিত। ক্রমে বৃদ্ধ হইতেছি কখন যে পুত্রমুখাবলোকন করিব তাহারও প্রত্যাশা নাই। অতএব যখন পুত্রেই বঞ্চিত হইতে হইল, তখন এই সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যে কি আর প্রয়োজন? আমি যথেষ্ট বিষয় সম্ভোগ করিয়াছি, আর মিথ্যা ভোগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া কেবল এই প্রকার শোক তাপ ও কুকার্য্যানুষ্ঠানে ঐশ্বর্য্য রক্ষা করার আবশ্যক নাই। অতএব আমার বাসনা এই আমাত্যের প্রতি সাম্রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক নিশ্চিন্তমনে বিজন বাসে আত্মাকে পরম পবিত্র জ্ঞানামৃতপানে ব্যাপৃত রাখিয়া জীবনের

অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ করিব। তুমি গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক রাজ্যের তত্ত্বাবধান কর, আমার অনুবর্ত্তিনী হইতে পারিবে-না। কেননা গহন অতি ভয়ানক ও নানা ক্লেশপরিপূর্ণ, তুমি রাজমহিষী, কখন গৃহের বহির্গত হও নাই এবং তথাবিধ ক্লেশের লেশমাত্র অবগত নহ। কি প্রকারে বনবাস জন্য ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতে পারিবে।

রাণী এই দারুণ বৃত্তান্ত শ্রবণে যারপর নাই দুঃখিত হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে ও গদ্গদ্ বচনে কহিলেন, হে জীবিতনাথ! আপনি তাদৃশ বুদ্ধিমান্ হইয়া অবিমৃষ্য-কারীর কার্য্য করিতেছেন। আপনকার তাদৃশ ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য কোথায় গেল? ঈদৃশ তুচ্ছ বিষয়ে অনুশোচনা করা কি ভবাদৃশ জনের উপযুক্ত। আমি অবলা বিমূঢ়া, আমি আর কি উপদেশ দিব, পরম প্রেমাস্পদ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পরম পবিত্র সুখ প্রদানকরিবে কাহার না ইচ্ছা হয়। কিন্তু ঈশ্বর অনুকূল না হইলে কেহই পূর্ণ মনোরথ হইতে পারেনা। অতএবব দৈবাধীন বিষয়ে অনুশোচনা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম সন্দেহ নাই। অপত্যাভাব নিবন্ধন একেবারে সংসার পরিত্যাগ করাই কি মনুষ্যের কর্ম্ম?। ঈদৃশ সামান্য বিষয়ে নিতান্ত অধীর হইয়া এক কালে সংসার পরিত্যাগ করা যথার্থ বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। সংসারে সর্ব্বদাই নানা বিপৎপাত হইয়া থাকে। দেখুন, কখন জীবনসর্ব্বস্ব পতি, কখন পরম স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যা, কখন বা প্রণয়াস্পদ বন্ধু কালগ্রাসে পতিত হয়। সংসারে এবম্বিধ বিবিধ বিপৎপাত প্রায়ই হইয়া থাকে। যদি প্রত্যেক বিষয়েই বিরক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে কি সংসার এইরূপ চলে বিবেচনা করুন, যদি পৃথিবীর প্রারম্ভা-বধি সকলেই উক্ত-বিধ দুর্ঘটনায় নিতান্ত অধীর হইয়া সংসার পরিহার করিত, তাহা হইলে কি পৃথিবীর ঈদৃশী উন্নতি হইত? অচিরেই উহার সমূলে উচ্ছেদ হইত সন্দেহ নাই।

ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, সংসারে ধৈর্য্যই মনুষ্যের এক মাত্র সুখের উপায়। এই সংসারে সুখ দুঃখ সম্পদ্ বিপদ্ সর্ব্বদাই চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখন কিসে পড়িতে হয় তাহার নিশ্চয় নাই। অতএব সম্পৎকালে হর্ষে অত্যন্ত উন্মত্ত বা বিপদ্ হইলে নিতান্ত অবসন্ন হওয়া এ উভয়ই অকর্ত্তব্য। বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহার কোন প্রতিবিধান চেষ্টা না করিয়া অধীর হইয়া কেবল কাতরতা প্রকাশ করা উচিত নহে। চঞ্চলচিত্ত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উপস্থিত বিপদের প্রতিকারের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ও বিজ্ঞের কর্ম্ম। যাহার ধৈর্য্য নাই সে কোন কালে ও সুখী হইতে পারেনা। অতএব শান্তচিত্তে উপস্থিত বিপদের প্রতিবিধান চেষ্টা করুন। আপনি তাদৃশ মহা-পরাক্রমশালী যুদ্ধবিশারদ মহীপতি হইয়া নিতান্ত ভীরুর ন্যায় অতিসামান্য শত্রুকে শঙ্কা করিতেছেন? । শত্রু যতই প্রবল হউকনা কেন, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আপনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। রাজার আপন সুখের নিমত্ত জগদীশ্বর তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেননা। প্রজাদিগের সুখস্বাচ্ছান্দ্যেই রাজার সুখ সন্দেহ নাই। অতএব শান্তচিত্তে আগন্তুক শত্রুকে নিবারণ করিয়া দেশমধ্যে শান্তি স্থাপন করুন। আর এখন ও আমাদিগের সন্তানকাল সম্পূর্ণ রূপে অতীত হইয়া যায় নাই। করুণা নিধান পরম পুরুষের প্রতি নির্ভর করিয়া আশা পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকুন, তঁহার ইচ্ছা হইলে অচিরেই আশা পুর্ণ হইবে। এই ভীষণ সঙ্কট কল্লোলিত দুস্তর সংসার সমুদ্রে আশাই মনুষ্যর সুখের এক মাত্র অবলম্বন। আশা নাথাকিলে, এই পৃথিবীতে [illegible] মাত্র থাকিতনা, ইহা এক মাত্র দুঃখও শোকেরইস্থান

হইয়া উঠিত। আশার এমনি চমৎকারিণী শক্তি যে ভবিষ্যতে সহস্র বিপদ ঘটিয়া বর্ত্তমান সুখে ব্যাঘাত হইলেও, উহার প্রভাবে সুখ প্রাপ্তি আশয়ে সকলেই মহোল্লাসে কালহরণ করে। অতএব ব্যস্ত হইবেন না কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করুন। আর দারান্তর পরিগ্রহ করিলেও আপনকার সন্তান লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কত কত মহীপতিগণ আপনার অপেক্ষা বৃদ্ধবয়সেও ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ দ্বারা পুত্রবান হইয়াছেন।

মহিষীর এবম্বিধ কথাশ্রবণে রাজা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বদনবিনির্গত নীতিগর্ভ বচনে আমার অন্তঃকরণে এক অভূতপূর্ব্ব জ্ঞানের আবির্ভাব হইল। তোমার ন্যায় গুণবতী ও বিদ্যাবতী ভার্য্যালাভ সাতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহনাই। আমি এতদিনে আপনাকে সৌভাগ্য-শালী পুরুষ বলিয়া বোধ করিলাম। তুমি অবলা স্ত্রীজাতি, তোমার মুখ হইতে যেপ্রকার অর্থ-যুক্ত বচন-প্রবাহ নিঃসৃতহইল, তদ্রূপ অনেকানেক পুরুষের হওয়াও অসম্ভব। এক্ষণে স্ত্রীদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে যে কি অনির্ব্বচনীয় উপকার সাধন হয় তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল।

হায়! লোকে ভ্রম ও অভিমান বশতঃ কত কত বুদ্ধি-মতী মহিলাদিগকে চিরকাল অজ্ঞানতাশৃঙখলে বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাদিকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে আপনাদিগের নিতান্ত হীনতা জ্ঞান করিয়া থাকে। ইতর জন্তুর ন্যায় চিরকাল তাহাদিগের প্রতি আধিপত্য প্রকাশ করিবে এই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। হায়! যদি প্রারম্ভা-বধিই বিদ্যার বিমল প্রভা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই অন্তঃকরণে সমভাবে প্রদীপ্ত হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবী যে কি সুখের ধাম হইত বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়!।

স্ত্রী বিদ্যাবতী হইলে অনুরূপ স্বামী যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে পারেন, তাহা মদীয় বর্ত্তমান অবস্থা-তেই প্রমাণীকৃত হইল। লোকে নিরতিশয় যত্ন সহকারে পুত্রকে বিদ্যা শিক্ষা করায়, তাহারা কৃতবিদ্য হইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে। দুর্ভাগা কন্যা-দিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে হইলেই মান যশ একেবারে সমুদায় বিলুপ্ত-প্রায় হয়। যাহাহউক, তুমি যাহা যাহা কহিলে সকলই সত্য, কিন্তু তুমি যে দ্বিতীয় ভার্য্যা পরিগ্রহ-ণার্থ কহিতেছ, তাহা কোনরূপেই যুক্তি সিদ্ধ নহে।

আমরা স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার সমভিব্যাহারে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কাল হরণ করিব বলিয়া, জগৎপাতা জগদীশ্বর আমাদিগকে কাম, দয়া স্নেহ প্রভৃতি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরাও ঐ সমস্ত শুভদায়িনী বৃত্তি সহকারে পত্নী ও পুত্র প্রভৃতি পরিবারের সহিত পরমানন্দে কাল যাপন করিয়া থাকি। কিন্তু বহু স্ত্রী পরিণয় করিলে আমাদের আর এ আনন্দ থাকিবে না। বহু স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিলে প্রায় এক স্ত্রীরই সহবাস ঘটিয়া উঠে। কারণ প্রণয় স্বভাবতই একানুগামী। জগদীশ্বর মনুষ্যকে অকৃত্রিম প্রণয়-সুখে সুখী করিবার নিমিত্তই প্রণয়কে এক পাত্রানুবর্ত্তী করিয়াছেন; তাহা অবাধে একানুবর্ত্তী হইতে না পাইলে কখনই অকৃত্রিম হইতে পারে না। অতএব একপত্নীক না হইলে সংসার-সার-ভূত তাথাবিধ সুখে মনুষ্যকে অবশ্যই বঞ্চিত হইতে হয়। পতির প্রকৃত প্রণয়িণী পত্নী সপত্নী সহবাসিনী হইলে সর্ব্বদাই ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে থাকে। এবম্বিধ স্থলে কি স্বামী, কি ভার্য্যা কেহই দ্বন্দ-সুখ অনুভব করিতে পারে না। বহুপত্নীক পুরুষের সংসার, সুখের আলয় না হইয়া কেবল দুঃখেরই হয়। তিনি যতই গুণবান্ ও ধনবান্ হউন এবং যতই অপক্ষপাত

হইয়া চলুন, সংসারে শান্তিসঞ্চারিত করা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব হয়। সাধ্বী স্ত্রী সপত্নী বিহীনা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বদাই মধুর ভাষিণী, পতি-প্রণয়িনী ও প্রসন্নমনা প্রত্যক্ষ হয়। কি বিপদ্ কি সম্পদ্ উভয় কালেই তিনি পতিসহ সুখদুঃখ ভাগিনী হইয়া থাকেন। কিন্তু সপত্নীর সহবাসিনী হইলে বিষণ্ণ বদনে কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। বহুপত্নীক স্থলে কখন কখন ব্যাভিচার, ভ্রূণহত্যা সপত্নী সন্তানবিনাশ প্রভৃতি কত কত অনিষ্টাপাত হইয়া থাকে; ফলতঃ যে কার্য্যানুষ্ঠানে ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তি সমূহের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় তাহা কদাপি বিধেয় নহে। অতএব কি রূপে ঈদৃশ ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মঙ্গলালয় ঈশ্বরের আজ্ঞা, অবহেলা ও অশ্রদ্ধা করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিব। বিশেষতঃ নিরপরাধা পতিপ্রাণা ভার্য্যাকে সাপত্ন্যদুঃখিনী করা যে কত গুরুতর পাপের কার্য্য তাহা বলাযায়না। ধর্ম্মপত্নী দোষান্বিতা হইলে তাহাকে সৎপথে নীত করা ও যথাসাধ্য সুখে রাখা স্বামীর সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। শুদ্ধ পাতিব্রত্যভঙ্গ স্থলেই স্বামী যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। যেমন পাতিব্রত্য রক্ষা, স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম, সেই রূপ এক পত্নীক হইয়া থাকাই স্বামীরও সর্ব্বথা বিধেয়। তাহা না হইলে উদ্বাহ-বন্ধন একাবারে ছেদন করা হয়। যদি তাহাদিগের মধ্যে কেহ আপন ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে উভয়েই উভয়ের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি কোন দোষে দূষিতা নহ, কি অপরাধে তোমাকে সাপত্ন্য দুখিনী করিব। যাহাহউক, এক্ষণে গৃহে অবস্থান কর ও প্রসন্নচিত্তে আমাকে বনগমনে বিদায় দাও।

রাজাকে বনগমনে স্থিরনিশ্চয় দেখিয়া মহিষী অশ্রুপূর্ণনয়নে মৃদুবচনে কহিলেন, জীবিতনাথ! আপনি তাদৃশ বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত হইয়া এমন অন্যায় কথা কহিতেছেন কেন?।

অপত্যাভাব নিবন্ধন একবারে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করাই কি বিবেচনা ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইল?। যাহা মনুষ্যের কৃতসাধ্য নয়, সে বিষয়ে সন্তোষ অবলম্বন করাই উচিত। তবে যদি সংসার পরিত্যাগ করাই বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করিয়া থাকেন, যদি বনগমনে স্থিরপ্রতিজ্ঞই হইয়া থাকেন, এ অধিনীকে চিরদুঃখিনী ও অনাথা করিয়া যাইতে পারিবেননা। ভর্ত্তাই ভার্য্যার একমাত্র বন্ধু ও অদ্বিতীয় সহায়। জগদীশ্বর স্ত্রীদিগকে স্বামীর সুখ-দুঃখ ভাগিনী করিয়াছেন। সর্ব্বাবস্থাতেই স্বামীর চিরসহচরী হইয়া থাকিতে হইবেক। বিশেষতঃ শাস্ত্রেও সুব্যক্ত আছে, স্বামী যে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন সপত্নীক হইয়াই করিতে হইবে, এই নিমত্তই ভার্য্যা সহধর্ম্মিণী নামে প্রখ্যাত। অনেকানেক ব্যক্তি বনগমন কালে সস্ত্রীক হইয়াই গমন করিয়াছিলেন এরূপ ভূরিভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যখন আপনিই প্রস্থান করিতেছেন, তখন আমি কেন আর মিথ্যা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এই সংসার-কারাগারে অনর্থ ভোগতৃষ্ণায় দেহাতিপাত করিব। আপনকার বিরহে আমি কোন রূপেই জীবন ধারণ করিতে পারিবনা। তথাবিধ প্রণয়, তাদৃশ স্নেহ ও সেই দয়া কি এই ভাবেই পরিণত হইল!। আমি আপনকার নিকট কখন কোন বিষয়ে অপরাধিনী হই নাই। অতএব কি বিবেচনায় এই পতিপ্রাণা ভার্য্যাকে নিঃসহায়া রাখিয়া পলায়ন করিতেছেন?। আপনকার কি এত কঠিন হৃদয় হইবে, যে অনায়াসে চিরপালিতা প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন?। বোধ হয় আমার দুরদৃষ্টক্রমেই আপনকার পূর্ব্বতন ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বুঝি জগদীশ্বর আমাকে চিরদুঃখিনী করিয়াই অবনীতে প্রেরণ করিয়াছেন। বুঝিলাম আপনকার দয়া, স্নেহ, প্রণয়, সকলই মিথ্যা। যদি এপ্রকার চিরদুঃখিনী করিবেন ইচ্ছাই ছিল, পূর্ব্বে বলেন নাই কেন? আমি অনশন

বা উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়া সকল দুঃখের শেষ করিতাম। যন্ত্রণা দিবেননা, সহচারিণী করিয়া লউন। যদি পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে এখনই আত্মহত্যা দ্বারা সকল সন্তাপ দূর করিব। এই বলিয়া মহিষী নিস্তব্ধ হইয়া অজস্র অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মহিষীর এই সমুদয় বাক্য শ্রবণে রাজা মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, রাজ্ঞী যে রূপ কাতর হইয়াছেন ইহাকে কিপ্রকারেই বা পরিত্যাগ করিয়া যাই। অথবা যদি সহচারিণী করিয়া লই তাহা হইলেও কষ্টের পরিসীমা থাকিবেনা। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অতি সুখিনী, কোন প্রকারেই বনবাসক্লেশ সহিতে পারেনা। বিশেষতঃ গহন অতি ভয়ানক; সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নানা হিংস্র পশুতে পরিপূর্ণ সুতরাং নানা বিপৎপাতের সম্ভাবনা। তাদৃশ ঘোর গহনে স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে যে কত সংঘাতিক বিপদ পতিত হয় তাহা অনেকেরই অবস্থায় প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। অতএব আমাকে অভিপ্রেত বিষয় হইতে অগত্যাই ক্ষান্ত হইতে হইল। এই বিবেচনা পূর্ব্বক মহিষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে নয়নের জল মোচন কর। তোমার কাতরতা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিনাই। তাদৃশ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল ঘোর গহনে স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে নানা বিপদে পড়িতে হইবে ও তুমি তথাবিধ ক্লেশ সহিতে পারিবেনা বলিয়াই তোমাকে নিষেধ করিতে ছিলাম। যাহাহউক, আমাকে আপাততঃ ক্ষান্ত হইতে হইল। রাজার এই বাক্য শ্রবণে মহিষী যারপর নাই আনন্দিতা হইলেন। তখন তাঁহার সকল শোক তাপ দূরীভূত হইল এবং বদন বিকসিত ও অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল। বিকসিত বদনে মৃদুবচনে কহিলেন নাথ! এ অধিনীর প্রতি যে ত্বদীয় সেই অকৃত্রিম প্রণয়ের

পুনরাবির্ভাব হইবে এমন প্রত্যয় ছিলনা আপনকার স্নেহ, প্রণয়, সকলই অনর্থের মূল বোধ করিয়া ছিলাম। এক্ষণে যখন অভিপ্রেত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেন, তখন তাহার বিলক্ষণ অকৃত্রিমতা প্রমাণ হইল। এই বলিয়া প্রসন্নচিত্তে নারীপুরে গমন করিলেন। অনন্তর রাজা আগন্তুক শত্রুসহ বিগ্রহের বিষয় মনেমনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যে, আমি যেপ্রকার ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, ইহাতে কি প্রকারেইবা তাদৃশ পরাক্রান্ত ভূপতির সহিত স্বয়ং সমরে প্রবৃত্ত হই। একবারে নিবৃত্ত হইলেও চলিবেনা, এবম্বিধ নানা চিন্তা করিয়া পুনরায় বিলাস ভবনে আসিয়া প্রধান অমাত্যকে আহ্বান পুর্ব্বক সিংহলেশ্বরের আগমন বৃত্তান্ত অবগত করিয়া কহিলেন, তিনি নগরে উত্তীর্ণ হইতে না হইতে তুমি ত্বরায় সমো।চিত কার্য্য করিয়া সসৈন্যে তদীয় বিপক্ষে যাত্রা কর। অমাত্য কহিলেন মহা রাজ! সিংহলেশ্বর যাদৃশ মহা পরাক্রমশালী তাহাতে তাঁহার বিপক্ষে যাত্রা করা মাদৃশ হীন-বলের সাধ্য নহে। আমার উপর নির্ভর করিলেই নিশ্চয় পরাজিত হইতে হইবেক সন্দেহ নাই। অতএব আপনাকেই স্বয়ংই সমর যাত্রা করিতে হইবেক। রাজা নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। পর দিবস যাত্রা করিবেন স্থির করিয়া গমনো পযুক্ত আয়োজনার্থ তাঁহাকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন অমাত্যবর রাজা-জ্ঞানুসারে আয়োজনার্থ গমন করিলেন পরদিন প্রভাতে রণো পযোগী সমুদায় প্রস্তুত হইল নানা যোদ্ধ্‌ গণের একত্রসমাগম হইল। অশ্ব, রথ গজ ও অসংখ্য সৈন্যে রাজমার্গ পূর্ণ হইল। ক্রমে বেল এক প্রহর হইল রাজা ভোজনাদি ক্রিয়া কলাপ সমাপন করিয়া সমরোচিত বেশ বিন্যাস করত সভা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত ও অন্যান্য গুরু জনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পুর্ব্বক রাজপুরী

হইতে বহির্গত হইয়া নানা বিচিত্র রত্ন-খচিত রথোপরি আরোহণ করিলেন। অনন্তর যাত্রা-সূচক দুন্দুভি ধ্বনি হইল। এককালে সমস্ত সেনা সুসজ্জীভূত ও শ্রেণী বদ্ধ হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইল। পরদিবস প্রভাতে রাজা সসৈন্য শতদ্রুতটে উপনীত হইলেন। শতদ্রুর পশ্চিম প্রান্তরে অসংখ্য সৈন্য পরিবেষ্টিত সিংহল-রাজের স্কন্ধাভার দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্ব তীরে তদীয় শিবির সন্নিবেশিত হইল। যুদ্ধ করা তাঁহার কোন প্রকারেই ইষ্ট ছিলনা। যাহাতে পরস্পর সম্প্রীতি থাকে এই তাঁহার উদ্দেশ্য। অতএব তিনি, সিংহলাধিপতির অভিসন্ধি জ্ঞাতার্থে ও তাঁহাকে তাঁহার বার্ত্তা জ্ঞাপন নিমিত্ত, তৎসন্নিধানে একজন সুচতুরপুরুষকে প্রেরণ করিলেন।

অনতি বিলম্বেই দূত প্রত্যাগত হইয়া প্রণিপাত পুরঃসর নৃপ-সমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। কহিল “ মহারাজ! আমি সিংহলেশ্বরের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে যথোচিত অভিবাদন পুরঃসর একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিকে? এবং আগমনের কারণ কি? আমি কহিলাম, মহারাজাধিরাজ অর্গরাধিপতির বার্ত্তাবহ বিশ্বস্ত দূত,। সম্প্রতি মদীয় প্রভু মহারাজের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাশয়ের অভিপ্রায় জ্ঞাতার্থ ও তদীয় বার্ত্তা বিজ্ঞাপনার্থ উপস্থিত হইয়াছি এক্ষণে মহারাজের যাহা অনুমতি হয়। তিনি কহিলেন আমি অর্গর রাজ্য মহা-সমৃদ্ধ শ্রবণে বহু দিবসাবধি অধিকার করিতে অভিলাষ করিয়াছি। সম্প্রতি সেই উদ্দেশেই যাত্রা করিয়াছি। এক্ষণে তোমাদিগের ভূপতির কি আজ্ঞা বিজ্ঞাপন কর। তাঁহার এই কথা শ্রবণে আমি বিনয় বচনে কহিলাম, মহারাজ! আমাদিগের ভূপতির যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নহে সন্ধি স্থাপনই তাঁহার প্রধান

সংকল্প। কিন্তু বিবেচনা করিবেননা যে, তিনি আপনকার পরাক্রমে ভীত হইয়াই সমর কার্য্যে নিবৃত্ত হইতে বাসনা করিতেছেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক ও পরোপকারী, এমন কি কখন মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া ও জীব হিংসা করেন নাই। জীব শরীরের একবিন্দু বৃথা রক্তপাত, তাঁহার পক্ষে সহস্র রাজ্য নাশ অপেক্ষা হানি ও ক্লেশকর। অধিক কি তিনি সমুদায় সদ্গুণের আকর হইয়া মনুষ্য নামের গৌরব প্রকাশ করিতেছেন। অতএব এমন ন্যায়বান্ পরম দয়ালু রাজার বিষয়ে কদাচ হস্তার্পণ করিবেননা। কেন তাঁহার ধন হরণ করিয়া চিরকাল দুরবগাহ পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া থাকিবেন?। আমার এই কথায় রাজা সহাস্য বদনে কহিলেন, তোমাদিগের রাজা যে বিলক্ষণ ভীরু স্বভাব ও হীনবল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে কোন্ কালে কোন্ পরাক্রান্ত ভূপতি শত্রুর সহিত সদ্ভাব ইচ্ছা করে। অন্য রাজাকে পরাভূত করিয়া আপন অধিকার বৃদ্ধিকরাই রাজাদিগের ধর্ম্ম ও প্রণালী। অতএব ইহাতে কোন দোষ স্পর্শ হইবেকনা। যাহাহউক, বিনা যুদ্ধে আমি কদাপি ক্ষান্ত হইবনা" এই বলিয়া দূত নিরস্ত হইল।

বীর পুরুষেরা কখন অন্যের শ্লাঘা সহ্য করিতে পারেনা। সিংহল রাজের তথাবিধ প্রগল্‌ভতা ও আত্মশ্লাঘা শ্রবণে রাজা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে সুসজ্জীভূত হইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। আজ্ঞামাত্র সমস্ত সৈন্য একত্রত হইল। রাজা সমরোচিত সুসজ্জিত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া বিগ্রহ-স্থলীতে উপস্থিত হইলেন। সিংহলাধিপতি ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ক্ষণ বিলম্বে সংগ্রামসূচক দুন্দুভিধ্বনি হইলে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামানল প্রদীপ্ত হইল। অর্গর রাজের অপেক্ষাকৃত অতি অল্প সৈন্য ছিল, তথাপি স্বাভাবিক

শরীরের তেজঃ পুঞ্জ দ্বারা বোধ হইতে লাগিল যেন অসংখ্য মহারথি পরিবৃত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রতি-পক্ষের তাঁহাকে মুর্ত্তিমান্ বজ্রের ন্যায় অনুমান করিতে লাগিল। সিংহলাধিপতি বাণ প্রয়োগে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেও প্রস্তর গিরিতে মৃৎপিণ্ড নিঃক্ষেপ যেমতবিফল হয়, তাদৃশ তদীয় শরপ্রয়োগ অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল। ফলতঃ সিংহলপতি সংগ্রাম কীর্ত্তিপক্ষে নিতান্ত হতাশ হইলেন। তাহার অসংখ্য সৈন্য হত হইল। অন্যান্য সৈন্যেরা ভয়াতুর হইয়া রণস্থান পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ হইল। সিংহলপতি ও একান্ত হতাশ হইয়া শিবিরে প্রস্থান করিলেন। সুতরাং, সেদিবস অর্গরপতিরই সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল।

পরদিন প্রভাতে পুনর্ব্বার সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একে-বারে লক্ষলক্ষ বীরগণ অর্গররাজ ওতদীয় সৈন্যের প্রতি অবিশ্রান্ত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। এই রূপে ক্ষণকাল অতীত হইল কিন্তু সেদিবস অর্গরেশ্বরের সৈন্যগণ ভীতবৎ নিরুদ্যম ও সমরপরাঙ্মুখ প্রায় প্রতীয়মান হইল। সমর বিশারদ রাজা সৈন্যদিগকে অকস্মাৎ এরূপ হইতে দেখিয়া সমুচিত সমরোৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতে পুনর্ব্বার ক্ষণ-কাল উভয় পক্ষেই তুল্য রূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল। ক্ষণ বিলম্বে ক্রমে রাজ সৈন্য দিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভগ্নোৎসাহই বোধ হইতে লাগিল। রাজার পক্ষে পরাজয় লক্ষণ সকল ক্রমে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল; সমর-পারগ মহীপাল তাহাতে ও কিঞ্চিন্মাত্র ভীত ও বিচলিত না হইয়া যতদূর পারেন সৈন্যদিগকে শৃঙ্খলা বদ্ধ রাখিলেন এবং নিজ-ভুজ বলে বিপক্ষ কৃত শরজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া অবিশ্রান্ত বাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈব্য প্রতিকূল হইলে পুরুষকারে কিছুই ফল দর্শেনা।

প্রতিকূল পক্ষের তথাবিধ ভাব দর্শনে সিংহল রাজ বিজয় লাভে স্থির-নিশ্চয় হইয়া দ্বিগুণিত উৎসাহ সহকারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বেই অর্গররাজ ভগ্নরথ ও বাণাহত হইয়া বাতোৎ পাটিত শাল দ্রুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অমনি সৈন্য গণ ও রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। সিংহল রাজ ভুমিপতিত মুর্চ্ছিত ভূপতিকে নিজরথে লইয়া অর্গর রাজ্যে গমন না করিয়া অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন। সৈন্য গণও জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া আনন্দ ধ্বনি করত তাঁহার অনুগমন করিল। এদিকে রাজা কিয়ৎকাল পরেই চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে প্রবল শত্রুহস্তগত দেখিয়া বিস্ময়া পন্ন হইলেন। ভাবিলেন, আমি বল বিক্রমে সিংহল রাজ অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ, অমার সৈন্যগণ ও অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিত ও সমর পারদর্শী, তবে কেনই বা এরূপ শত্রুহস্তগত হইলাম?বুঝিলাম, অদৃষ্টইবলবৎ। হা! অদৃষ্ট! তুমি যখন প্রতিকূল হও তখন অতুল ঐশ্বর্য্য শালী ব্যক্তিকে ও পদে পদে বিপন্ন হইতে হয়। হাঐশ্বর্য্য তুমিই সকল অনর্থের মূল, তোমার প্রভাবে অনর্থ কত প্রাণি বিনাশ করিতে হইল। হায়! মদীয় যে পিতৃগণ রাজাদিগের অহঙ্কারস্বরূপ ছিলেন অদ্য আমাকে এই সামান্য শত্রুর হস্তগত করিয়া তাঁহাদিগের সমুদায় যশ কীর্ত্তি বিলোপী করিলে! এই প্রকার নানা বিধ খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেন, বীর পুরুষেরা কখন অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করেননা। পরাধীনতা সকল ক্লেশের আকর। কোন বিষয়ে কাহারও অধীন হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম। কি বীর, কি হীনবল কি ধনী, কি নির্ধন, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেরই স্বাধীনতা রক্ষাকরা উচিত। আহা! যে মহাত্মা যাবৎজ্জীবন স্বাধীনতা রসাস্বাদন করিতে পারেন তিনি যথার্থ সুখী। অতএব

আমি যেৰূপে পারি এই লোভপরতন্ত্র অধার্ম্মিক পাপা-আর প্রাণ বধ করিয়া আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিব। রাজা মনে মনে এই ৰূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সিংহলপতি নানা স্থান অতিক্রম করিয়া পঞ্চম দিবসে এক মহানগরীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। নগরের নিকটবর্ত্তী এক প্রান্তরে, তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত হইল। প্রধান প্রধান যোদ্ধা দিগের নিজ নিজ পটমণ্ডপ সন্নিবেশিত হইল। সিংহলপতি রাজাকে বন্ধোন্মুক্ত করিয়া উপযুক্ত প্রহরিগণে পরিবেষ্টিত রাখিয়া নিজ শয়নমণ্ডপে প্রবেশ রিলেন। অন্যান্য যোদ্ধারাও বিশ্রমার্থ গমন করিল। সমর প্রারম্ভাবধি সৈন্য গণ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল সুতরাং, অচিরাৎ প্রায় সকলেই নিদ্রাভিভূত হইল, কেবল সিংহল পতির একশত শরীর-রক্ষকের মধ্যে আটজন মাত্র প্রহরী কার্য্য করিতেছিল। সিংহল রাজ অপনাকে সুরক্ষিত বিবেচনা করিয়া নিঃসন্দিগ্ধমনে নিদ্রা যাইতে ছিল। কোন ৰূপে কোন অত্যাহিত ঘটিবে তাঁহার কিছুমাত্র আশঙ্কা ছিলনা এবং যে স্থানে শিবির সন্নিবে-শিত হইয়াছিল যে সকল বীরপুরুষদিগ্রকে প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন বিপদ্ ঘটিবারই সম্ভা-বনা ছিলনা। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী বিষয় কোন মতেই ব্যাহত হইবার নহে। রাজা এতক্ষণ অবসর প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন, এক্ষণে চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ ও প্রহরিগণকে নিদ্রাগত দেখিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং অস্ত্রা-গারে প্রবেশ পূর্ব্বক মনোনীত অস্ত্র সমস্ত গ্রহণ করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পূরণ ও প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সত্বর রাজ-গৃহোদ্দেশে চলিলেন। তাঁহার তদানীন্তন আন্তরিক ভাব অনির্ব্বচনীয় প্রকার হইল। রাজ্যনাশ,

মানন.শ ও অনভিলষিত অসংখ্য প্রাণীর বিনাশ হেতু তদীয় অন্তঃকরণ শোক ও ক্ষোভাদিতে নিতান্ত উৎকলিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার কিছুই অনুভূত হইল না, কেবল একমাত্র শত্রুজিঘাংসাই প্রবলীভূত হইল। তাঁহার তদানীন্তন ভাব বিলোকনে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি পৃথিবী ও আত্মা পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছেন। এবম্বিধ অবস্থায় ভ্রমপ্রমাদ লোকের অনায়াসেই হইয়া পড়ে। তিনি যদিও সন্ধ্যাবধি রাজার শয়নাগার বিলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু কার্য্যব্যস্ততায় তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিল। তিনি রাজগৃহে প্রবেশ না করিয়া তৎপার্শ্বস্থ সৈন্যাধিপতির আগারে প্রবিষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে পর্য্যঙ্কশয়ান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সৈন্যাধ্যক্ষের ছিন্ন মুণ্ড হইতে এক প্রকার বিচিকিৎস্য হুঙ্কার সমুদ্গত হইল। অমনি জাগরিত রাজপ্রহরিগণ তটস্থপ্রায় হইয়া নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইল। দেখিল, জনৈক বীরপুরুষ শিবির হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইয়াছে। তদ্দর্শনে তাহারা তাঁহাকে দস্যু বিবেচনা করিয়া পশ্চাৎ ধাবমান হইল। রাজা কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, কতকগুলি সৈনিক পুরুষ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুযুৎসুভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। সৈনিক পুরুষেরাও নির্ভীকহৃদয়ে সন্নিহিত হইয়া অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। তিনি ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া একে একে তাহাদিগের সকলকে শমনসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ধাবমান হইলেন।

ক্রমে শর্ব্বরী প্রভাতা হইল। শিবিরস্থিত সিংহলপতির প্রহরিগণ একে একে সকলেই জাগিয়া উঠিল। প্রহরি-

কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল বলিয়া সকলেই সশঙ্কও সবিস্ময় হইল। বিপদাশঙ্কায় সকলেরই মন অনুক্ষণ সংশয়িত হইতে লাগিল। তখন সকলেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া কোন অত্যাহিত ঘটিয়াছে কি না ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। প্রথমেই দেখিল তাহাদিগের একশত প্রহরীর মধ্যে আট জন নাই। তদ্দর্শনে সভয়ান্তঃকরণ তাহাদিগের অন্বেষণ করিতে লাগিল। এদিকে সৈন্যাধ্যক্ষের প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া তাঁহাকে ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া মহাগোলযোগ আরম্ভ করিল। এই রূপে শিবিরের সর্ব্ব স্থানেই কোলাহল হইতে লাগিল ও তাহাতে সিংহলপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এই কার্য্য কারারুদ্ধ মহীপাল হইতেই ঘটিয়াছে স্থিরসম্ভাবনা করিয়া তদীয় শয়নমণ্ডপে শীঘ্র প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার অদর্শনে, তিনিই এই দুঃসাহসিককার্য্য করিয়াপলায়ন করিয়াছেন অবধারণ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বহু সংখ্যক দূত প্রেরণ করিলেন। তাহারা ত্বরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! শিবিরের অনতিদূরে আমাদিগের আট জন বীরপুরুষ ছিন্নমূল শাখীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। এতচ্ছ্রবণে রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিমনায়মান হইলেন। কিন্তু কি করেন, তাঁহার অন্বেষণার্থ দূত প্রেরণ ব্যতীত আর কোন উপায় ছিলনা। সুতরাং তন্মাত্র ব্যবস্থা করিয়া অবিলম্বেই ক্ষুব্ধভাব লইয়া স্বপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে অঙ্গরাজ বিপক্ষ সৈন্যানুসরণ আশঙ্কা করিয়া প্রথমপ্রধাবিত পূর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রমাগত ধাবমান হইতে লাগিলেন। সমধিক শ্রম বোধ হওয়াতে

ক্ষণৈক বিশ্রাম করিতে অভিলাষ করিলেন। কিন্তু সেই স্থান বিশ্রামের অনুপযোগী বোধ করিয়া আরও অগ্রসর হইলেন। বিপদ্‌ই বিপদের অনুগমনকরে। ভাগ্য বিপর্য্যয় হইলে যেন উহা প্রায়ই সপরিবারে উপস্থিত হয়। রাজা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বিশ্রামস্থান কোথাও দেখিতে পাইলেননা। পাইবেন কি ঐ স্থান নিরবচ্ছিন্ন বালুকাপূর্ণ মরুভুমি। আবার রাজার দুরদৃষ্ট ক্রমে ঐ সময়টিও গ্রীষ্ম কাল। একতঃ সেই পরিশ্রম, তাহাতে গ্রীষ্ম আবার মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। এবম্বিধ সময়ে মরুভূমির কিরূপ ভীষণ ভাব ও রাজার কতদূর দুরবস্থা উপস্থিত তাহা চিন্তা করিলেই অনায়াসে সকলেরই অনুভূত হইতে পারে। ভীষণ তপন-তাপে চারিদিক অগ্নিময় হইল। জগৎ প্রাণ সমীরণ, অবিশ্রাম অনলোদ্গিরণ করিতে লাগিল। উত্তপ্ত বালুকা সকল বায়ু পরিচালিত হইয়া গগনতল আচ্ছন্ন করিল। মধ্যে মধ্যে কঙ্করচয় প্রজ্বলিত আঙ্গারবৎ ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন জগদীশ্বরের মহাপ্রলয়কারিণী বিশ্বসংহারিণী মুর্ত্তি সেই বিজন স্থানে মুর্ত্তিমতী রহিয়াছে। রাজা আপনাকে এই ঘোর সঙ্কটে পতিত দেখিয়া প্রাণরক্ষা বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন।

এই স্থলে 'বংশপ্রদীপ' বংশধরকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন দেখ বৎস! যিনি আজীবন অতুল ঐশ্বর্য্য সুখ সম্ভোগ করিয়া আসিতে ছিলেন, তপনতাপাদিক্লেশ যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভূত ছিলনা, তাঁহাকে প্রতিকুল নিয়তিপ্রণোদিত হইয়া সম্প্রতি মরুভুমিশায়ী হইতে হইল। অতএব সংসারাশ্রম কি ভায়ানক! যাহাহউক, ধর্ম্মবীর পুরুষেরা বিপদে কখনই একেবারে অভিভূত ও অবসন্ন হইবার নহেন। রাজা আপনার আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া প্রজ্বলিত চিতা সদৃশ সেই বালুকাশয্যায় নিপতিত হইলেন এবং একান্ত

মনে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। হায়! জগদীশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। ঐসময়ে একটা প্রকাণ্ড উষ্ট্র অনতিদূরে আসিতেছে দৃষ্ট হইল। মনের সহিত শরীরের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। যদিও রাজা একান্ত হীনবল ও মৃতপ্রায় হইয়া পতিত ছিলেন, এক্ষণে ঈশ্বর প্রসাদাৎ প্রাণরক্ষার উপায় স্বতই লব্ধ হইল বিবেচনা করিয়া সনধিক সাহস অবলম্বন পুর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং শনৈঃ শনৈঃ উষ্ট্রের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে ধরিলেন। তাহার বল্গাদি সজ্জা ও পৃষ্ঠস্থিত ভার দর্শনে উহা কোন পান্থ হইতে পলায়িত বলিয়া স্থির-নিশ্চয় করিয়া তদুপরি আরূঢ় হইলেন। ইহা প্রসিদ্ধই আছে মরুভূমিপান্থেরা পানীয় জল ও ভোজনীয় দ্রব্য উষ্ট্র পৃষ্ঠেলইয়া থাকে। উহার উপরেও উভয়ই পর্য্যাপ্ত ছিল সুতরাং রাজা সেই জল ও খাদ্য পান ও ভোজন করিয়া কিঞ্চৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে উষ্ট্রকে যথেচ্ছ গমনে অনুমোদিত করিলেন। উষ্ট্রদিগের স্বভাবই এই যেদিকে জল ও বনস্থান নিকটবর্ত্তী তাহারা তদভিমুখেই ধাবমান হয়। সুতরাং, উহা অবাধে গমন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই এক অরণ্যানীমধ্যে উত্তীর্ণ হইল। সেই নিসঃহায় অরণ্য ভুমিতে যদিও উষ্ট্রকে সঙ্গে রাখা রাজার কর্ত্তব্য ছিল, এক্ষণে উহা হইতে প্রাণরক্ষা হইয়াছে বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থই উহাকে স্বাধীন গমনর্থ পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। ঘোর অন্ধাকারে বনস্থলী আচ্ছন্ন হইল। রজা রজনী উপস্থিত দেখিয়া এক উন্নত মহীরুহে আরোহণ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা হইলনা। নানা বিষয়িণী চিন্তায় একান্ত ব্যাকুল চিত্ত হইলন। ভাবিলেন, যে রূপ দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, ইহাতে যে কখন প্রেয়সীর সন্দর্শন পাইব এমন প্রত্যাশা দেখিতেছিনা।

সেই সুশীলা পতি প্রাণা মহিষীরই বা কি অবস্থা ঘটিয়াছে তাহারও নিশ্চয় নাই। আমি শত্রুহস্তগত হইয়াছি শ্রবণে তিনি কি করিতেছেন তাহাও বুঝিতে পারিতেছিনা। এবম্বিধ নানা চিন্তায় বিশেষতঃ সেই ঘোর তামসীতে ভীষণ হিংস্র জন্তুদিগের গর্জনে একাকী বাস এই কারণে একাগ্র, ব্যাকুল ও নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই রূপে অতি কষ্টে রজনী যাপন করিলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে তিনি বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং এক সরোবরে প্রাতঃস্নানাদি কৃত্য সমাপন করিয়া ইতস্ততঃ বনশোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও তরুও লতা সকল মুকুলিত ও ফলভরে অবনত হইয়া প্রাকৃতিক শোভার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিতেছে ও তাহার সুখদ বাসে বন স্থলী আমোদ পরিপুর্ণ হইয়াছে। কোন স্থানে নানা জাতীয় পক্ষী সুমধুর স্বরে সংগীতালাপ করিতেছে। এই প্রকারে তিনি যত অদৃষ্ট পুর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চিত্ত ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রণয় ও ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইতে লাগিল। নিতান্ত প্রেমরসে রসিক হইয়া তাঁহার গুণ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে পরমপূজ্য পরমাত্মন্! তোমার অপার মহিমা ও অচিন্ত্য শক্তি তুমি নানা অপুর্ব্ব পদার্থে এই বনস্থলী পরিপূর্ণ করিয়াছ। হায়! তুমি জীব সমূহের শিব সাধনার্থ অশেষ সুমধুর ফল ও বহুবিধ মূলে এই কানন ও নানা প্রদেশ পরিশোভিত করিয়াছ। যখন উহার প্রত্যেকের রসাস্বাদন গ্রহণ করাযায় তখন কাহার না রসনা সরসে রসিকা হইয়া তোমার অপার গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। হে দয়াময়! তোমার দয়ার কথাকি কহিব। গত কল্য প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে জীবন ধারণের উপায় মাত্র ছিলনা কেবল তোমার করুণায় জীবন রক্ষা করিয়াছি।

হে শরণাগত বৎসল! এক্ষণে অনুকূল হইয়া সংসারসমাচরিত পাতক ও মানসিক পাপ হইতে আমাকে রক্ষা কর। সংসারে বদ্ধ হইয়া কত কত অসংখ্য পাপ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারিনা; তজ্জন্য আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। অতএব করুণা দৃষ্টে শান্তি সলিল বর্ষণ দ্বারা আমার মন সুশীতল কর। এই ঘোর গহনে তুমিই এক মাত্র ত্রাতা। এই প্রকার ঈশ্বর গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে রাজার নয়ন যুগল হইতে অজস্র অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, প্রগাঢ় ভক্তিরস উদ্বেলিত হইয়া বাষ্পবারি রূপে বিনির্গত হইল এবং যেন ঐ জলাভিষেকেই তাঁহার আন্তরিক মালিন্য সকল একেবারে ধৌত ও পরিষ্কৃত হইল।

রাজা যে প্রকার দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে যে তিনি একাকী নিঃসহায় হইয়া অপরিচিত দূর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক স্বরাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিবেন তাঁহার এমত আশংসা ছিলনা। ঈদৃশ বনবাস একপ্রকার তাঁহার অভীষ্ট পূর্ব্বকই ছিল। তন্নিমিত্ত তিনি আর স্বরাজ্যে প্রতি নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত কোন চেষ্টাই পাইলেন না। ফলতঃ এমত মানস করিলেন যে, অবশিষ্ট জীবনকাল এই নির্জ্জন বনে অবস্থিতি করিবেন। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মবসে প্রেয়সী মহিষীর নিমিত্ত উৎকলিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার বিবিধ বিপৎপাত সম্ভাবনা করিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন তথ্যাপি মহাসত্ত্বতাগুণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে ধর্ম্মবীর পুরুষেরা ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সর্ব্বাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন। রাজাও মহিষীর সমুদায় শুভাশুভ ঈশ্বরায়ত্ত বিবেচনায় এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া শরীর রক্ষার্থ আবাসোচিত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অনতি দূরে একটী উন্নত বটপাদপ দেখিতে পাইলেন।

উহা উভয় পার্শ্বে অন্যান্য নানাবিধ ক্ষুদ্রলতা সমূহে পরি-
বেষ্টিত। হঠাৎ দেখিলে কৃত্রিম লতাগৃহ বলিয়া ভ্রম হয়।
রাজা তাহার চমৎকারিণী শোভা বিলোকোনে সাতিশয়
চমৎকৃত হইলেন। তৎক্ষণাৎ শাখা পত্র প্রভৃতি প্রয়ো-
জনোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক মনোমত একখানি
গৃহনির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর কতকগুলি কোমল লতা-
পল্লব সংগ্রহ করিয়া শয়নোচিত একখানি শয্যা প্রস্তুত
করিলেন। এই প্রকারে তিনি সেই পর্ণ কুটীরে বাস ও
পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন
তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রভাতিক ক্রিয়াকলাপ সমাপন
করিয়া বনের নানাস্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক নানা ফল মূল আনয়ন
করিতেন, তাহাতেই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। রাজা
এই কথা বলিয়া বংশপ্রদীপকে, সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন;
দেখ, বৎস? গৃহস্থ ব্যক্তিকে কখন কোন্ অবস্থায় পড়িতে
হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা যায়না। দেখ অপূর্ব্ব সৌধোপরি
অতিসুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহার
সুনিদ্রা হইতনা, নিত্য রসনাসুখদ নানা দ্রব্য ভোজন
করিয়াও যাঁহার সমধিক তৃপ্তি বোধ হইতনা, দৈবদুর্ব্বিপাক
বশতঃ তাঁহাকেও এই প্রকার হীনদশাগ্রস্ত হইয়া তাদৃশ
ঘোর গহনে পর্ণশালায় পর্ণরাশির উপর শয়ন ও কেবল
বনসুলভ ফলমূল ভক্ষণে জীবন অতিবাহিত করিতে হইল।
প্রথমে এই হীনাবস্থায় তাঁহার যেমন ক্লেশ বোধ হইয়াছিল
ক্রমে তাহার অনেক লাঘব হইয়া আসিল। কেননা ক্রমে
তাঁহার এই প্রকার অভ্যাস হইয়া পড়িল। অভ্যাস
দ্বিতীয় স্বভাব, কিছুদিন যেরূপ অভ্যাস করাযায় শারীরিক
ও মানসিক স্বাস্থ্য নিমিত্ত তাহাই যথোচিত আবশ্যক
প্রতীয়মান হয়। ক্রমে সেই প্রকার হীনাবস্থাতেই জীবন
অতিবাহিত করা রাজার এক প্রকার অভ্যাস হইয়া

পড়িল। অবস্থানুসারেই অশন বসনেই তাঁহার তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল। যাহাহউক, কিয়দ্দিন বিলম্বে একাকী-অবস্থান তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। এমন অবস্থায় পুস্তক পাঠ ব্যতিরেক তাদৃশ ক্লেশলাঘবের উপায়ন্তর নাই দেখিয়া সন্নিহিত নগরে আপন বহুমূল্য অঙ্গুরীয়বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক নানা পাঠোপ-যোগী পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিলেন ও তৎপাঠে কিঞ্চিৎ সুখ বোধ করিতে লাগিলেন। কারণ কর্ম্মহীন অলস বা ব্যক্তি দিগের পক্ষে সুখে জীবন ধারণ করা অত্যন্ত সুকঠিন হইয়া-উঠে। তাহাদিগের পক্ষে জীবন সুখাকর না হইয়া প্রত্যুত সাতিশয় ক্লেশাবহই হয়। কিন্তু যাহারা মনকে জ্ঞান ও বিদ্যা রত্নে বিভূষিত করিবার নিমিত্ত সতত যত্নবান্ থাকে দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ তাহারা যেমন অবস্থায় অবস্থাপিত হউক না কেন, পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারে; শোক তাপ প্রভৃতি নানা ক্লেশে তাহাদিগের অন্তঃকরণ তাপিত হইলেও, সর্ব্বদা পুস্তক পাঠ দ্বারা তাহার অনেক লাঘব হয়। বিশেষতঃ যাহারা বিদ্যা-রসাস্বাদনে অধিকারী হইয়াছে, পুস্তক পাঠে তাহারা কখনই ক্লান্ত হইয়া থাকিতে পারেনা এবং তাহাতে যাদৃশ নির্ম্মল সুখ অনুভব করিতে পারে এমন আর কিছুতেই পারেনা॥ অতএব ইহাতেযে, রাজা সুখ বোধ করিবেন তাহার আর সন্দেহ কি ?। যাহা হউক, এই প্রকারে প্রায় দুই বৎসর গত হইল।

ক্রমে বর্ষাকাল উপস্থিত। একদা রাজা এই সময়ের দিবাশেষে নিজ কুটিরে উপবিষ্ট হইয়া বর্ষার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিতে ছিলেন, এমত সময়ে অতি পরি-ক্ষীণ মানবকণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। অমনি রাজা চকিত হইয়া উহা প্রকৃত মানবস্বর বটে কি না পরীক্ষা

করিবার নিমিত্ত সেই দিকেই উর্দ্ধকর্ণ হইয়া রহিলেন। ক্ষণ বিলম্বে পুনর্ব্বার শ্রুতিগোচর হইল। তখন উহা মনুষ্যকৃত বলিয়াই বোধ হইল। ভাবিলেন, বুঝি মাদৃশ কোন হত-ভাগ্য ব্যক্তি বিপন্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। অতএব অনুসন্ধান করিতে হইল। এই বলিয়া গাত্রোত্থান করি-লেন। কিন্তু তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতে ছিল, অন্ধকারে বনস্থলী আবৃত হইয়াছে, কিছুই নয়নগোচর হয় না। ক্ষণে ক্ষণে নিবিড় বন মধ্যে সৌদামিনী প্রকাশমানা হইতেছে। পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর ধ্বনসহকারে বজ্রপাত হইতেছে। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হই-লেন। ভাবিলেন, কি প্রকারেই বা এই ভয়ানক সময়ে গৃহের বহির্গত হই; ইহার প্রাণ রক্ষা করিতে যাইলে আমার প্রাণনাশ হইলে ও হইতে পারে। অথচ দীনের-প্রতি দয়া ও বিপন্নের বিপদ্ উদ্ধার করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; আপন প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া ও তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তাহা হইলে ইহামুত্র উভয় লোকেই প্রতিষ্ঠিত ও পুরস্কৃত হইতে পারাযায়। অতএব আত্ম-জীবনস্পৃহা করিয়া ঈদৃশ মহৎ কার্য্যে উপেক্ষা করা কখন উচিত নহে। এই বিবেচনা পূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া করে করবারী ধারণ পূর্ব্বক শব্দ লক্ষ্যানুসারে ধাবমান হইলেন। সেই সময়ে বৃষ্টি ও কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইয়া আসিল। রাজা কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, একটী আলুলায়িত কেশা মলিনা কৃশাঙ্গী স্ত্রীলোক একটী বৃক্ষমূলে শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে সকরুণ স্বরে নানা বিলাপ করি-তেছে। রাজা হঠাৎ তাঁহার সম্মুখীন না হইয়া এক লতা-বিতানে ব্যবহিত থাকিয়া তাঁহার বিলাপ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। "হা! পুরবাসিগণ! তোমাদের নিকটে এ অভাগিনী কি অপরাধিনী হইয়াছিল যে, রোষপরবশ হইয়া

আমাকে অরণ্য-চারিণী করিলে? হা মনুষ্য! তোরা কি কৃতঘ্ন, তোদের আত্মীয় নাই বন্ধু নাই কেবল আপন কার্য্য সিদ্ধ হইলেই চরিতার্থ হই। হায়! যাহাকে চিরকাল পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছি, সেই এক্ষণে সময় পাইয়া নিতান্ত অন্ধ হইয়া কালভুজঙ্গের ন্যায় দংশন করিল। হা! অধম কৃতঘ্ন মনুষ্য! তোদের আত্ম-সুখভোগই কি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? নিরপরাধিনীকে বনবাসিনী করিলি? বুঝিলাম, বিধাতা প্রতিকূল হইলে সকলই বিপরীত হয়। হায়, যে ব্যক্তি সদা সৎপথে চলিয়া চিরকাল পরের উপকার করিয়া জীবন যাপন করে নিদারুণ পাপিষ্ঠ নিষ্ঠুর পুরুষেরা তাহারই অপকারে অনুরক্ত হয়! হে জীবীতেশ্বর তুমি এক্ষণে কোথায় অন্তর্হিত হইলে? তুমি থাকিলে এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইতামনা। আমি এই প্রকার বনবাসিনী হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণার ভাগিনী হইব বলিয়াই কি তুমিও পরিত্যাগ করিলে? হা জীবিতনাথ! আর তোমার তাদৃশী মোহিণী মূর্ত্তি নয়ন-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইবেনা এই খেদেই হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।। হা জগদীশ্বর! তুমি আমাকে ঈদৃশী চিরদুঃখিনী নিঃসহায়া ও বনবাসিনী করিবে বলিয়াই কি এ অভাগিনীকে অবনীতে প্রেরণ করিয়াছে? হে দীনবৎসল! আর এ মিথ্যা জীবন রক্ষায় আবশ্যকনাই সংপ্রতি এ হতভগিনী জীবন-ত্যাগে স্থির নিশ্চয়া হইয়াছে। যেন আপনার করুণা-গুণে দেহান্তে সেই জীবিতনাথের সাক্ষাৎ পাই"। এই প্রকার নানা বিলাপ করিতে করিতে বাষ্পবারিতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই সমস্ত বিলাপ-পরম্পরা শ্রবণে রাজার মন সন্দেহেএকান্তদোলায়মান হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, এ অবলা আমারই সহধর্ম্মিণী হইবে। আবার ভাবিলেন, তাহা কি রূপেই বা হইবে। কারণ, আমি সিংহল-পত্তিকে

নষ্ট করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছি। উপযুক্ত মন্ত্রীর, হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত আছে। তাদৃশ ঐশ্বর্য্য ও তাদৃশ সহায়-সত্ত্বে তৎসদৃশী সুশীলা অবল কি নিমিত্তই বা বন-বাসিনী হইবে? অথবা এই নারী নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছে যে, কোন কৃতঘ্ন ব্যক্তি ইহাকে বন-বাসনী করিয়া গিয়াছে, হয়ত কোন গুপ্ত শত্রু মিত্রভাবে আমার সংসারে প্রতিপালিত হইয়া থাকিবে তাহা হইতেই এই কার্য্য হইয়াছে। যাহা-হউক, নিকটে গিয়া দেখিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিব। এই বলিয়া রাজা অগ্রসর হইয়া করুণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন বালে তুমি কে? একাকিনী এই স্থানে কেনইবা রোদন করিতেছ? তুমি অবশ্যই কোন মহানগরীর অধি-দেবী হইবে, তুমি কি দুর্ব্বিপাকে এবম্বিধ বিপদে পড়িয়াছ? তোমার ঈদৃশী দুর্দ্দশা দর্শনে আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব সত্য পরিচয় দাও। মহিষীর এবম্বিধ বিকৃত রোদন-স্বর রাজার পরিচিত ছিলনা; এনিমিত্ত তাঁহাকে নিজ মহিষী বলিয়া চিনিতে পারিলেননা কিন্তু মহিষী রাজার স্বর শ্রবণমাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং প্রবলীভূত মানসিক বৃত্তি সমুদায় অকস্মাৎ পরিবৃত্ত হওয়াতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রাজা আপনার সমুপস্থানে তাঁহাকে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদনার্থ নিজ ঊরুদেশে তাঁহার মস্তক রাখিয়া যথোচিত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণবিলম্বেই তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল মূর্চ্ছাভঙ্গে তিনি নিমীলিতনেত্রে হা জীবিত নাথ; হা; প্রাণনাথ হায় কি হইলবলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। রাজসন্দর্শনে যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ক্রোড়ে যে শয়ানা রহিয়াছেন মূর্চ্ছারঘোরে তাহা তাঁহার কিছুই উদ্বোধ হয় নাই। রাজা অশ্রুমুখে কহিলেন, প্রিয়ে

নয়ন উন্মীলনকর, তুমি সেই হতভাগা পুরুষাধমের ক্রোড়েই রহিয়াছ, তোমার ঈদৃশী দশা দর্শনে আর জীবন ধারণ করিতে পারিনা। তখন রাজমহিষী আস্তব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং নিস্পন্দ ও সতৃষ্ণনয়নে তদীয় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে নেত্র যুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। রাজা তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আপন কুটীরে লইয়া গেলেন এবং আপনার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তদীয় বনাগমন কারন জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহিষী, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্গদবচনে কহিলেন, মহারাজ! আপনকার বিরহে যে কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি বলিতে পারিনা। আপনি সমরে পরাজিত হইয়া শত্রু-হস্তগত হইয়াছেন নগরে প্রকাশ হইলে, আমি প্রবলীভূত শোকসাগরে মগ্ন হইলাম; কেবল পরিতাপ ও রোদনেই কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলাম এবং তৎকালে শুদ্ধ পরিতাপ করিয়াই যে ক্ষান্ত ছিলাম এমত নহে, এই পাপ জীবন পরিত্যাগ করিতে স্থিরনিশ্চয় করিয়া চিতানল প্রস্তুত করিলাম। অনন্তর প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছি, এমন সময়ে এক পুরন্ধ্রী বৃদ্ধা আসিয়া আমাকে ধারণ করিয়া কহিল, মহিষি! কর কি? যে পদবীতে পদার্পণ করিতেছ, তাহা কি যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য?। আত্মহত্যা করিলে অনন্তকাল দুঃসহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে রাজা প্রত্যাগত হয়েন, তোমার বিরহে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইলেও হইতে পারে। অতএব এককালে আত্মহত্যা ও পতিহত্যা উভয় পাপে মগ্ন হইয়া চিরকাল অনন্তক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। ধৈর্য্য অবলম্বন কর। এই সংসারে কেহই সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারেনা। সর্ব্বদাই মনুষ্যকে রোগ শোক সুখ দুঃখ সম্পদ

বপদ্ প্রভৃতি পর্য্যায় ক্রমে ভোগ করিতে হয়। অর্থ নাশ, প্রাণোধিক পুত্র বিনাশ প্রভৃতি কতকত বিপৎপাত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। সেই সকল বিপদ সময়ে, আমরা একান্ত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হই, মনস্তাপে তাপিত হই, জীবনে নিতান্ত বিড়ম্বনা জ্ঞান হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তঃকরণে হৃদয় তাপহারিণী আশা আবির্ভূতা হয়। তাহার প্রভাবে আমরা তখনি একেবারে সকল শোক তাপ বিস্মৃতপ্রায় হইয়া ভাবি সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হই। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আশাপথ নিরীক্ষণ কর। সৌভাগোদয় হইলে পুনর্ব্বার স্বামিদর্শন সুঁখভাগিনী হইতে পারিবে।

বৃদ্ধার এই শ্রুতিমধুর হিতগর্ভ বাক্য শ্রবণে আমি সে অভিপ্রায় হইতে ক্ষান্ত হইলাম তদবধি অশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া যথাকথঞ্চিৎ কাল যাপন করিতেছিলাম অদ্য কএক দিবস হইল অপনকার পরম বন্ধু বিশ্বস্ত সচিবপতি হঠাৎ অন্তঃপুরে আসিয়া কহিলেন, "মাতঃ! অনুক্ষণ কেবল পরিতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন? আপনকার ঈদৃশা দশা দর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এরূপ শোক বস্থায় লোকের অন্যমনস্ক থাকা আবশ্যক। অন্যমনস্ক হইতে ইচ্ছা করিলে, হয় বনযাত্রা বা তীর্থযাত্রা অথবা দেশভ্রমণ করিতে হয়। অতএব যদি আপনকার ইচ্ছা হয় ও অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি কতগুলি সৈন্য লইয়া অপনকার অনুচর হই। আমার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য রাজপুরুষেরা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে তদ্বিষয়ে আপনকার চিন্তা নাই"। এই বলিয়া মন্ত্রী আমার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহাই অনুমোদিত করিলাম। নব নব পদার্থ দর্শন করিয়া শোক সন্তাপ শান্তি করিব আমার সে আশা ছিলনা। দেশভ্রমণ ও বনপর্য্যটন দ্বারা যদি আপনকার সাক্ষাৎ পাই এই উদ্দেশেই তাঁহার মতে

আর কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপন করিলাম না। আর তাঁহার প্রতি চিরবিশ্বাস নিবন্ধন এই কার্য্য কোন মতেই গর্হিত ও অবৈধ বোধ হইলনা; সুতরাং তৎক্ষণাৎ রথ প্রস্তুত হইল। মন্ত্রী অন্য রথে আরূঢ় হইয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে আমার অনুগমন করিলেন। সে দিবস অপরাহ্লেই যাত্রাকরা হইয়াছিল, এই নিমত্ত অনতিদূরেই একটী রমণীয় স্থানে অবস্থান করাগেল। তথা হইতে পর দিন প্রত্যুষে রথ সুসজ্জিত হইল ও পূর্ব্ববৎ সকলেই যাত্রা করিলাম। এই রূপে সপ্তাহ পর্য্যন্ত নানা গ্রাম, নানা নগর ও নানা জনপদের নব নব সৌন্দর্য্য ও নূতন নূতন রীতি-নীতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। গত কল্য সন্ধ্যাকালে এই বনের পঞ্চ ক্রোশ দূরে সেনা সন্নিবেশিত হইয়া ছিল। অন্যান্য দিবসের ন্যায় প্রত্যূষে না হইয়া অধিক রাত্রি থাকিতেই রথ প্রস্তুত হইল। আমি পূর্ব্ববৎ মন্ত্রী ও সৈন্যগণকে গমনোন্মুখ দেখিয়া রাত্রি বিবেচনা না করিয়াই রথে আরোহণ করিলাম। রাত্রি অধিক থাকাতে আমি পুনর্ব্বার নিদ্রাগত হইলাম। পরে বেলা চারি দণ্ড হইলে নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, রথের গতি নিবৃত্ত হইয়াছে ও আমি একাকিনী অরণ্যানী নীত হইয়াছি। দেখিবামাত্র আমি সারথিকে মন্ত্রীর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। সারথি কোন উত্তর প্রদান না করিয়া ভয় বিহ্বল নয়ন ও সকম্পহৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল। আমি তাহার রোদনের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে নাপারিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, সে তাহাতে আরও কাঁদিতে লাগিল। পরে ভাবভঙ্গী বিলোকোনে সে বলিতে নিতান্ত শঙ্কিত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পুনঃপুনঃ অভয় প্রদান করিতে লাগিলাম। তখন সে সেই পাপাত্মা বিশ্বাসঘাতক নরাধম অমাত্যের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিল।

এই বলিয়া রাজ্ঞী বিরত হইলেন।

রাজা নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, সে কি! সেই চিরপালিত মন্ত্রী হইতেই তোমার ঈদৃশী দুরবস্থা ঘটিয়াছে তৎকালে তুমি কি তাহাকেই কৃতঘ্ন বলিয়া ভৎসনা করিতে ছিলে কি লোভে তাদৃশ প্রভুপরায়ণ আবাল্যসুহৃৎ অমাত্যের ঈদৃশী পাপবুদ্ধি ঘটীল? অথবা তোমারই ভ্রম হইয়া থাকিবে; বোধ হয় সিংহলপতিপক্ষীয় কোন দুরাত্মা হইতেই এ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। বোধ হয়, স্বকীয় সারথি সেই পক্ষ প্রেরিত হইয়া মন্ত্রীর অজ্ঞাতসারেই তোমাকে এই ঘোর গহণ বাসিনী করিয়া গিয়াছে। কেননা তাদৃশ বন্ধু হইতে ঈদৃশ বিসদৃশ কার্য্য কখনই সম্ভবিতে পারেনা। রাজার এই বাক্য শ্রবণে রাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্মিতবদনে, কহিলেন, মহারাজ! আপনি নানা শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছেন ও আমা অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়েই বহুদর্শী। কিন্তু দেখিতেছি লোক চারিত্রবিজ্ঞানে অদ্যাপি আপনকার বিশেষ প্রাবীণ্য জন্মে নাই। কারণ, আপনি প্রকৃত বন্ধুতার বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াও নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় সেই পামরের প্রতি বিশ্বাস করিয়াছিলেন। অকপটপ্রণয় পবিত্রমিত্র পাওয়া যে কত দুর্লভ, তাহা কি আপনি জানেন না? জানিবেন কি দুঃখ ও বিপদকাল ব্যতীত বন্ধুর পরীক্ষাই হয় না। প্রায় সকলেই সুখের সময়েই মিত্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ আছে যে, হঠাৎ অজ্ঞাতকুলশীলকে বিশ্বাস করিতে নাই। যাহারা অর্থ প্রত্যাশী তাহারা কোন ক্রমেই মিত্রনামে যোগ্য হইতে পারেনা। লোভ বা স্বার্থোদ্দেশ, প্রণয়ের মূলীভূত কারণ হইলে, তাহার অচিরেই ভঙ্গ হয়। কারণ, স্বাভিলাষসিদ্ধির সম্পর্ক উহার সিদ্ধ হইলে বা অন্যদিকে সমধিক লাভের প্রত্যাশা থাকিলে উহা সুতরাং ভগ্নমূল হইয়া যায়।

বয়স, অবস্থা, মানসিকগতি, রীতি নীতি ও প্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থানেই প্রকৃত বন্ধুতা জন্মিবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা হইলেও সবিশেষ সমস্ত পরীক্ষা করিয়া বন্ধুতা স্থাপন করা উচিত এবং সেই মিত্রতাই চিরস্থায়িনী হয়। প্রকৃত বন্ধু হইতে যে কত অসীম উপকার হয় তাহা বলা যায়না। অন্যকর্ত্তৃক কোন বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা হইলে, হস্ত ও পক্ষ্ম যেমন নিস্পৃহ হইয়া শরীর ও চক্ষুকে সতত রক্ষা করে, সেইরূপ যথার্থ মিত্র অস্বার্থ হইয়া মিত্রের উপকার সাধনেই যত্নশীল হইয়া থাকেন। কোন বিষয়েই তাঁহাকে আহ্বান করিতে হয়না। যাহাতে মিত্রের উপকার সাধন হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এমন কি আপনকার প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া ও মিত্রের উপকার করিয়া থাকেন। অনুষ্ঠান দূরে থাকুক বাক্যও সদামহোপকার হইয়া থাকে। এই প্রকারে মিত্রলাভ হইলে, কোন সুখেরই অভাব থাকেনা, ইহাতে নিরন্তর প্রফুল্লতালাভ হয়। যাহার এমন মিত্র নাই সে যে দুর্ভাগ্য তাহার আর সন্দেহ নাই। পরন্তু কপট মিত্রসঙ্গাপেক্ষা মিত্রশূন্য হইয়া থাকাও শ্রেয়ঃ। কারণ, তাদৃশ মিত্রসহবাস, সর্ব্বদা সসর্প গৃহবাসের তুল্য। ধন, প্রাণ, মন সকলই সর্ব্বদা সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকে। আর রাজাদিগের পক্ষে সন্মিত্রলাভ প্রায়ই ঘটেনা, সাতিশয় চতুরতা ও পরিণামদর্শিতা না থাকিলে রাজাদিগকে সর্ব্বদাই প্রতারিত হইতে হয় সন্দেহ নাই। কারণ তাহাদিগকে প্রায় স্বার্থপরধূর্ত্ত ব্যক্তিবর্গে বেষ্টিত থাকিতে হয়, কাহার কিরূপ স্বভাব তাহা তাঁহারা প্রায়ই জানিতে পারেন না। কেননা স্বার্থপরায়ণ ধূর্ত্ত লোকেরা বচন বৈচিত্র্যে মন এমন মোহিত করে, যে কোন প্রকারে তাহাদিগের প্রকৃত স্বভাব নিরূপণ করা যায়না সুতরাং তাহাদিগকে যথার্থ সৎস্বভাব ও প্রকৃতবন্ধু জ্ঞান হইয়া

থাকে। কিন্তু পরিণাম দর্শিতা থাকিলে তাহাদিগের সে প্রতারণা জালে পড়িতে হয়না। বোধ হয়, আপনি অপরিণাম দর্শিতা দোষেই সেই বঞ্চকের স্বভাব অবধারিত করিতে পারেন নাই। আমাদিগকে এক্ষণে সেই অপরিণাম দর্শিতারই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। আর আপনিও যে, তথাবিধ পরাক্রমশালী হইয়া সিংহলপতির নিকট বিজিত হইয়াছেন সেই দুরাত্মার দুরভিসন্ধিই তাহার এক মাত্র কারণ।

এই কথা শ্রবণে রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি বন্ধুতার বিষয় যাহা কহিলে সকলই সত্য; এবং রাজাদিগকে সর্ব্বদাই প্রতারিত হইতে হয় তাহাও সম্ভব বটে, কিন্তু কি প্রকারে মন্ত্রী দুরভিসন্ধি সাধিত করিল সবিশেষ বর্ণন কর।

মহিষী কহিলেন, আমি সেইরূপ অভয় প্রদান করিলে, সারথি নয়নজল মোচন করিয়া বিনীতভাবে কহিল, "দেবি! আপনি বারম্বার আজ্ঞা করিতেছেন কিন্তু ভয়ে ও দুঃখে বাক্যের স্ফূর্ত্তি হইতেছেনা। কিন্তু এক্ষণে না বলিলেও আর চলেনা। মন্ত্রবর অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক, তিনিই মহারাজের রাজ্য ভ্রষ্ট হইবার প্রধান কারণ। তিনি ঐশ্বর্য্য লুব্ধ হইয়া সিংহলপতির সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন ও সমস্ত রাজসৈন্য স্বমতে আনয়ন পূর্ব্বক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন। তিনি পত্রদ্বারা সিংহল পতিকে আহ্বান করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মান স্বরূপ বাৎসরিক কিছু কিছু কর প্রদান করিবেন। সিংহলপতি সেই জন্য আসিয়া রাজাকে পরাভূত করিয়াছেন। আপনাকে রাজা ও নিজ পত্নীকে রাজ্যেশ্বরী করিবার নিমিত্ত রাজলক্ষ্মী দেবীকে বনবাসিনী করিতে আমাকে নিযুক্ত করিয়েছেন। যখন রাজা সমরে পরাজিত হইয়া শত্রুহস্তগত হইয়াছেন নগরে প্রচারিত হইল, তখনই আমি মন্ত্রীর অস

দভিপ্রায় অবগত হইলাম। তাদৃশ প্রভুপরায়ণ ব্যক্তির যে সামান্যধনলোভে মনের এত দূর বৈপরিত্য জন্মিবে তখন আমার বিশ্বাস জন্মিল না। সুতরাং ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে রহিলাম। মন্ত্রী আমাকে তাঁহার বিশ্বস্ত বলিয়া জানেন, এজন্য তিনি আমার নিকট গোপন করিয়া চলিতেন না সুতরাং আমি ছয় মাস মধ্যে, তাঁহার প্রকৃত অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম। তিনি একদা নিভৃতে আপনকাকে বিষপান করাইয়া প্রাণ নাশ করিবার নিমিত্ত এক ব্যক্তিকে তদুপযুক্ত পরামর্শ দিতেছিলেন। আমি তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলাম। আমি আপনকার প্রাণ রক্ষার্থ যত্নপর হইয়াই তাঁহার নিকটে আপনকার বনবাসদানের প্রস্তাব করি। তৃতীয় ব্যক্তি ও আমার মত অনুমোদন করাতে তিনি সম্মত হইলেন। পাছে প্রজারা জানিতে পারিয়া কোন বিদ্রোহাচরণ করে, অথবা যদি রাজাই কোন সুযোগে প্রতিনিবৃত্ত হন, এই ভয়ে এত দীর্ঘ কাল প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। আমি এ বিষয় আপনকার গোচর করিবার নিমিত্তই উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, সমস্ত সৈন্য ও রাজপুরুষগণ তাঁহারই মতানুযায়ী। কি জানি, আপনকার গোচর করিলে, কোন অত্যাহিত ঘটিলে ও ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় জানাই নাই। এক্ষণে তীর্থ-পর্য্যটনচ্ছলে আপনাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে তাঁহার বিশ্বস্ত পাত্র জানিয়া আপনকার সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনাকে এরূপ বনবাসিনী করা নিতান্ত নিষ্ঠুর চেতার কর্ম্ম হইলেও এই সুযোগে সমুদায় আপনকার গোচর করিতে পারিব বলিয়াই, আমি স্বেচ্ছাক্রমেএই নৃশংস-কার্য্য স্বীকার করিয়াছি। অতএব কিয়ৎ-কাল এই বনের লক্ষ্মী হইয়া অবস্থিতি করুণ। আমি আর সেই অব্যবস্থিতচেতা দুরাত্মার সেবা করিব না। অবিলম্বেই

ত্বদীয় অধিকার হইতে আপন পরিবার গণকে স্থানান্তরিত করিয়া আপনকার উদ্ধার সাধন করিব” এই বলিয়া সারথি অশ্রু-পূর্ণ নয়নে সকরুণবচনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে শোকপ্রভাবে রাণীর কণ্ঠাবরোধ হইয়া আসিল। আর কথা কহিতে না পারিয়া রোদন করিতে লাগিলন।

রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণে এককালে হতবুদ্ধি হইলেন। এবং উহা আপনার অপরিণামদর্শিতা দোষেই হইয়াছে, বুঝিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন এবং ভাবিলেন, যুদ্ধ-কালে যে, সৈন্যেরা পুনঃপুনঃ নিরুৎসাহ ও পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল, সেই দুরাত্মার দুরভিসন্ধিই তাহার এক মাত্র কারণ। নতুবা কি নিমিত্ত তাদৃশ সুশিক্ষিত সমরপারদর্শী সৈ-ন্যগণ সেরূপ হইবে?। কি নিমিত্তই বা আমি অতি সামান্য শত্রুরহস্তগত হইব? এই রূপ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজাকে এই রূপ মৌনভাবে অবস্থিত দেখিয়া মহিষী চক্ষুর্জল মোচন পূর্ব্বক মধুরস্বরে কহিলেন, হায়! জীবীতনাথ! পুনর্ব্বার যে, ত্বদীয় মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিব, মনেও ছিলনা। কিন্তু এক্ষণে পরম করুণানিধান বিশ্বেশ্বর সে আশা পূর্ণ করিলেন। যাহা হউক, নাথ আর কত কাল এই ঘোর গহনে ঈদৃশ ক্লেশ সহকারে বাস করিবেন?। আপনি তাদৃশ পরাক্রমশালী মহীপতি হইয়া, সে পামর কর্ত্তৃক অতুল ঐশ্বর্য্যও বৃহৎ সাম্রাজ্য চিরবঞ্চিত হইলেন?। নিতান্ত হীনবল কাপুরুষের ন্যায় সামান্য শত্রুকে শঙ্কা করিয়া অনায়াসলভ্য সুখে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন দেখ দেখি যাহাকে আজন্ম প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই এক্ষণে অন্ধ হইয়া কাল ভুজঙ্গের ন্যায় দংশন করিল। ইহাতে কি আপনকার কিছু মাত্র ক্রোধের উদয় হয়না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, জগদীশ্বর কেবল আমাদের

উপকারার্থেই কামক্রোধাদি কতক গুলি বৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত কামবৃত্তি, শত্রু-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার ও অনিষ্টাচরণ নিবারণ করিবার নিমিত্ত ক্রোধ' শরীর রক্ষানিমিত্ত লোভ, স্বজন আত্মীয় পরিবার বর্গকে প্রতিপালন করিবার জন্য মোহ, ঐহিক সুখ সাধন নিমিত্ত মদ, এবং পরস্পর পদ ও মর্য্যাদা ভেদার্থে মাৎসর্য্য এই ষড়বিধ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যদি তিনি এই সমস্ত বৃত্তি আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে আমরা পার্থিব কোন সুখেই অধিকারী হইতে পারিতামনা। লোকে নির্বুদ্ধিতা বশতঃ উহাদিগকে অসময়ে ও অনুপযুক্ত বিষয়ে সন্নিবেশিত করিয়া নানা কষ্ট সহ্য ও রিপু বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু বাস্তবিক যদি যথা স্থানে এই সমুদায় বৃত্তি নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে আমরা যে কি অনির্ব্বাচনীয় নির্ম্মল সুখ অনুভব করিতে পারি তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পায়াযায়। অতএব মহারাজ এস্থলে ক্রোধ প্রকাশ করা যুক্তিবিরুদ্ধ বোধ হইতেছেনা। দুষ্টের সহিত সরলতা করিলে কি ভদ্রস্থতা আছে? শঠ ওধূর্ত্তলোকের সহিত সাধুতা করিলে পদে পদে বিপৎপাতের সম্ভাবনা। দুষ্টের প্রতি ক্ষমা প্রদ-র্শন করিলে পৃথিবীস্থ লোক সমূহের কষ্টের পরিসীমা থাকেনা। বিশেষতঃ আপনি রাজা যাহাতে দুষ্টের দমন হইতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আপনকার সর্ব্বথা বিধেয়। অতএব তাদৃশ নিষ্ঠুর-চেতা পামরকে সমুচিত দণ্ডবিধানে যত্নবান্ হউন্। প্রজারা অদ্যাপি আপনকার পক্ষে আছে সন্দেহ নাই। অতএব রাজধানীতে গমন করিয়া তাহাদিগের সহিত যুক্তি পূর্ব্বক পামরের সমুচিত শাস্তি বিধান করুন্।

মহিষার এই সকল কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, প্রিয়ে!

একতঃ অপত্যাভাব নিবন্ধন বহুদিবসাবধিই সংসারে উদাস-মনাঃ হইয়াছি। এক্ষণে মনুষ্যের তথাবিধ নৃশংস ব্যব-হার শ্রবণে এককালে হতজ্ঞান হইলাম। আর মানবমণ্ড-লীসমাকীর্ণ নগর বা গ্রামে বাস করিতে আমার কোন প্রকারে প্রবৃত্তি হইতেছেনা। মন্ত্রীর তাদৃশ কৃতঘ্নতা ও নৃশংসব্যবহার শ্রবণে আমার অন্তঃকরণে দারুণ ক্রোধের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আর সংসার-সূত্রে বদ্ধ হইবনা বলিয়া তাহ সম্বরণ করিয়াছি। আমি তাহাকে দণ্ডবিধান না করিলেও, সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর অবশ্যই তাহার সমু-চিত শাস্তি বিধান করিবেন সন্দেহ নাই। সময় আছে কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা কর। যে ব্যক্তি আত্মসুখের নিমিত্ত এইপ্রকার কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়াছে তাহারি সুখ ভোগে সম্যক তৃপ্তিবোধ হউক। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, অপহৃ-ত ও বঞ্চিতধন কদাপি সুখে ভোগ্য হইতে পারেনা। যাহাহউক, আর গত বিষয়ের অনুশোচনায় খিদ্যমানা হইওনা। মনুষ্য কখন সর্ব্বসুখী বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারেনা। কেহ কখন সমান অবস্থায় থাকেনা। যাহার এক বিষয়ে সুখ আছে, তাহার কোন না কোন বিষয়ে কোন এক দুঃখ আছে সন্দেহ নাই। আর যাহার কোন বিষয়ে দুঃখ আছে তাহার কোন বিষয়ে সুখ ও আছে। অতএব পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তিই সর্ব্ব বিষয়ে সুখীহইতে পারেনা। দেখ, ঐশ্বর্য্যনাশ নিবন্ধন তোমার যে মহাক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, অদ্য জগদীশ্বর আমাদিগের পরস্পর মিলনকরিয়া দিয়া সে ক্লেশের অনেক লাঘব করিয়াছেন। সেই পরম কারুণিক পরম পুরুষ সকল বিষয়েরই বিধা-তা। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া কেবল আপন লীলা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার অভি-প্রায় ও কার্য্য তাৎপর্য্যবুঝিতে পারা আমাদিগের সাধ্য

নহে। তিনি কখন আমাদিগের কোন অনিষ্ট সাধন বা আমাদের প্রতি কোন পক্ষপাত করেননা। সকলকেই আপন পাপ পুণ্যের ফলাফল ভোগ করিতে হয়। অতএব তিনি আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকাই উচিত। যেরূপ অবস্থাই হউক না কেন, সদা সন্তুষ্ট থাকিলে তাহাতেই যথার্থ সুখী হইতে পারাযায়। কারণ সুখ ও অসুখ, মনের ধর্ম্ম, অন্য আর কিছুই নহে, শুভ বা অশুভ ঘটনার এমন কোন স্বাভাবিকী শক্তি নাই যেউহাতে সুখদুঃখ উৎপাদন করিতে পারে। কেবল মনের কোন গতিতেই উহা উৎপাদিত হইয়া থাকে। অতএব যে অবস্থাই হউক না কেন, মনকে দৃঢ় রাখিয়া সন্তোষ অবলম্বন করিলে, তাহাতেই নির্ম্মল সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক বর্ত্তমান অবস্থায় উল্লাসিত হও। এবম্বিধ নানা যুক্তিতে রাজ্ঞী কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন ও রাজার সহিত সেই পর্ণ-কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কখন স্ত্রীজাতি-সুলভ বৃথা শোক-পরবশ না হইয়া সাধ্যানুসারে পতিকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টাকরিতেন। রাজ্যনাশ-নিবন্ধন রাজার মন শোকে উৎকলিত থাকিলেও, প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগই তাঁহার সুখেকাল যাপন করিবার বিলক্ষণ উপায় হইয়া ছিল। বস্তুতঃ তাদৃশী বিদ্যাবতী ও গুণবতী ভার্য্যারসহবাসে বিদ্যানুরক্ত ব্যাক্তি কখনই শোক তাপে তাপিত হইতে পারেনা। রাজা তাদৃশ গহনাধিবাসে দুঃসহ ক্লেশে নিগৃহীত হইয়াও সর্ব্বদাবিদ্যানুশীলন ও তাদৃশী গুণবতী ভার্য্যা-সহবাসে প্রফুল্ল মনে কাল-ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ইতিহাস সমাপন করিয়া 'বংশপ্রদীপ' তনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস বংশধর মনুষ্যের কীদৃশ ভয়ানক নৃশংস ব্যাবহার ও বিশ্বাস-ঘাতকতা

শ্রবণ করিলে?। এমন স্বার্থ-পর হিংস্র জন্তুর সহ বাসে থাকা কি মনুষ্যের কর্ম্ম?

'বংশধর' পিতৃ-প্রমুখাৎ মনুষ্যের তথাবিধ শঠতা ও কৃতঘ্নতা শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ক্ষণকাল মৌন-ভাবে থাকিয়া কহিলেন, পিতঃ? মনুষ্য যে, এমন ভয়ানক হিংস্রক জন্তু আমার অন্তঃকরণে কখন অনুভূতও হয়নাই। কিন্তু এক্ষণে ভবদীয় বদন-বিনির্গত এই ইতিহাস শ্রবণে তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। এই কথা বলিয়া রাত্রি অধিক হওয়াতে শয়ন করিলেন। মনুষ্যের তথাবিধ নৃশংস ব্যবহার শ্রবণে তিনি এমন বাহ্য-জ্ঞান বর্জ্জিত হইয়াছিলেন যে, পিতা মাতার গহনাধিবাসকারণ অবগত হইবার নিমিত্ত যে একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন তাহা তৎকালে তাঁহার স্মরণ ছিলনা। মনে মনে মনুষ্যের ব্যবহার আন্দোলন করিতে করিতে সে রজনী যাপন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মনুষ্য-সহ-বাসে নানা সুখ লাভ হয় বলিয়া কুমারের অন্তঃকরণে যে দৃঢ় সংস্কার ছিল, তাহা এককালে দুরীভূত হইল। এক্ষণে মনুষ্যের প্রতি তাঁহার দৃঢ় অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিল কিন্তু জনপদদর্শনলালসা নিবৃত্ত হইলনা। পরন্তু পিতা মতার গহনাধিবাসকারণ অবগত হইবার নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ উৎসুক হইলেন। ভাবিলেন, কোন মর্ম্মান্তিক কারণ ব্যতিরেকে প্রায় কেহই সংসার পরিত্যাগ করে না। অতএব পিতা মাতার বনবাসের কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য থাকিবে সন্দেহ নাই। এই বিবেচনা করিয়া প্রায় প্রত্যহই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কোন

উত্তর প্রদান করিতেন না; সুতরাং তিনি মনোদুঃখে ও ম্লান বদনে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদা বিবেচনা করিলেন, যখন পিতা কোন রূপেই তাঁহাদিগের বনবাস-কারণ ব্যক্ত করিতেছেন না, তখন ইহার কোন আশ্চর্য্য তাৎপর্য্য থাকিবে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, ইহাঁরা সামান্য মনুষ্যহইবেন না, কোন মর্ম্মান্তিক যাতনায় পীড়িত হইয়াই সংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদিগের বনাগমন-কারণ ব্যক্ত করিলে, পাছে আমার অন্তঃ করণে দারুণ ক্লেশ উপস্থিত হয়, বুঝি, এই আশঙ্কায় পিতা আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিতেছেননা। কখন যে, ব্যক্ত করিবেন তাহাও বোধ হইতেছে না। অতএব গোপনে জননীকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য তিনি সরল, ও পুত্র বৎসলা আমার কাতরতা দেখিলে অবশ্যই প্রকাশ করিবেন, তাঁহার আর সন্দেহ নাই। এই স্থির করিয়া উপযুক্ত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদা প্রভাতে বংশপ্রদীপ কোন কার্য্যপরতন্ত্র হইয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন ও জননী কুটীর দ্বারে বসিয়া আছেন দেখিয়া 'বংশধর' ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক এক পার্শ্বে বসিলেন। অনন্তর নানা কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে কহিলেন, জননি! আপনাদিগের বনবাসের কারণ জানিবার নিমিত্ত আমি সাতিশয় উৎসুক হইয়াছি। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিছুই উত্তর প্রদান করেন না। বিশেষতঃ আমি কোন্ কুলে জন্মিয়াছি তাহাও জানিনা। এই সকল জানিতে আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। অতএব জননি! অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আমার উৎসুক চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

সুব্রতা, তনয়ের এই বাক্য শ্রবণে হঠাৎ কোন উত্তর প্রদান না করিয়া মৌনভাবে রহিলেন; বাষ্পবারিতে তাঁহার নয়ন আকুল হইয়া উঠিল। জননীর এইরূপ ভাব দেখিয়া

কুমারের আরও কৌতুহল জন্মিল। কহিলেন, জননি ! কি নিমিত্ত আপনকার ওরূপ ভাব হইল? । বোধহয়, কোন মর্ম্মান্তিক তাপে তাপিত হইয়াই সংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি; শীঘ্র কারণ বর্ণন করিয়া আমার উত্তপ্ত চিত্ত শীতল করুন। 'সুব্রতা' অনেক ক্ষণের পর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সকরুণ স্বরে কহিলেন, বৎস, আমাদিগের দুরাবস্থা শ্রবণ করিয়া কি করিবে? । আমা দিগের দুর্দ্দশা শ্রবণ করিলে, নিতান্ত কঠিন হৃদয়ও করুণারসে আর্দ্র হয়। তাহাতে তোমার কোমলচিত্ত; শুনিলে, দারুণ ক্লেশ উপস্থিত হইবে বলিয়াই তোমার নিকট কখন ব্যক্ত করিনাই। বৎস! বংশধর! আমরা যে দৈব দুর্ব্বিপাক-বশতঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া এই বিজন বিপিনেবাস করিতেছি, তাহা তুমি এক প্রকার অবগত হইয়াছ। সে দিবস ত্বদীয় জনকপ্রমুখাৎ যে ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছ, তাহাতেই আমাদিগের দুরবস্থার কারণ ব্যক্ত হইয়াছে। আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। সেই বিশ্বাসঘাতক পামর অমাত্য তাদৃশ শঠতাজাল বিস্তার পূর্ব্বক ত্বদীয় পিতাকেই রাজ্যচ্যুত করিয়াছে। এই হতভাগিনী চিরদুঃখিনী তোমার জননীকেই এই ভয়ানক গহনে নিঃক্ষেপ করিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে রাজার সন্দর্শন পাইয়া সকল সন্তাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি; নতুবা সেই কালেই করাল কালকবলে নিপতিত হইতে সন্দেহ নাই। এই বলিতে বলিতে নয়নজল ধারায় সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

'বংশধর' এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণে এককালে হতবুদ্ধি ও স্তম্ভিত প্রায় হইলেন। বদন হইতে একটী বাক্যেরও স্ফূর্ত্তি হইলনা। ক্ষণে ক্ষণে প্রবল নিশ্বাস-বায়ু বিনির্গত ও নয়ন-যুগল হইতে অবিরল অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লগিল।

ভাবিলেন, হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! ইহাকে কোন রূপে বিশ্বাস করা যায়না। সময়ে সকলেরই উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। সময় প্রভাবে কখন জল স্থল, স্থল জল, ছোটকে বড় ও বড়কে ছোট হইতে হয়। হায়! কাল প্রভাবে অতি ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া নানা কষ্ট সহ্য করেন; আর নিতান্ত পামর পরহিংসক ব্যক্তি বিবিধ সুখ সৌভাগ্যসহকারে কাল-হরণ করে। অতএব ইহাতে যে তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট, দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং সেই পামর পরম সুখী হইবে তাহার আর আশ্চয্য কি?। কিন্তু সে দুরাত্মা বিবেচনা করেনা যে, কালসহকারে তাহার তাদৃশ নৃশংস ব্যবহারের সমুচিতফল ভোগ করিতে হইবেক। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে অমাত্যের প্রতি তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধে এককালে কম্পিত কলেবরও আরক্তলোচন হইলেন। ও একবারে উন্মত্তের ন্যায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে অমাত্যকে নানা তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রে কৃতঘ্ন চণ্ডাল অমাত্য! কিরূপে তাদৃশ শঠতাজাল বিস্তার করিলি?। তোর কি কঠিন হৃদয়! কিপ্রকারে নিরপরাধিনী পতিপ্রাণা মহিষীকে ঘোর গহনেনিঃক্ষেপ করিয়া গিয়াছিস। আহা! তুই তাদৃশ নৃশংস ব্যবহার করিতেই কি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি! কি আশ্চয্য, তৎকালে তোর মস্তকে কেন শত শত বজ্রাঘাত হইলনা?। হে মৃত্য তাদৃশ পামর কৃতঘ্নেরে কি এককালে বিস্মৃত হইয়াছিলে। রে পামর দুর্ব্বিনীত, আমি তোর তাদৃশ কৃতঘ্নতার সমুচিত দণ্ড বিধান পূর্ব্বক তোর সমুদয় রাজভোগ বিনষ্ট করিব। এই বলিয়া তিনি হঠাৎ কুটীর হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিলেন। 'সুব্রতা' তাঁহার তাদৃশ ভাব দেখিয়া আস্তেব্যস্তে তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন বৎস? কর কি? ক্রোধে যে এককালে জ্ঞান শূন্য হইলে, স্থির

হও এই প্রকার নানা বাক্যে কুমারকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কুমার চকিত প্রায় হইয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন ও মৃদু বচনে কহিলেন, মাতঃ! আমার ক্রোধানল এত হইয়াছিল যে নিতান্ত বাহ্য বোধবিবর্জ্জিত হইয়াছিলাম। অতএব তজ্জন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যাহা হউক কি আশ্চর্য্য? পিতা প্রভৃত পরাক্রমশালী হইয়াও সেই পাপাত্মার তাদৃশ দুঃশীল ব্যবহার সহ্য করিয়া রহিয়াছেন?। তাহার যথোচিত দণ্ডবিধানে কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা করেননা;। অতএব জননি? আমি ত্বদীয় চরণ ধারণপূর্ব্বক বিনয়বচনে প্রার্থনা করিতেছি, সেই নৃশংসকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতে হইবেক। কেননা, এরূপ দুরাত্মাকে ক্ষমা প্রদর্শন করিলে রক্ষা থাকেনা। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে কিয়দ্দিনের নিমিত্ত বিদায় দেন; সেই পামরকে কালকবলে নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক আমি অবিলম্বেই প্রত্যাগত হইতেছি।

মহিষী পুত্রের এই সাংঘাতিক বাক্য শ্রবণে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ও অশ্রুপূর্ণ-নয়নে সকরুণবচনে কহিলেন, বৎস! এমন প্রাণান্তকর কথা কদাপি রসনায় স্থান প্রদান করিও না। এমন অসদৃশ বিষয়ের কথন অনুশীলন করিও না। বল দেখি, কি বিবেচনায় চিরদুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছ? তোমার হৃদয়ে কি দয়ার লেশ মাত্রও নাই!। যতই দুর্দ্দশা উপস্থিত হউক না কেন, নানা কষ্ট সহকারে এই নির্জ্জন গহনে বাস করিব তথাপি প্রাণান্তেও প্রাণাধিক পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ তুমি বালক এই আরণ্যপদার্থ ভিন্ন আর কিছুই তোমার নয়নে পতিত হয় নাই। তাহাতে তুমি সর্ব্ব-সহায়হীন, মন্ত্রী মহাবল পরাক্রান্ত ও অসংখ্য সৈন্যপরিবেষ্টিত। অতএব তাঁহার সহিত বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কি তোমার ন্যায় বালকের সাধ্য?। যখন সেই দুরাত্মা তাদৃশ শঠতা

জাল বিস্তার করিয়াছে, কালসহকারে তাহাকেই সেই জালে পতিত হইয়া নিরন্তর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেক। তাহার দণ্ড-বিধানার্থ তোমার বা কাহারও প্রয়াস পাইতে হইবেক না। দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে আপাততঃ ক্ষণিক সুখ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু পরিণামে যে তাহার বিষময়ী শক্তি দ্বারা জর্জ্জরিতকলেবর হইতে হয়' তাহা কেহ বিবেচনা করেনা। অতএব ক্ষান্ত হও? মহিষী এইরূপ নানা যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক তনয়কে শান্ত করিতে লাগিলেন। 'বংশধর' মাতার সম্মতি লাভে একান্ত হতাশ হইয়া আর কিছুই উত্তর প্রদান করিলেননা।

এই রূপে তিনি তৎকালে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে তাঁহার মোনরথ সিদ্ধ হইবেক তচ্চিন্তায় একান্ত চিন্তাকুল হইলেন। তদবধি তদীয় অন্তঃকরণ হইতে সুখ একেবারে তিরোহিত হইল। প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ, যাহাতে পূর্ব্বে তাঁহাকে অতি পবিত্র সুখ প্রদান করিত, এক্ষণে তাহার আর তাদৃশী শক্তি রহিল না। অধিক কি সমুদায় ব্যাপারই তাঁহার বিষম বিষতুল্য বোধহইতে লাগিল। কি প্রকারে জনক জননীর দুঃখমোচন করিবেন, সর্ব্বদাই তচ্চিন্তায় মগ্ন থাকেন এবং বিষণ্নমনে ও ম্লানবদনে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কিছু দিন গত হইলে, একদা বিবেচনা করিলেন যে, পিতা মাতার মায়াজাল-ছেদ পূর্ব্বক প্রস্থান ভিন্ন আর এ বিষয়ের উপায়ান্তর নাই। আমি নানা শাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। যদিও কখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই বটে, কিন্তু সমরে কখনই প্রতিহতও পরাঙ্মুখ হইবনা শত্রু যতই প্রবল হউক না কেন, সাধ্যানুসারে তাহা হইতে প্রতীকার পাইবার চেষ্টা করা উচিত। অন্যান্য হীনবল কাপুরুষের ন্যায় শত্রুকে উপেক্ষা করা কদাপি বিধেয় নহে।

অতএব যেরূপে পারি সাধ্যানুসারে শত্রুদমন পূর্ব্বক জনক জননীকে সুখী করিতে চেষ্টা করা আমার সর্ব্বথা বিধেয়, এই স্থির করিয়া কি প্রকারে তাঁহাদিগের স্নেহপাশ ছেদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিবেন, তাহারই উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কুমার স্বভাবতঃ অত্যন্ত সাহসী ছিলেন তিনি সেই বনভূমি হইতে, প্রায় অন্য কোন স্থানে গমন করিতেন না; কেবল কখন কখন উজ্জয়িনীতে যাইতেন এই মাত্র। ইহাতে তাদৃশ অজ্ঞাত পথ অতিক্রম করিয়া গমন করা, তাঁহারপক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নহে। আর তাদৃশ দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে নানা বিপৎপাতের সম্ভাবনা, তাহাও তাঁহার বিলক্ষণ অনুভূত হইয়াছিল। তথাপি জনক জননীর দুঃখ মোচনার্থ তদীয় ইচ্ছাও সাহস এত দূর পর্য্যন্ত প্রবল হইয়াছিল যে যতই বিপদ হউক না কেন তাহাতে কখনই প্রতিহত ও বিচলিত হইবেননা। বিবেচনা করিয়া অল্প দিবস মধ্যই যাত্রা করিবেন, স্থির-নিশ্চয় হইলেন। এক্ষণে উত্তম অবসরে পিতা মাতার বিজ্ঞাপনার্থ একান্ত যত্নবান্ রহিলেন। এই প্রকারে প্রায়, একবৎসর গত হইল।

একদা, দিবাশেষে রাজা ও রাণী উভয়েই কুটীরের প্রাঙ্গণ ভূমিতে উবেশন পূর্ব্বক নানা কথোপ-কথন করিতেছেন দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া বসিলেন তিনি সর্ব্বদাই বিদ্যানুশীলনে ব্যাসক্ত; কোন বিশেষ প্রয়োজন না হইলে বড়একটা তাঁহাদিগের নিকট আসিতেন-না রাজা ইহা সবিশেষ জানিতেন। অতএব তাঁহাকে এই রূপ নিকটে বসিতে দেখিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন কিবৎস কোন জিজ্ঞাস্য আছে না কি? পিতার এই কথাশ্রবণে কুমার বিনীত বচনে কহিলেন, হাঁপিতঃ! একটা কথা জিজ্ঞাসা

করিতে অভিলাষ করি, যাহা অনুমতি হয়। রাজা তাহাতে অনুমোদন করিলে, রাজকুমার সুমধুরস্বরে রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ। ঈশ্বরানুগ্রহে ও আপনকারদিগের করুণা বলে নিরুদ্বেগে আমি অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছি। কেবল আপনকারদিগের সাতিশয় স্নেহ ও অনুকম্পাতেই এতকাল জীবিত রহিয়াছি। জগৎপাতা জগদীশ্বর যেমন জগতের যাবতীয় জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পরমারাধ্য গুরু, সন্তানের পক্ষে পিতামাতাও তদ্রূপ। অতএব সন্তানের জীবন যদি জনকজননীর কোন উপকারে আইসে, তাহা হইলেই তাহার প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করা হয়, নতুবা সে জীবন ধারণ করা কেবল জড়পিণ্ডদেহ বহন মাত্র। জনক জননীর ঋণ চির অপরিশোধ্য; কেননা দেখুন সন্তানকে দশমাস পর্য্যন্ত গর্ভে করিয়া জননী যে কি দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করেন তাহা বলাযায়না। সেক্লেশের কি কোন প্রতিদান আছে? যখন সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে পতিত হয়, তখন তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকেনা, ক্ষুধার্ত্ত হইলে বা শারীরিক কোন ক্লেশ বোধ হইলে, ব্যক্ত করিতে পারেনা, কেবল রোদন করিতে থাকে, জননী সেই ক্লেশে ক্লেশ বোধ ও নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া বহু যত্নে সন্তানের লালন পালন করেন। সন্তানের কোন পীড়া হইলে, রোগীর ন্যায় জননীকে অনাহারে থাকিতে হয়। অধিক কি জননী যে কত কষ্ট সহ্য করিয়া সন্তানকেমানুষ করেন তাহাবলা দুঃসাধ্য। আবার সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত পিতা সাতিশয় যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। সন্তানকে সুখী ও সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত সচেষ্টিত থাকেন। নানা হিতোপদেশ দ্বারা তাহাকে সর্ব্বদা সদনুষ্ঠানে মতি প্রদান করেন। সর্ব্বদাই তাহার সুখ দুঃখে আন্তরিক সুখ দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন। অতএব জনক জননীর তুল্য

পরমবন্ধু ও গুরু ধরাতলে আর কে আছে? এবং এই নিমিত্তই তাঁহাদিগের ঋণ চির অপরিশোধ্য। তথাপি যত দূর সাধ্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের মঙ্গল চিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম। এরূপ করিলে তাহার কথঞ্চিৎ প্রতিদান করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি, অনুক্ষণ আত্মসুখে আসক্ত থাকিয়া তাহাতেও পরাঙ্মুখ হয়, তাহার তুল্য নরাধম আর নাই। তাহার জীবন ধারণের আবশ্যকতা নাই। অতএব আমার প্রার্থনা এই, আমি একবার আপনাদিগের কোন উপকারে আসিয়া জীবন সফল করিতে করি।

কুমারের এই কথায় রাজা কহিলেন, তুমি কিজন্য এত আগ্রাহাতিশয় প্রকাশ করিতেছ? তোমার মানসিক অভিপ্রায় কি?। 'বংশধর' কহিলেন, আমি পিতা মাতার কোন উপকার করিতে অভিলাষ করি। এই কথা বলিতে ব লতে নয়নজলধারায় তদীয় বক্ষস্থল প্লাবিত হইতে লাগি ল. এবং মুখ মণ্ডলে আন্তরিক অসীম সাহস ও উৎসাহচিহ্ন স্প ্ লক্ষিত হইতে লাগিল।

মহিষী কুমারের তাদৃশ ভাব ভঙ্গী দর্শন ও নানা কথা-বার্ত্তা শ্রবণে তদীয় মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিবামাত্র তিনি এমন উৎকণ্ঠিত হইলেন যে, তাঁহাকে একবারে বাক্‌শক্তিবিহীন হইতে হইল। নয়নদ্বয় অশ্রুপটলে আছন্ন হইল। তাঁহার যে অন্তঃকরণ সহস্র শোকেও কখন বিচলিত হইতনা, এক্ষণে তাহা সন্তানের কোমল বাক্যে একেবারে জজ্জরিত হইতে লাগিল। ঈদৃশ বিকৃত চিত্তকে শান্ত করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিছুতেই করিতে পারি-লেননা। তখন তিনি মনেমনে ভাবিতে লাগিলেন, হায়

কেনইবা বংশধরের নিকট বনবাস কারণ ব্যক্ত করিয়াছি। এরূপ হইবে পূর্ব্বেত জানিতে পারি নাই। এবম্বিধ নানা চিন্তায় মহিষী যারপর নাই অভিভুত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে স্রোতের ন্যায় অনর্গল অশ্রু বারি পতিত হইতে লাগিল। পুত্রের কথার ভাব বুঝিতে নাপারিয়া রাজা এতক্ষণ বিমনায়মান হইয়াছিলেন। এক্ষণে মহিষীর এই রূপ ভাব দেখিয়া আরও উদ্বিগ্ন হইলেন। পুত্র কি নিমিত্ত এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, কেনইবা মহিষী রোদন করিতেছেন কিছুই বুঝিতে পারিলেননা। অনেকক্ষণের পর মহিষীকে সম্বোধন করিয়াকহিলেন, প্রিয়ে বংশধরের অভিপ্রায়ের কোন ভাব কি বুঝিয়াছ? কেনই বা তুমি রোদন করিতেছ? ইহার কোন ভাব বুঝিতে নাপারিয়া আমি সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। অতএব শীঘ্র ইহার কারণ বল। রাজার এইকথা শ্রবণে মহিষী হঠাৎ কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন্ না। অনেক ক্ষণের পর পুত্রের আগ্রহ ও তাঁহার রোদনের কারণ কহিলেন। রাজা মহিষীর কথা শুনিয়া কহিলেন্ হা প্রিয়ে, কিকরিয়াছ্ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল! হায়! এইপাপ জীবনে যে,সুখের লেশ মাত্রও নাই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এক্ষণে তাহা আমার সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইল। বৎস! 'বংশধর' তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অবধি দুঃসহ অরণ্য ক্লেশ আমরা ক্লেশ বলিয়া জ্ঞান করি নাই। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছ। বৎস তুমি যে দুরূহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে মানস করিতেছ তাহাতে নানা বিপৎপাতের সম্ভাবনা, এমন কি প্রাণনাশ হইলেও হইতে পারে। তুমি বালক, এই বনভূমি হইতে কখন স্থানান্তর গমন কর নাই ও এই আরণ্য পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই তোমার নয়নগোচর হয়

নাই, তাহাতে কি প্রকারে তাদৃশ ভয়সঙ্কুল অজ্ঞাত দূর পথ অতিক্রম করিবে? তাদৃশ অসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কি তোমার ন্যায় বালকের সাধ্য? । অতএব জানিয়া শুনিয়া ঘোর বিপদ্ সাগরে মগ্ন হইতে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য? । আর এ বিষয়ের অনুশীলন করিওনা ক্ষান্ত হও। আরও দেখ, আমারা তোমার পরম গুরু যাঁহাতে আমরা মনোদুঃখ পাই, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার কখন উচিত নহে। প্রত্যেক অবস্থাতেই পিতা মাতার আজ্ঞাধীন হইয়া চলা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রধান ধর্ম্ম সন্দেহনাই। যদি তাঁহাদিগের কোন আজ্ঞা পালনে কোন কষ্ট স্বীকার করিতেও হয় বা কোন আপনার সুখভোগে বিশেষ বাধা জন্মে তাহাও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই। যদি কোন আজ্ঞারক্ষা করিতে হইলে ঈশ্বরের নিয়মের বিরুদ্ধাচরন করা হয়, তম্মাএই বিধেয় নহে। যদি পিতা মাতা, মিথ্যাকথন পরধন হরণ প্রভৃতি পাপকর্ম্মে আদেশ করেন, তাহাপালন করাই যুক্তি সিদ্ধ নহে। অতএব বৎস ! আমি তোমাকে কোন অসদৃশ কার্য্যে অনুরোধ করিতেছিনা; সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নানা কষ্টে পতিত হইতে হইবে বলিয়াই নিবারণ করিতেছি। আর তোমার বিরহে আমরা এক মুহূর্ত্ত প্রাণ ধারণ করিতে পারিবনা।

পিতার এই সকল কথা শুনিয়া 'বংশধর' কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, হেপিতঃ ! আমি আপনাদিগকে এই গহন-বাসযাতনা হইতে উদ্ধার করিতে যে অভিলাষ করিয়াছি, তাহাতে সম্মতি প্রদান করুন্। আমার এ অভিলাষ অন্যথা করিবেন না। ইহা ! বহু দিবসাবধি আমার চিত্তে অনু-ক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। যাবৎ আমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে এবং কার্য্য দর্শনে অনুভব শক্তি জন্মিয়াছে তদবধিই

আপনারা যে দুঃসহ যাতনা সহ্য করিতেছেন, আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। যে দিবস আপনাদিগের এই দুরবস্থার করণ জানিয়াছি আমি সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যেরূপে পারি আপনাদিগেক পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিব। যে দিন আপনাদিগের উদ্ধারের চিন্তা মদীয় চিত্তে উদিত হইয়াছে তদবধিই আমি নিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত অধীর হইয়াছি। অতএব হেপিতঃ! যদি আমাকে এই চির আশা হইতে বর্জ্জিত করেন, তাহা হইলে প্রিয়তম পদার্থ হইতে বঞ্চিত হইলে যাদৃশ দুঃখিত হওয়া যায়, ততোধিক ক্ষুণ্ণ হইব। ইহাতে সম্মতি প্রদান না করিলে আমি কখনই সুখী হইবনা। কেবল যাবজ্জীবন জীবন্মৃত হইয়া থাকিব এবং চিরকাল নিতান্ত নৈরাশ্য ও মনঃক্ষোভে তাপিত হইব। আমি যে, রাজ্য সুখসম্ভোগের আশা করিতেছি তাহা নহে, কেবল আপনার এই দুঃসহ যন্ত্রণা আর দেখিতে পারিনা বলিয়াই গমনে উদ্যত হইয়াছি। আপনাদিগকে সুখী করিতে পারিলে আমি পবিত্র সুখানুভাবে সমধিকারী হইতে পারিব। অতএব প্রার্থনা করি আমাকে ইষ্ট সাধন করিতে অনুমতি প্রদান করুন। অত্যন্ত পরিশ্রম ও দারুণ ক্লেশে ভয় করিনা; নানা বিপদ্ ঘটিলেও কখন নিরুৎসাহ হইবনা। কিন্তু আপনারা যে অনুমতি প্রদান করিতেছেন না এই খেদেই হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

কুমারের কথার শেষ না হইতে হইতেই রাজা কহিলেন বৎস: স্থির হও আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে আমার চিত্ত এমন শোকাভিভূত হইয়াছে যে, বদন হইতে একটী বাক্যও বিনির্গত হইতেছেনা। মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানে আমার অন্তঃকরণ এমন কখনই বিকৃত ও বিচলিত হয় না। আমি এক দিনের নিমত্তেও আপনাকে এত অসুখী ও দুর্ব্বল জ্ঞান করি নাই। কিন্তু এক্ষণে তোমার কোমল

বাক্যে যাদৃশ ব্যাকুল ও কাতর হইয়াছি; বোধ হয়, প্রাণান্তকর বিষম বিপদে পতিত হইলেও সেরূপ হইবার নহি। আমি প্রাণান্তে ও তোমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিবনা।

মহিষী এতক্ষণ শোকে একান্ত অভিভূতা হইয়াছিলেন; এক্ষণে রাজার বদন-নিঃসৃত এই অস্বীকার সূচক বাক্য শ্রবণে আপনাকে সচেতনের ন্যায় জ্ঞান করিলেন ও তনয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'বংশধর'। বিবেচনা কর দেখি, যখন তোমার পিতা মহাপরাক্রম শালী মহীপতি হইয়া এমন বিষম বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, তখন জননীর মুখ হইতে যে অনুমতি বাক্য বিনির্গত হইবে এমত আশা করিওনা! পরন্তু বিবেচনা করিলে, এ বিষয়ে আমাদিগের কোন অপরাধ নাই। আমাদিগের উদ্ধার সাধন করিলে তোমার অসীম ধর্ম্ম ও অসাধারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা কি প্রকারে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করিব!! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা কখনই সুখী হইবনা। অতএব অভিপ্রেত বিষয় হইতে আপাততঃ ক্ষান্ত হও।

জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'বংশধর' মৃদুবচনে কহিলেন, মাতঃ! আপনকার আজ্ঞাপালনে অনুক্ষণ প্রস্তুত ও সম্মত আছি। আমি যাবজ্জীবন এই গহনে পর্ণকুটীরে নানা দুঃখ সহকারে বাস করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখিত হইবনা। প্রত্যুত সর্ব্বদা আপনকার দিগের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কাল যাপন করিব সন্দেহ নাই। কিন্তু, মদীয় অন্তঃকরণ যে এত ব্যাকুল হইয়াছে কেবল আপনাদিগের গহনবাস ক্লেশই তাহার প্রধান কারণ। আমার এ অভিপ্রায় অভিনব নহে; কিম্বা বিবেচনা শূন্য হইয়া ইহা স্থির করি নাই। জ্ঞানোদয়াবধিই এ বিষয় চিন্তা ও

আন্দোলন করিয়া আসিতেছি এবং সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক সর্ব্বথা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। একমাত্র পুত্র হইতেই আপনকারদিগের সমুদয় দুঃসহ যন্ত্রণা নিরাকৃত হইবে বলিয়াই জগদীশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। করুণাময় পরম পিতার ইহা একান্ত অভিপ্রেত বলিয়া এই মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানে আমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। পরন্তু, এত অকারণ ভীত হইবার বা কারণ কি?। আহার নিদ্রা ভয় প্রভৃতির একান্ত পরতন্ত্র হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম। এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে নানা সাংঘাতিক বিপদে পতিত হইবে বা একেবারে প্রাণনাশ হইবে তাহারই বা নিশ্চয় কি? মাদৃশ অকৃত কর্মা ব্যক্তির প্রাণ নাশে ক্ষতিইবা কি? জন্ম গ্রহণ করিয়া না জনক জননীর উপকার করিলাম, না মানব বৃন্দের কোন শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিলাম, কেবল চিরকাল বনে বাস করিয়া প্রায় জীবন অতি বাহিত করিলাম। বিশেষতঃ যত দুরূহ বিষয় হউক্ না কেন, অধ্যবসায়শালা হইলে, তাহাতে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারাযায়। কোন দুরূহ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে, পদে পদে নানা বাধা ঘটিতে পারে, কিন্তু বাধা ঘটিবে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। আমাদ্বারা একার্য্য কিরূপে হইবে ভাবিয়া নিরুৎসাহ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। প্রায় অনেকেই অন্য দ্বারা এ কর্ম্ম সুসমাহিত হইবে বিবেচনা করিয়া নিশ্চন্ত থাকেন কিন্তু আপন আপন অবস্থা উন্নত করিবার জন্য অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ংই উদ্যোগী হওয়া উচিত। আমা দ্বারা কি হইতে পারে বলিয়া হতাশ হওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেই এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে, কোন বুদ্ধিমান্ অধ্যবসায় শালী ব্যক্তি দ্বারা কোন শুভকর অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাহা আর অন্য-

কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতে পারেনা বিবেচনা করিয়া ঐ ব্যক্তিকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে প্রায় সফল হইতে পারাযায়। অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করা আবশ্যক যে অবনী মণ্ডলে যে যে মহতী ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা কি মনুষ্য দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই? এবং মনুষ্য দ্বারা যাহা সম্পন্ন হইয়াছে তদ্রূপ কি আর মনুষ্য দ্বারা সিদ্ধ হইবেনা। অতএব আমি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, নিতান্ত দুঃসাধ্য ও নানা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া আমার নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। দেখুন এই পৃথিবীতে কতকত মহামহোপাধ্যায়কর্ত্তৃক কতকত অদ্ভুত ব্যাপার নিষ্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা কি একবারেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন?। প্রথমতঃ কতকত বিঘ্ন ঘটিয়াছিল এবং তাঁহারা কত কত প্রাণান্তকর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। কেবল অধ্যবসায় সহকারে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যদি তখন তাঁহারা সেই বিঘ্ন ও বিপদ্ সমূহে ভীত হইতেন, তাহাহইলে তাহারা তাহাতে কখনই সফলশ্রম হইতে পারিতেননা। অতএব একার্য্যে ভীত হওয়া আমার কখন উচিত নহে। বিশেষতঃ আমি রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; পিতৃবংশ মাতৃবংশ উভয়ই যখন রাজকুল, তখন তাহার উপযুক্ত কার্য্য করা আমার আবশ্যক। 'রাজনন্দন' এই প্রসিদ্ধ উপাধি আমাতে বর্ত্তিয়াছে, তাহা সার্থক করা আমার সর্ব্বথা বিধেয়।

রাজা পুত্রের ঈদৃশ অসাধারণ বীরতা ও পিতৃ-মাতৃভক্তি সূচক বাক্যাবলী শ্রবণে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণে এমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, যেন তিনি কোন প্রকারে কুমারকে তদীয় অভিপ্রেত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেননা। অথবা যদি

তাঁহাকে যাবজ্জীবন সেই গহনে অবরুদ্ধ করিয় রাখেন, তাহা হইলে পুত্রকে সুখভোগে একবারে বঞ্চনা করা হয়, এবং তন্নি বন্ধন তাঁহাকেও দারুণ পাপী ও অপরাধী হইতে হইবে সন্দেহ নাই। রাজা এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মহিষীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! এমন অধ্যবসায়শালী সাহসী পুত্রকে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় চিরকাল এই বিজন বিপিনে অবরুদ্ধ রাখিয়া আমাদিগের পাপগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে। ইহাতে পুত্রের সুখ সম্ভোগের যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট করা হয়। অতএব প্রসন্নচিত্তে ইহার প্রার্থনা গ্রাহ্য কর"।

মহিষী এ পর্য্যন্ত কখন পতির প্রতিকূলে কোন কথ কহেননাই, কিন্তু এক্ষণে পুত্র স্নেহে একান্ত অধীর হইয়া অশ্রু-পূর্ণনয়নে কহিলেন, হায় আপনি নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে কিপ্রকারে অনুমতি করিতেছেন?। হে বৎস! বংশধর; তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও এমন সাংঘাতিক বাক্য কি জননীর রসনা হইতে বিনির্গত হয়?। যখন বংশধর' দুর্দ্দান্ত শত্রু-হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে শ্রবণ করিব, তখন কি প্রকারে এ পাপ জীবন ধারণ করিব?। অতএব আমা দ্বারা পুত্রমায়া পরিহার, কখন হইবেনা"। এই বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধপ্রায় হইল ও তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

'বংশধর' যথোচিত শুশ্রূষা করিয়া মাতার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন, এবং সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, জননি: এত অকারণ-ভীত হইতেছেন কেন?। আপনি যদি এমন কাতর হয়েন ও অভিপ্রেত বিষয়ে কোন রূপে সম্মতি প্রদান না করেন, আমাকে চিরকাল মৃতবৎ এই গহনে অবস্থিতি করিতে হইবে সর্ব্বদা জনক জননীর আজ্ঞাধীন হইয়া চলা ও সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখাই পুত্রের সর্ব্বথা

বিধেয় কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদিগের আজ্ঞা পালন করিতে গেলে আমাকে দুরবগাহ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে। কেননা পিতা মাতা বাৎসল্য প্রযুক্ত কখনই সন্তানকে দুরূহ কার্যে বিদায় দিতে পারেন না বলিয়া সামর্থ্য সত্ত্বে ও তাঁহাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে বিরত হইয়া কেবল তাঁহাদিগের নিকট থাকিয়া আলস্যে কাল ক্ষেপণ করা পুত্রের কর্ত্তব্য নহে। আর পুত্রকে সুখী করাও পিতা মাতার কর্ত্তব্য, অতএব ইহাতে সম্মতি প্রদান না করিলে আমি কদাপি সুখী হইতে পারিবনা। অধিকন্তু আপনাকে ও পাপ স্পৃষ্ট হইতে হইবে বাৎসল্যে মোহিত হইয়া স্বামীর অনুরোধ ও আজ্ঞাপালনে উপেক্ষা করা ভার্য্যার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক স্বামী অনুরোধ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করা স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। পিতা যখন তাদৃশ বুদ্ধিমান হইয়া আমার অভিপ্রায়ে সম্মত হইতেছেন তখন তাহাতে আপনকারও সম্মত হওয়া উচিত। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া অধ্যবসায় সহকারে কোন দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তিনিই তাহা সফল করিয়াদেন। তিনি সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহারই করুণাপ্রভাবে আমরা এত দিন জীবিত রহিয়াছি এবং অতিদুরূহও দুঃসাধ্য কার্য্য সাধনে সমর্থ হইতে পারি। অতএব সমুদায় শঙ্কা পরিত্যাগ পুর্ব্বক সেই পরম পুরুষের প্রতি নির্ভর করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে অনুমতি প্রদান করুন।

মহিষী পুত্রের মুখেএই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, যখন পতি তাদৃশ পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ হইয়া ইহাতে সম্মত হইয়াছেন তখন আমার ও সম্মতি প্রদান করা উচিত। বিশেষতঃ ইহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে আমাকে যারপর নাই পাপিনী হইতে হইবেক। এই রূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার

তাদৃশী দুঃখানলশিখা একবারে নির্ব্বাপিত হইল। কেমন যাহার অন্তঃকরণে সতত ধর্ম্মনিষ্ঠা থাকে, তাহার এই মিথ্যা পার্থিব শোকতাপে তাপিত হইবার বিষয় কি ? ধর্ম্মনিষ্ঠা অন্তরাত্মাকে সর্ব্বদা প্রসন্ন ও প্রফুল্ল রাখিয়া থাকে। ধর্ম্ম নিষ্ঠা প্রভাবে তাদৃশ প্রবল উদ্বেগ দূরীভূত হওয়াতে মহিষী মহতীশান্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় শোকানল নির্ব্বাপিত হইল বলিয়াই যে, পুত্র বাৎসল্য এককালে হ্রাস হইল তাহা নহে, পূর্ব্বে যেরূপ প্রবল ছিল তদ্রূপই রহিল। কারণ যাহাদিগের ধর্ম্মে একান্ত অনুরাগ আছে, ধর্ম্মের প্রভাবে তাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে কেবল বিকৃতভাব দূরীকৃত হয়। স্নেহ বাৎসল্য প্রভৃতি কদাপি তিরোহিত হয় না, উহা অন্তঃকরণে অনুক্ষণ সমভাবেই প্রদীপ্ত থাকে।

এইরূপ মহিষী মহতী শান্তি লাভ করিলেন। এবং তাঁহার মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, পুত্রকে তাঁহার অভিলষিত বিষয় হইতে নিবৃত্তকরা নিতান্ত দুরূহ। মনে মনে এইরূপ বোধ হইলে তিনি বংশধরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "বৎস তোমার যেপ্রকার আগ্রহাতিশয় দেখিতেছি ইহাতে কোন প্রতিকূলাচরণ করিলে তোমাকে দারুণ কষ্ট প্রদান করা হয়। তোমার যেরূপ অসীম সাহস ও উৎসাহ তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে তুমিঅবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কিন্তু আর ক্ষণভঙ্গুর বিষয় ভোগে আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও স্পৃহা নাই। তুমি সেই সমস্ত অতুল বিভবাধিকারী হইয়া সুখ ভোগে সমর্থ হইলেই আমরাও সুখী হইব। অতএব যদি এই দুরূহ ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ-হইতে পার, ও তাহাতে আপনাকে সুখী বোধ কর, যত্নবান্ হও তোমার চিত্ত কৃতজ্ঞতা, পিতৃ মাতৃভক্তি ও ধর্ম্ম-রসে পরিপূর্ণ

তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।
'বংশধর জননীর এই সম্মতিসূচক বাক্য শ্রবণে পরম পুলকিতচিত্ত হইলেন। আনন্দে কণ্ঠ রোধ ও বদন বিকসিত হইল। প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, হেপিতঃ মাতঃ! আপনারা যে অনুগ্রহ ও স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিলেন, তাহাতে অন্তঃকরণ যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হইল তাহা বলিতে পারিনা একণে আমার যাবতীয় শোক তাপ নির্ব্বাপিত হইল।

মহিষীর সম্মতিতে রাজা যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বংশধরকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অতি বালক, এই নির্জ্জন গহন ও পিতা মাতা ভিন্ন আর কিছুই জান না। তুমি যে অসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছ তাহাতে নানা বিপদে পড়িলেও পড়িতে পার। কিন্তু সে সময়ে এককালে ভয়ে অভিভূত, হত বুদ্ধি ও প্রতীকারচেষ্টা পরাঙ্মুখ হইওনা। বিপদ উপস্থিত হইলে অকুতোভয়েও অবিচলিতচিত্তে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। জগদীশ্বর কখন কাহাকে কোন বিপদে ফেলেন না, কেবল আপন বুদ্ধির দোষে তাহাতে পড়িতে হয়। তিনি জগতের যাবতীয় ঘটনাকেই নিয়মের অধীন করিয়াছেন। তাহা অতিক্রম করিলেই সুতরাং নানা বিপদে পড়িতেহয় এবং সেই বিপদের প্রতীকার চেষ্টা না করিলে, উহা প্রাণ-নাশের হেতুও হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া বিপদ সময়ে নিতান্ত অভিভূত নাহইয়া স্থিরচিত্তে তাহার প্রতীকার চেষ্টাকরিবে। বংশধর সন্তুষ্টচিত্তে পিতার উপদেশ গ্রহণ করিলেন।

একণে কুমারের গমন বিষয়ে আর কোন আপত্তি রহিলনা। তিন দিবস পরেই যাত্রা করিবেন স্থিরীকৃত-হইল। বংশধর যাত্রোপযুক্ত নানা দ্রব্যসামগ্রী আহরণ রতে লাগিলেন। নানা অস্ত্র শস্ত্র, নানা ব্যব হার্য্য বস্ত্র

ও সুস্বাদু ফল মূল প্রভৃতি প্রয়োজনোপয়োগী দ্রব্য সামগ্রী সমগ্র সংগ্রহ করিলেন। ক্রমে প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইতে লাগিল। জনক জনীর উদ্ধার সাধনার্থ তাঁহার সাহস ও উৎসাহ এতদূর পর্য্যন্ত প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগের বিচ্ছেদ ক্লেশ ইতিপূর্ব্বে ক্ষণকালের নিমিত্তও তদীয় অন্তঃকরণে উদ্ভূত বা অনুভূতও হয় নাই। কিন্তু প্রস্থানের সময় সন্নিহিত হইলে নিতান্ত ব্যাকুল ও কাতর হইয়া পড়িলেন। নয়ন দ্বয় প্রভাহীন ও মুখমণ্ডল নিতান্ত মলিন হইয়া পড়িল। কি আশ্চর্য্য! যিনি জ্ঞানোদয়াবধিই জনকজনীর দুঃসহ ক্লেশ মোচনার্থ অসীম উৎসাহে সমুৎসুক হইয়া তাঁহাদিগের স্নেহপাশ ছেদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাকেই এক্ষণে তাঁহাদিগের সেই স্নেহ ও মায়া পাশে বদ্ধ হইয়া একান্ত অভিভূত হইতে হইল। অতএব জগদীশ্বর পিতা মাতার প্রতি আমাদিগের অন্তঃকরণে এমন এক অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ভাব দিয়াছেন যে, কোনরূপেই উহা অতিক্রম করিতে পারা যায়না। নানা কারণে অন্যান্য বিষয়ক স্নেহ যাইতে পারে, কিন্তু সন্তানের পক্ষে পিতৃমাতৃস্নেহ কদাপি যাইবার নহে। বিশেষতঃ যাহার অন্তঃকরণ অমূল্য জ্ঞানরত্নে মণ্ডিত ও ধর্ম্মরসে পূর্ণ, তাহার পক্ষে পিতৃ মাতৃ স্নেহ কদাপি ব্যাহত হইবার নহে। কেবল কুমতি পাপিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষেই উহা প্রায়ই বিচলিত হইয়া থাকে। অতএব বংশধরের অন্তঃকরণ যেরূপ জ্ঞানরত্নে ভূষিত তাহাতে তাঁহার পিতৃ মাতৃ স্নেহ কি কখন বিচলিত হইতে পারে। যাহাহউক, তাঁহার প্রস্থানের পূর্ব্বে রাজাও রাণীর অন্তঃকরণ যে কি পর্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হইল তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।। সে রাত্রিতে কাহার ও নিদ্রা হইলনা। পুত্রকে

নিকটে লইয়া নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে 'বংশধর' শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখপ্রক্ষালন প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। অনন্তর যথোচিত পরিচ্ছদ পরিধান ও সংগৃহীত দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ পূর্ব্বক জনক জননীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতে গমন করিলেন। রাজা ও রাণী পুত্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুল ও কাতর হইয়া পড়ি-লেন এবং অবিশ্রান্ত নয়ন বারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাষ্পাকুল লোচনে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, এবং মনে মনে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। বদন হইতে বাঙ্মাত্রও নিঃসৃত হইলনা। জনক জননীর তাদৃশ ভাব দর্শনে 'বংশধর' যারপর নাই কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বাষ্পাকুল নয়নে অবনত-মুখ হইয়া রহিলেন। মহিষী পুত্রকে একান্ত কাতর দেখিয়া আপনাদিগকে তাহার নিদান বিবেচনা পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিতা হইলেন। তখন অতি করুণাস্বরে কুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন বৎস! তোমার তাদৃশ সাহস ও উৎসাহ কোথায় গেল। যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষ করিয়াছ সাহসাবলম্বন পূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া নিরুদ্বেগে তাহা সমাধা করিয়া অবিলম্বে প্রত্যাগত হও। বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে তুমি অভিপ্রেত বিষয় নিরুদ্বেগে সমাধা করিতে পার, তদ্বিষয়ে তিনি সম্যক্ আনুকূল্য করিবেন। এক্ষণে সেই করুণাময়ের অমৃতময় নাম স্মরণ পূর্ব্বক শুভযাত্রা কর।

পুনর্ব্বার তোমারবদন সুধাকর দর্শনের আশাকরিয়া আমারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিব। এই কথা বলিয়া তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক মুখ চুম্বন মস্তকা ঘ্রাণ প্রভৃতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুমার পিতৃ মাতৃ চরণে প্রণতি পূর্ব্বক শুভ যাত্রা করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, রাজা যে কিপর্য্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। মহিষী শোকাবেগে আহতা হইয়া তখনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রাজা যথোচিত শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন এবং তাঁহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত যৎপরো নাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ফল দর্শিলনা। কেননা নানা সান্ত্বনা বাক্যে অন্যান্য দুঃখ নিরাকৃত হইতে পারে কিন্তু জননীর পক্ষে সন্তান-বিচ্ছেদ-শোক কদাপি শমিত হইবার নহে। যিনিস্ত্রী জাতির প্রতি আশ্চর্য্য শোক নিযোগ করিয়া দিয়াছেন সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ব্যতিরেকে মাতৃশোক শান্ত করা কখনই মনুষ্যের কৃতিসাধ্য নহে।

এদিকে রাজনন্দন 'বংশধর কিয়দ্দূরগমন পূর্ব্বক পিতৃ মাতৃ বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতরান্তঃকরণ হইলেন ও নয়ন বারিতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। কোন প্রকারে ধীরহইতে পারিলেননা। হায়; জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা, তিনি আমাদিগের অন্তঃকরণে পিতামাতার প্রতি এমনি এক অনির্ব্বচনীয় স্নেহ বিধান করিয়া-দিয়াছেন যে তাহা কোন রূপে বিচলিত হইবার নহে। রাজকুমার তাদৃশ অসীম উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ও কেবল সেই পিতৃমাতৃস্নেহসূত্রে পুনঃপুনঃবদ্ধ হইতেছেন। বংশধর অন্তরালে ব্যবহিতহইয়া জনক জননীকে দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাতে তাহার নেত্রযুগল হইতে অবিশ্রান্ত

অশ্রুবিগলিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন তাহার সেইভক্তিরস উচ্ছলিত হইয়া নয়ন বারিরূপে পতিত হইতেছে। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ পিতামাতাকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হে দীনবৎসল ভগবন্ সকরুণ হইয়া আমার বৃদ্ধজনক জননীকে সতত রক্ষা করিবেন। যাহাতে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের চরণ দর্শনে সমর্থহইতে পারি তদ্বিষয়ে কৃপাবর্ষণ করিবেন। এইরূপে প্রার্থনা করিয়া তিনি পুনর্ব্বার প্রস্থানোদ্যত হইতেছেন ইত্যবসরে মহিষী দূর হইতে সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া সুপ্তোত্থিতেরন্যায় চকিত হইয়া দ্রুতবেগে নিকটে গিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে গদগদ বচনে কহিলেন হা! বৎস এচিরদুঃখিনী পুনরায় যে তদীয় বদন সুধাকর সন্দর্শন পাইবে এমন প্রত্যাশা ছিলনা। হা! বৎস? অভিপ্রেত বিষয় কি সুসিদ্ধ হইয়াছে? হায়! তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুরচেতার ন্যায় কি প্রকারে এতকাল বৃদ্ধ পিতামাতাকে বিস্মত হইয়াছিলে?। বস্তুতঃ মহিষী তৎকালে এমন ব্যাকুল ও বাহ্যবোধ বিহীনা হইয়াছিলেন যেন, কুমার বহু দিবসের পর প্রত্যাগমন করিলেন এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। 'বংশধর' জননীকে ঈদৃশী অবস্থাপন্না দেখিয়া একান্ত ব্যাকুল হইলেন ওমৃদু মধুরস্বরে কহিলেন, মাতঃ শোকে এত কাতরাহইতেছেন কেন? আমি এখনও যাত্রা করিনাই আপনাদিগের চরণ দর্শন প্রত্যাশায় কিয়দ্দূরহইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি। বারম্বার এরূপ কাতরা হইলে আমার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিবে। এক্ষণে শোকাক্রান্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করুন।

এইরূপে নানা প্রবোধ বচনে মাতাকে শান্ত করিয়া

তাঁহাদিগের চরণে পুনর্ব্বার প্রণিপাত পুরঃসর ক্রমাঃ যাত্রা করিলেন। বিন্ধ্যাটবী অতিক্রম করিয়া উজ্জয়িনী নগরীতে উত্তীর্ণ হইলেন। উজ্জয়িনীও আর নানা রমনীয় প্রদেশ অতিক্রম করিয়া গুর্জ্জরের মরুভুমিতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সেস্থানে জল, বৃক্ষ, তৃণ, কোন দ্রব্যই নাই, কেবল বহুদূর পর্য্যন্ত বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে ও বায়ু পরিচালিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় করিতেছে। উহার এবম্বিধ ভীষণ ভাব দর্শনে ভাবিলেন কি ভয়ানক! পিতা এই মরুভূমিতেই পতিত হইয়াছিলেন। অনন্তর মরুভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমাগত উত্তরাভি মুখে যাত্রা করিলেন। কোন্ বর্ত্মদ্বারা পিতৃ রাজ্যে গমন করিতে হয় অবগত ছিলেন না; সুতরাং অতি কদর্য্য পথ অবলম্বন করিয়া যাইতে হইল। অতি কষ্টে নানা বন উপবন গিরি অতিক্রম পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। ঈদৃশ দুর্গম ও কদর্য্য পথ অতিক্রম করাতে তাঁহাকে যে কত কত বিষম বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। জন্মাবধি তিনি কখন ক্লেশ পাননাই। ক্রমাগত এমন কদর্য্য পথ অতিক্রম করাতে তাঁহার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িল।

কিন্তু তিনি স্বকীয় অন্তঃকরণ এমন সুদৃঢ় ও বশীভূত করিয়া রাখিলেন যে, তাদৃশ দুরন্ত ক্লেশেও তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে পারিলনা। তিনি যদি একান্ত ক্লেশসহিষ্ণু না হইতেন ও তদীয় পিতৃমাতৃভক্তি তাদৃশ প্রবল না হইত, তাহা হইলে কখনই সে নিদারুণ ক্লেশ সহনে সমর্থ হইতে পারিতেন না। কিন্তু জনক জননীর প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ও স্নেহ ছিল এবং তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধনার্থ তাঁহার আন্তরিক উৎসাহ এমন সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সেই সমুদয় ক্লেশে ভ্রূক্ষেপ ও করিলেন না।

এই প্রকার কদর্য্য পথ অতিক্রম করিতে তাঁহার ছুই মাস অতিবাহিত হইল। অপথ অবলম্বন করাতে এতাবৎ-কাল এমন কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই যে, পিতৃরাজ্য গমনের প্রকৃত পথ বলিয়া দেয়; সুতরাং এই প্রকার অজ্ঞাত-পথ অবলম্বন করিয়া তিনি ক্রমে হিমালয়-ভূমিতে উপনীত হইলেন। এবং নিতান্ত পথশ্রান্ত হওয়াতে বিশ্রাম-স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া ধবল শৃঙ্গের প্রস্থ-দেশে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতে-লাগিলেন। রাজকুমার পর্ব্বত দর্শন করিতে সাতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বিন্ধ্য গিরির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গে আরোহণ ও তাহার নানা শোভা দেখিয়া ভ্রমণ করিতেন। এক্ষণে এই আশ্চর্য্যগিরি নয়ন-পথে পতিত হওয়াতে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া তদারোহণে একান্ত ব্যগ্র হইলেন। এই অচলের শৃঙ্গদেশ এতউচ্চ যে, কোন প্রকারেই দৃষ্টিগোচর হয় না, কুমার সাতিশয় উৎসুক হইয়া বহুকষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহাতে আরোহণ করিলেন। শৃঙ্গদেশে আরূঢ় হইয়া নিম্নস্থ ভূভাগ সকলের পরম রমণীয়তা দেখিতে লাগিলেন। এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেই অচলের পশ্চিমভাগে একটী পরম রমণীয় বন অবলোকন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই দিক লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ বিলম্বে তৎ-সমীপবর্ত্তী হইলেন। ইহার নানা চমৎকারিণী শোভা সন্দর্শনে তিনি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। দেখিলেন কোন স্থানে নানা জাতীয় কুসমতরু বিকসিত পুষ্পপুঞ্জে পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার সুরভি প্রসূন-সৌরভে বনস্থলী আমোদে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কোন স্থানে শুকশারিকাদিবিহগগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া সুমধুর স্বরে সংগীতালাপ করিতেছে। ময়ূরময়ূরীগণ শতশত শশধর

পুচ্ছ শোভা বিস্তার করিয়া ইতস্ততঃ কেলি করিয়া বেড়াইতেছে। কোন স্থানে হরিণ ও হরিণীগণ ক্রীড়া করিতেছে; বনের এবম্বিধ নানা শোভা বিলোকনে কুমার অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে দিননাথ অস্তগত হইলেন। অরুণ আভা, শাল তমাল প্রভৃতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তরুবর শাখায় নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাহারা হেমবর্ণে বিভূষিত হইয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যা হওয়াতে বনস্থলী ঘোরতর অন্ধকারাবৃত হইল। রাজকুমার বনের শোভা দর্শনেই মগ্ন ছিলেন। এক্ষণে হঠাৎ রজনী উপস্থিত দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। কিপ্রকারে সে তামসীতে তথায় অবস্থিতি করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কোন উপয়ান্তর নাদেখিয়া সন্নিহিত এক মহীরুহে আরোহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি কখনই এমন সময়ে এমন নির্জ্জন স্থানে পতিত হয়েন নাই। কোনস্থানে ব্যাঘ্র ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতেছে। ইহাতে তিনি কিঞ্চিৎমাত্রও ভীত হইলেন না; কেবল পিতৃ মাতৃ চিন্তায় তদীয় চিত্ত অনুক্ষণ দোলায়মান হইতে লাগিল। তখন তিনি করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন আহা! কত দিনে জনক জননীর উদ্ধার-সাধন করিব, আহা। কতদিনে তাঁহাদিগের সন্দর্শন পাইয়া ব্যাকুল চিত্ত শান্ত করিব। কবে তাঁহাদের অমৃতময় সুমধুর বাক্য-শ্রবণে কর্ণকুহর সুশীতল হইবে। আহা! কতদিনে তাঁহাদিগের সস্নেহ আলিঙ্গনে স্পর্শসুখ অনুভব করিব!! কিপ্রকারেই বা তাঁহাদিগের উদ্ধার করিব বুঝিতে পারিতেছি না। পিতা মাতার নিকটে সাতিশয় সাহস প্রদর্শন করিয়া আসিলাম্; কিন্তু এক্ষণে কিরূপে আমি নিঃসহায় হইয়া তাদৃশ অসংখ্য সৈন্য সহায় যুদ্ধ বিশারদ অমাত্যের সহিত বৈরসাধনে

প্রবৃত্ত হইব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা। অথবা যেরূপেই হউক, আপন প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইব। এইরূপ স্থির করিয়া মনেমনে তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধনের নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে বনস্থলী যেরূপ ঘোরতর তিমিরাবৃত, তাহাতে নিতান্ত সাহসী ব্যক্তিরও অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষণকালের নিমিত্তে ও তাঁহার মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। কেননা যাহার ধর্ম্মের ভয় আছে, তাহার মিথ্যা পার্থিব ভয়ে ভীত হইবার বিষয় কি? তৎকালে বনস্থল এক কালে নিস্তব্ধ। বিহগগণ শ্রবণ মনোহর সংগীতালাপে বিরত ছিল। কিছুমাত্র শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছিল না; বোধহয় যেন রাজনন্দনের তাদৃশী পিতৃমাতৃভক্তি সূচক বাক্যাবলীতে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতিজাত বস্তুমাত্রই তাদৃশ মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছিল। যাহাহউক, যখন রাজ-কুমার বিবিধ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন ইত্যবসরে কাননের দক্ষিণ ভাগে মানবকণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেন। শ্রুতমাত্র সেই দিকে কর্ণপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে কতকগুলা লোক কথাকহিতেছে। সেই ঘোর তামসীতে তাদৃশ নিবিড় গহনে কাহারা কথা কহিতেছে অবগত হইবার নিমিত্ত একান্ত কৌতুকাক্রান্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে অবতরণ পুরঃসর শব্দ লক্ষ্য করিয়া শনৈঃ শনৈঃ সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই, শ্বেতপাষাণ বিনির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য দেখিতে পাইলেন। গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ। আলোক প্রভাবে তিমির প্রভাব এককালে সেস্থান হইতে দূরীভূতহইয়াছে। তিনি কিয়ৎক্ষণ অন্তরালে ব্যবহিত হইয়া গৃহের অভ্যন্তরভাগ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন তাহার অভ্যন্তর স্বর্ণ রৌপ্য ওশ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি এবং বিচিত্র-চিত্রপট প্রভৃতি নানা রমণীয় বস্তুতে

পরিশোভিত এবং অপূর্ব্ব শয্যায় পরমসুন্দরী কয়েক জন মহিলা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে; মধ্যে সুচারু পর্য্যঙ্কে এক ভুবন-মোহিনী কামিনী আসীনা রহিয়াছেন চামর-ধারিণীরা অনবরত চামর বীজন করিতেছে সেই পল্যঙ্কাসীনা কামিনী একখানাগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। অন্যান্য মহিলারা উহা শ্রবণ ও মধ্যে মধ্যে নানা বিচার। করিতেছে। রাজকুমার গৃহের সেইরূপ মনোহারিণী শোভা ও সেই মহিলাগণের অনুপম রূপমাধুরী, মনোহর বেশভূষয় ও তাহাদিগের তাদৃশী বিদ্যালোচনা সন্দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত ও মোহিত হইলেন; ভাবিলেনপূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা প্রচলিত ছিল, এরূপ নানা গ্রন্থে উল্লেখ দেখিয়াছি; সেকাল নাই। পিতার মুখেশুনিয়াছি যে এখন ভারতবর্ষের লোকেদের মনে এই এক কুসংস্কার আছে যে স্ত্রীদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে তাহারা প্রায়ই দুশ্চরিত্রা হয়। কিআশ্চর্য্য বিদ্যাশিক্ষার যেকি অনির্ব্বচনীয় গুণ তাহাকি তাহারা জানেনা? বিদ্যাশিক্ষা করিলে যদি চরিত্র মন্দই হয় তবে বিদ্যার গৌরব কোথায় রহিল? ইহাকি তাহারা এক বারও বিবেচনা করেনা? যাহাহউক বিদ্যায় এই সকল রমণীদিগের আসক্তি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে স্ত্রীবিদ্যাশিক্ষায় ভারতবর্ষের সকলেরই কুসংস্কার আছেএমন নহে; কেবল বিদ্যাবর্জ্জিত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই বিশেষ কুসংস্কার থাকিতে পারে। এই প্রকার নানা চিন্তা করিতে করিতে নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের সম্মুখহীন হইলেন। রমণীরা হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া নিতান্ত ভীতা হইল ও পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। রাজনন্দন তাহাদিগের তাদৃশ ভাব দর্শনে তাহাদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে স্থির করিয়া "আমি মনুষ্য সম্প্রতি

আপনকার দিগের নিকট অতিথি" এবম্বিধ নানা সুমধুর বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপ তাহাদিগের ভয় ভঞ্জন করিয়াদিলেন। তখন এক সহচরী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা ও এক খানী আসন প্রদান করিল। 'বংশধর উপবিষ্ট হইলে, চারুনেত্রা' নাম্নী এক সহচরী তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল মহাশয়! রজনী অধিক হওয়াতে সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জন নিঃশেষিত হইয়াছে; আপনকার যথোচিত সৎকার করা হইলনা। অতএব অনুমতি হইলে পুনরায় প্রস্তুত করাযায়। রাজকুমার কহিলেন অধিক কষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই; আপনকারদিগের সুমধুর বাক্য শ্রবণেই আমার সমক্ তৃপ্তি বোধ হইয়াছে। এই কথায় আরকোন উত্তর নাদিয়া 'চারুনেত্রা' অতিসুশীতল পানীয়জল ও নানা মিষ্টান্ন আনয়ন করিয়া ভক্ষণ নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। রাজনন্দন সহাস্য আস্যে তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষণ ও জলপান করিলেন।

অনন্তর 'বংশধর' চারুনেত্রাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন ভদ্রে! আপনকারদিগের সৌজন্যও অমায়িকতায় উদ্ধত হইয়া মদীয় অন্তঃকরণ কিছুজিজ্ঞাসা করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে। 'চারুনেত্রা' মধুরবচনে কহিল মহাভাগ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক মানসিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, আমরা চরিতার্থ হই। তখন রাজকুমার কহিলেন ভদ্রে! আপনকারদিগের অনুপম রূপলাবণ্য দর্শন ও সুমধুর সরল সম্ভাষণ শ্রবণে আপনা-দিগকে কোন মহাকুলোদ্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। বোধ হয়, আপনারা কোন রাজপরিবার হইবেন। অথচ এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন ইহার কারণ কি?। কৃপাবলোকন পূর্ব্বক এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া আমার ঔৎসুক্য ভঞ্জন করুন।

চারুনেত্রা সস্মিতবদনে কহিল মহাশয়! এস্থান হইতে আমাদের নিবাসপ্রদেশ অধিক দূর নহে। শুনিয়া থাকিবেন এস্থানের অদূরে কাশ্মীর নামে এক প্রসিদ্ধ প্রদেশ আছে। তথায় আমাদের নিবাস। আমাদিগের রাজার নাম 'বিজয়কেতু'। এই বলিয়া পল্যঙ্কাসীনা ভুবন মোহিনী সেই কামিনীর প্রতি অঙ্গুলীনির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিল ঐ সুকুমারী কুমারী তাঁহারই একমাত্র দুহিতা। ইহাঁর নাম 'রত্নোত্তমা'। এই বন রাজার প্রমোদ কানন। সম্প্রতি আমরা কোন কারণ বশতঃ এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি। এই বলিয়া 'চারুনেত্রা' ক্ষান্ত হইল।

রাজকুমার এতক্ষণ অধিক মনোযোগ পূর্ব্বক রাজকুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই; পরিচারিকাদিগের সহিতই কথাকহিতে ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিলেন, ইহাঁর যেরূপ গম্ভীর আকৃতি ও ধীরপ্রকৃতি দেখিতেছি তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে ইনি রমনী রত্ন হইবেন সন্দেহ নাই; যাহাহউক রাজকন্যা হইয়া ইনি কিনিমিত্ত এইগহনে বাস করিতেছেন। অথবা বোধ হয় এই পর্ব্বতের স্নিগ্ধসমীরণ সেবন করিবার নিমিত্তই এখানে অবস্থিতি করিতেছেন; যাহাহউক, বিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হইল। এই ভাবিয়া 'চারুনেত্রাকে' কহিলেন যাহাহউক ভদ্রে যখন আপনারা দিব্য রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন তখন ইহার কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য থাকিবে শুনিতে একান্ত কৌতুক জন্মিয়াছে। অতএব যদি গোপনীয় না হয় তবে বর্ণন দ্বারা চিরবাধিত করুন।

'চারুনেত্রা' কহিল মহাশয়, আমাদিগের এই সুকুমারী রাজকুমারী পরম বিদ্যাবতী। এমন কি যে বিদ্যা অনেকানেক পুরুষেও অবগত নহেন, ইনি সে সমুদায়

বিদ্যার বিলক্ষণ পারদর্শিনী। যে কৃতবিদ্য সুচারুস্বভাব পুরুষ ইহাঁর সম্যক্ মনোনীত হইবে, তাঁহাকেই ইনি পতিত্বে বরণ করিবেন পণ করিয়াছেন। ইনি অনুপম শারীরিক রূপমাধুরীর পক্ষপাতিনী নহেন। অতি সৎস্বভাব কৃতবিদ্য পুরুষরত্নের সহিতই উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হওয়া ইহাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাদৃশ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইনি একান্ত হতাশ হইয়া কৌমার-ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ক্ষেপণ করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং রাজপুরী পরিহারপূর্ব্বক আমাদিগকে মাত্র সহচারিণী করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। যদি কখন কোন মনোমত পুরুষরত্ন প্রাপ্ত হয়েন তবে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইনিই রাজার একমাত্র কন্যা, তাঁহার আর সন্ততি নাই, সুতরাং তিনি ইহাঁকে প্রাণাপেক্ষাও সমধিক স্নেহকরিয়া থাকেন। তনয়ার ঈদৃশী প্রতিজ্ঞা শ্রবণে সাতিশয় শোকাকুল হইয়া তিনি একদা নিজ মহিষী সমভিব্যাহারে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং নানা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহাঁকে এই দারুণ পণ হইতে নিবৃত্ত করিবারনিমিত্ত নিরতিশয় প্রয়াস পাইয়াছিলেন্ কহিয়াছিলেন্ "বৎসে! তুমি তাদৃশী বুদ্ধিমতী ও সুশীলা হইয়া কেন এমন অবিবেচনার কার্য্য করিতেছ? একেবারে বিবেচনা শূন্য হইয়া নিতান্ত বোধবিহীনার ন্যায় কোন বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে। গৃহে প্রত্যাগমন কর, অবিলম্বেই স্বয়ম্বরসভা প্রস্তুত করিতেছি, নানা দিগ্দেশে সমাচার প্রেরণ করিতেছি, বহুপণ্ডিত ও কৃতবিদ্য রাজকুমারগণের সমাগম হইবেক, যাহাকে অভিলাষ হয় পতিত্বে বরণ করিবে। আমরা তোমার পিতামাতা পরম গুরু, আমাদিগের অনুরোধ রক্ষা করা তোমার সর্ব্বথা বিধেয়"।

'রত্নোত্তমা' পিতার এই বাক্য শ্রবণে লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন। বহু ক্ষণপরে সুমধুর স্বরে কহিলেন! পিতঃ আপনকার নিকট আমার কোন চপলতা প্রকাশকরা উচিত নহে; অতএব মার্জ্জনা করিবেন। পিতঃ! আমি কোন রূপবান্ বা কৃতবিদ্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করি না। পরম গুণবান্ সুচরিত কৃতবিদ্য পুরুষকে পরিণয় করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। পিতঃ! উদ্বাহবিষয়ে কতকগুলি শুভকর নিয়ম আছে, তাহ সম্যক-রূপে পালিত না হইলে উদ্বাহসংস্কার সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। পাণি গ্রহণের পূর্ব্বে উভয়ের বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাব ও সদসদ্ চরিত্র পরীক্ষা করা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই কর্ত্তব্য। কেন না যাহার সহিত যাবজ্জীবন প্রণয়পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, যাহার সহিত একত্র সহবাস করিতে হইবেক ও যাহার সহিত একমত হইয়া সমুদায় সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবেক, তাহার স্বভাব চরিত্রাদি পরীক্ষা ব্যতিরেকে উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হওয়া সর্ব্বথা অবিধেয়। দম্পতি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব ও বিপরীত মতাবলম্বী হইলে কষ্টের পরিসীমা থাকেনা। উভয়ের বিদ্যা, বুদ্ধি, মানসিক গতি ও কার্য্যের রীতি নীতির সামঞ্জস্য না হইলে পরিণয়পাশে বদ্ধ হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। দেখ পিতঃ আমাদিগের এই ভারতবর্ষে পরিণয় পূর্ব্বে দম্পতির গুণাগুণ ও স্বভাব নিরূপণ নাই বলিয়া, এদেশের দারুণ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। কেবল বংশ-মর্য্যাদা দৃষ্টি করিয়া নিতান্ত মূর্খ, সর্ব্বজ্ঞানবর্জ্জিত ও কুস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে আপন পরম গুণবতী কন্যাকে ন্যস্তা করিয়া, তাহাকে চিরকাল দুঃসহ দুঃখদাবানলে দগ্ধ করেন। আর অতি সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি, একদুষ্টা ও কুচরিতা কামিনীর সহিত পরিণীত হইয়া, যাবজ্জীবন যারপর নাই কষ্টভাগী হয়। অতএব তাত আপনি শৈশবাবধি

যৎপরোনাস্তি আয়াস ও পরিশ্রম সহকারে আমাকে বিদ্যা-শিক্ষা করাইয়াছেন, চিরকাল সাতিশয় স্নেহও করিয়া থাকেন। এক্ষণে কি আমাকে এক অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষের হস্তে ন্যস্তা করিয়া যাবজ্জীবন দুঃখভাগিনী করিতে অভিলাষ করেন? নিতান্ত বিমূঢ় ও কুচরিত্র পুরুষের হস্তে পতিত হইয়া চিরকাল বিষম মনস্তাপে তাপিত হওয়া অপেক্ষা, চিরকাল অবিবাহিতা হইয়া থাকা সকলের পক্ষেই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর এই বিবেচনা পূর্ব্বক আমি এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি।

রাজা ও রাণী, রত্নোত্তমার এই যুক্তিসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাকারণ শ্রবণে নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া আর কিছুই প্রতিকূলাচরণ করিলেননা; তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তদবধি ইনি আমাদিকে সহচারিণী করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। কখন ইনিই বা পিতা মাতাকে দেখিবার নিমিত্ত বাটী গমন করেন; কখন তাঁহারা ও আসিয়া কন্যার তত্ত্বাবধারণ করিয়া যান।

বংশধর রাজনন্দিনীর এই সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। মনে মনে তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন ঈদৃশী পরম বিদ্যাবতী কামিনী কখন আমার শ্রবণ গোচরও হয় নাই। আহা! যে ভাগ্যধর পুরুষ ঈদৃশী অসাধারণগুণ সম্পন্না বিদ্যাবতী ভার্য্যা লাভকরে, তাহার আর সুখের পরিসীমা থাকেনা! বিশেষতঃ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত ঈদৃশী কামিনীর পরিণয় হইলে উভয়েরই গুণের যথোচিত সার্থকতা হয় এবং তাহাতে উভয়েই সাতিশয় সুখী হইতে পারে। কারণ স্ত্রী পুরুষের বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতির সামঞ্জস্য হইলে নির্ম্মল সুখলাভের সম্ভাবনা। এবম্বিধ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রত্নোত্তমা, রাজনন্দনের অসামান্য রূপমাধুরী দর্শন ও সুমধুর বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া, তদীয় নামধাম অবগত হইবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। কি রূপে সহসা জিজ্ঞাসা করিবেন মনেমনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে 'চারুহাসিনী' নাম্নী প্রধানা পরিচারিকা, মৃদুস্বরে তাঁহাকে কহিল, রাজকুমারি! এই অভ্যাগত অতিথিটীর কেমন অলৌকিক রূপমাধুরী, দেখিয়াছ? ঈদৃশ অভুবনসুলভ রূপলাবণ্য ত কুত্রাপি দেখিনাই! আহা কি মধুরসম্ভাষণ! কেমন সুশীল ও ধীরপ্রকৃতি! কোন মহাকুলোদ্ভব হইবেন সন্দেহ নাই। আপনি যেরূপ অনুসন্ধান করিতেছেন, ইহাঁকে সেই রূপই বোধ হইতেছে। অতএব যদি মনোনীত হয় ও অনুরূপ বোধ কর, পতিত্বে বরণ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদান কর। চারুহাসিনীর এই কথায় রত্নোত্তমা সহাস্যবদনে কহিলেন, ইহাঁকে সাতিশয় সৎস্বভাব বোধ হইতেছে সত্য, বোধ হয় এমন ধীরপ্রকৃতি পুরুষ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়না। কিন্তু তাহাতে প্রতারিত হওয়া উচিত নহে। কারণ প্রথমতঃ সকলকেই সাতিশয় সৎস্বভাব বোধ হইয়া থাকে; কিছু দিন সহবাস নাকরিলে প্রকৃতস্বভাব নিরূপণ করা যায়না। এমন অনেক লোক আছে, যাহাদিগের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিলে, তাহাদিগকে সৎস্বভাব বোধ হইয়া থাকে। প্রকাশ্য স্থানে তাহারা এমনি ভান করে যেন তাহারা ভ্রমক্রমেও কখন কোন পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদিগের স্বভাব চরিত্রাদি এমন কদর্য্য, যে শুনিলে একালে হতজ্ঞান হইতে হয়। অতএব ইহাঁর আপাতধীরপ্রকৃতি দর্শনেই, ইহাঁকে কখনই প্রকৃত সৎস্বভাব বলিয়া স্থির করা যাইতে পারেনা। ইহাঁর বিদ্যাবুদ্ধিস্বভাবাদি কিছুই অবগত নহি। কি প্রকারে

সহসা মনোনীত করিতে পারি? যাহাহউক, সখি; তুমি ইঁহার নামধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা কর।

অনন্তর চারুহাসিনী, বংশধরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! রাজনন্দিনীর বৃত্তান্ত ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে মহাশয়কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করি। বংশধর কহিলেন, আপনাদিগের সৌজন্য ও অমায়িকতায় আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; যাহা অভিরুচি হয়, অনায়াসে জিজ্ঞাসা করুন। চারুহাসিনী মধুরসম্ভাষণে কহিল মহাভাগ! আপনকার অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শন ও মধুরসম্ভাষণ শ্রবণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আপনি সামান্য কুলোদ্ভব হইবেননা। জন্মপরিগ্রহ করিয়া আপনি কোন্ মহাবংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন? কি নিমিত্তইবা এই ঘোর তামসীতে এখানে উপনীত হইয়াছেন ও আপনকার নামই বা কি? শুনিতে আমাদিগের একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে, যদি বাধা নাথাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কহিলে চরিতার্থ হই।

বংশধর সুমধুর বচনে কহিলেন, সতীতরে; আমি অর্গরাধিপতি বংশপ্রদীপ মহীপের এক মাত্র পুত্র। আমার নাম বংশধর। কোন প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্যনাশ হওয়াতে আমার পিতা মাতা এক্ষণে বিন্ধ্যাটবীতে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি সেই গহ্বনেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম সুতরাং তাঁহারা কে, কি নিমিত্তই বা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, কিছুই জানিতাম না। জ্ঞানোদয়াবধিই আমি প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে কত বিলাপ করিতে শুনিতাম। আমি তাহার কোন তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে না পারিয়া সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলাম এবং প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের উত্তর প্রদান দূরেথাকুক প্রত্যুত নয়নজলধারায় সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতেন। যাহাহউক

এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহাদিগের দুঃখের কারণ অবগত হইলাম যে কোন প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া সেই বিজন প্রান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। তদবধিই আমার যাবতীয় আমোদপ্রমোদস্পৃহা এককালে বিলুপ্ত হইল। কি উপায়ে তাঁহাদিগের উদ্ধারসাধন করিব কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিকরিব, কি প্রকারেইবা তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিনা। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রাজধানী গমন পূর্ব্বক শত্রুর দমন ব্যতিরেকে তাহাদিগের উদ্ধারসাধনের উপায়ান্তর নাই, দেখিলাম সুতরাং তন্মাত্র ব্যবস্থা স্থির করিয়া তাঁহাদিগের নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ তাঁহারা কোনপ্রকারেই সম্মত হইলেননা ও ক্রমে সাতিশয় অধীরহইয়া উঠিলেন। আমি নানা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগেকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া শত্রুদমন নিমিত্তরাজধানী গমন করিতেছি। হঠাৎ এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও পর্য্যটনকালে এই অপূর্ব্ব ধবলগিরি নয়নপথে পতিত হওয়াতে কৌতুকাক্রান্ত হইয়া, ইহাতে আরোহণ করিয়াছি। অনন্তর ইহার নানা শোভা দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। তখন কোথায় যাই সুতরাং এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিশ্রাম করিতে ছিলাম। এমন সময়ে আপনাদিগের কথবার্ত্তা শ্রবণ করিলাম। এমন ঘোর অন্ধকারে কাহারা কথা কহিতেছে জানিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া স্বরলক্ষ্যানুসারে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি।

এই প্রকার নানা কথা প্রসঙ্গে রজনী অধিক হইল। শয়নকাল উপস্থিত দেখিয়া সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিতে গেল। 'রত্নোত্তমার' আবাস গৃহের অদূরবর্ত্তী এক সুন্দর গৃহে বংশধরের শয্যা 'প্রস্তুত হইল। চারুনেত্রা প্রভৃতি কতিপয় পরিচারিকা কুমারকে তথায় লইয়া

গেল। কুমার সেই শয়নমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সুচারু পর্য্যঙ্কে সুশীতল শয্যায় শয়ন করিলেন। তখন তাঁহার মনে এক অভূত পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। ভাবিলেন কি আশ্চর্য্য! কোথায় আমি বনে বাস করিতাম; এরূপ অপূর্ব্ব শয্যায় কখনই শয়ন করিনাই, এরূপ রসনাসুখদ, বস্তু কখনই ভোজন করিনাই। যাহাহউক পিতার নানা সুখ সামগ্রী সত্ত্বেও তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন; কেবল কটু তিক্ত বনফল ভক্ষণেই জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে? অতএব যেরূপে পারি সেই পাপাত্মা অমাত্যের সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া পিতা মাতাকে সুখী করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন।

ক্রমে রজনী প্রভাতা হইলে বংশধর শয্যা হইতে গাত্রো-খান করিলেন এবং মুখপ্রক্ষালন প্রভৃতি প্রাভাতিক ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিয়া পরিচারিকাগণ সমভিব্যাহারে রত্নোত্তমার মন্দীরে উপস্থিত হইলেন। চারুহাসিনী, সম্মুখে বসিয়া ধর্ম্ম বিষয়ক একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে এবং রত্নোত্তমা একতানমনে উহা শুনিতেছেন, দেখিলেন। তাঁহাদিগের তাদৃশী ঈশ্বরভক্তি দর্শনে, কুমারমনেমনে সাতি-শয় প্রীত হইলেন। রাজকুমারকে দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিল। অনন্তর বংশধর, স্বতন্ত্র এক আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সখিগণের সহিত ক্ষণকাল মিষ্টালাপ করিয়া, রাজনন্দিনীর সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাতে উভয়েই স্ব স্ব বুদ্ধিকৌশল ও তর্কনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে, কুমার তাঁহার বিচারশক্তির যথোচিত প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা মানসে, কহিলেন, সুশীলে! অধিক বলা বাহুল্য মাত্র;

ভারতবর্ষের রমণীকুলের মধ্যে যে এরূপ রমণীরত্ন আছে, তাহা আমার বিশ্বাস ছিলনা। কিন্তু আপনকার অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি ও সুশীলতা দর্শনে সে সংস্কার দূরীভূত হইল। আমি চিরবনবাসী, লৌকিক রীতি নীতি সুচারুরূপ অবগত নাই। কাহার সঙ্গে কিরূপ কথা কহিতে হয় তাহাও জানিনা। ফলতঃ সভ্যতা যে কাহাকে বলে, তাহাতে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। অতএব আমার কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না। যাহাহউক এক্ষণে পিতামাতার স্নেহসূত্র আমাকে অনুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে, তাঁহাদিগের দুরবস্থাস্মরণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; তাঁহাদিগের সে ক্লেশমোচন, আমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইয়াছে। অতএব অনুমতি হইলে সে ক্লেশ নিবারণের চেষ্টা পাই। কার্য্য সকল হইলে অবশ্যই আবার সাক্ষাৎ হইবে সন্দেহ নাই। রত্নোত্তমা তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন,মহাশয়! এবড় আশ্চর্য্য কথা যে বনেবাস করিলে মনুষ্য সভ্য হয়না। আমরা জানি বনেই থাকুক আর সমাজেই থাকুক বিদ্যাভ্যাসজনিত জ্ঞানালোকেইমনুষ্য অতি পবিত্র সভ্যপদবাচ্য হইতে পারে। বিদ্যা না থাকিলে মনুষ্য কখন সমাজেও সভ্য হইতে পারেনা। আপনি অসামান্য বিদ্যালোকসম্পন্ন হইয়া বনবাসী বলিয়া কি সভ্য নহেন?। অধিক কি আপনকার ন্যায় ধীরপ্রকৃতি ও সৎস্বভাব, ভারতবর্ষে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যাহাহউক পিতামাতার উদ্ধার সাধন করা আপনকার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। তাহাতে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু কল্য আপনকার যথোচিত সৎকার করা হয় নাই। বিশেষতঃ বহু পথপর্য্যটনে একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন; যাবৎ সম্যক সুস্থ নাহন, এখানে অবস্থিতি করুন। একতঃ সেই দীর্ঘ পথশ্রম, তাহাতে রত্নোত্তমার

অনুরোধ ইত্যাদি কারণে বংশধর অগত্যা সম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার রাজনন্দিনীর সহিত নানা শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন। পরে বেলা একপ্রহর হইলে তিনি কতিপয় পরিচারিকা সমভিব্যাহারে তাঁহার সেই নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিলেন এবং তথায় স্নান ভোজন প্রভৃতি দিবস ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে বেলা কিঞ্চিৎ অবসান হইলে সখিগণ সমভিব্যাহারে রত্নোত্তমা তথায় উপনীত হইলেন; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিল। সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজপুত্র, রত্নোত্তমার সহিত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত তর্কবিশেষে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্ষেপণ করিলেন। অনন্তর রজনী উপস্থিত হইলে রাজনন্দনের বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক রত্নোত্তমা, সখিগণ সমভিব্যাহারে নিজমন্দীরে গমন করিলেম। তথায় সায়াহ্নিক ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। বংশধরও সায়াহ্নিক ক্রিয়াকলাপ সমাপন পূর্ব্বক সুশীতলশয্যায় শয়ন করিয়া, নানা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। এই রূপে রত্নোত্তমার সহিত নানা তর্কবিতর্কে বংশধর তথায় একপক্ষ অতিবাহিত করিলেন।

একদা তাঁহারা উভয়ে তর্কবিশেষে প্রবৃত্ত আছেন এমন সময়ে রাজপুরীহইতে একবার্ত্তাবহ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রীতিবিস্ফারিত নয়নে রত্নোত্তমা, পিতা মাতা ও পরিজন-গণের কুশলবার্ত্তা, জিজ্ঞাসা করিলেন। সেপ্রণতি পূর্ব্বক রাজপ্রদত্ত একখানি লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। রাজনন্দিনী, পিতৃপ্রেরিতপত্রের অর্থ অবগত হইলেন। তাহাতে এই লিখিত ছিল "বৎসে রত্নোত্তমে! অকস্মাৎ মহিষীর পীড়া উপস্থিত, তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত তিনি সাতিশয় উৎসুকা হইয়াছেন; পত্রপাঠ মাত্র বাটী আসিবে"।

রত্নোত্তমা, পত্রপাঠে নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এরূপ সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাই, যাহাহউক এক্ষণে পিতার আদেশ অতিক্রম করা হইবেকনা। এই স্থির করিয়া সকলকে পত্রার্থ অবগত করাইয়া রাজনন্দনকে সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, মহাভাগ! এক্ষণে পিতার আদেশানুসারে আমাকে বাটী গমন করিতে হইতেছে, যদিও এরূপ সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাওয়া আমার কর্ত্তব্যনয় বটে, কিন্তু কি করি গুরুজনের আজ্ঞা রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যাইতে হইল। নির্ব্বোধ, মূঢ় ও কপট ব্যক্তিই চির সুহৃদকে ত্যাগকরিতে পারে। যথার্থ সাধু ব্যক্তিরা কখনই সেরূপ করিতে পারেনা। আমাদিগের প্রত্যাগমন কালপর্য্যন্ত এখানে থাকিবেন। আপনকার পিতা মাতার উদ্ধার সাধনের কোন চিন্তা করিবেননা। আপনি চিরকাল বনে বাস করিয়াছেন সুতরাং মনুষ্যের রীতি নীতির কিছুই জানেন না। কখন সমর কার্য্যেও প্রবৃত্ত হন নাই। তাহাতে আবার একাকী, আর দ্বিতীয় সহায় নাই। এরূপ অবস্থায় কি প্রকারে তাদৃশ সৈন্যসহায় অমাত্যের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব আমার ইচ্ছা যে, আপনি আপাততঃ ক্ষান্ত হউন। পিতাকে কহিয়া যাহাতে আপনকার মনোরথ সিদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে আমি সাতিশয় চেষ্টা করিব। তাঁহার অধীনে বহু সংখ্যক সমরপারগ ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদিগকে সহায় করিলেই আপনি নিশ্চয়ই পূর্ণমনোরথ হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে আমাদিগের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি করুন। এই বলিয়া রত্নোত্তমা ক্ষান্ত হইলেন। রত্নোত্তমার এই মধুরময় বাক্য শ্রবণে বংশধর অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং মনে মনে তাঁহার ভুয়সী প্রশংসা করিয়া মধুর বচনে কহিলেন

সুশীলে! যাহার মন অমূল্য জ্ঞান রত্নে মণ্ডিত, যাহার অন্তঃকরণ ধর্ম্মরসে পূর্ণ, তাহার চেষ্টায় কার না বিশেষ উপকার হইতে পারে? আপনকার অন্তঃকরণ যে অসীম জ্ঞানে পূর্ণ, তাহাতে আপনকার চেষ্টায় আমি অবশ্যই সিদ্ধমনোরথ হইতে পারি তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে আমার বড় একটা ইচ্ছা নাই। কারণ ধর্ম্ম পরীক্ষা করা আমার প্রধান উদ্দেশ্য ও একমাত্র সংকল্প। যদি পৃথিবীতে ধর্ম্মের পুরস্কার থাকে, যদি পিতা অকারণে রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকেন, পাপাত্মা বিশ্বাসঘাতক ও বঞ্চক ব্যক্তি কখনসুখী হয়না যদি একথা সত্য হয়, তবে পিতা পুনর্ব্বার রাজ্যপাইবেন ও সেই পামর অমাত্য সিংহাসনচ্যুত হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তাহাতে কাহারও সাহায্য লইতে হইবেনা। বিশ্বসহায় ঈশ্বরই ইহাতে সম্যক সাহায্য করিবেন। এই সকল বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিব বলিয়াই অন্যের সাহায্যে ইচ্ছা হইতেছেনা। যদি অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই রাজ্য উদ্ধার করিতে হয়, তবে তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। বংশধরের এই সকল কথা শুনিয়া রত্নোত্তমা সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া মধুর বচনে কহিলেন মহাভাগ! যদি ধর্ম্ম পরীক্ষা আপনকার একান্ত উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহাতে বাধা দেওয়া আমার উচিত নহে। আপনকার যেরূপ ধর্ম্মানুরাগ, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে আপনি অবশ্যই সফলীকৃত হইতে পারিবেন॥ যাহাহউক, আমাদিগের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত এখানে থাকিতে হইবে। রত্নোত্তমার ঈদৃশ অনুরোধে কুমারকে অগত্যাই সম্মত হইতে হইল। অনন্তর তাঁহার নিকট কয়েকজন পরিচারিকাকে রাখিয়া রত্নোত্তমা সখিগণ সমভিব্যাহারে বাটী প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে রত্নোত্তমা চলিয়া গেলে, বংশধর, তাঁহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিয়া তথায় তিন দিবস অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও রাজকুমারী প্রত্যাগমন করিলেননা দেখিয়া, তিনি মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হইলেন; ভাবিলেন সেই মহিলারা কেবল চাতুরী প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। নতুবা যদি বাস্তবিক তাহারা সংস্বভাবা হইত, তাহা হইলে কখনই এমন অভদ্রাচরণ করিত না। হায় আমি কি নির্ব্বোধ! অজ্ঞাতকুলশীলের মিথ্যা শীলতায় মুগ্ধ হইয়া কি-অসদৃশ কার্য্যই করিয়াছি? কি আশ্চর্য্য? কোথায় আমি জনকজননীর উদ্ধারসাধন করিব, না সেই মায়াবিনিদিগের আপাতমনোরমপ্রতারণাবাক্যে বিমোহিত হইয়া তাহা কি এককালে বিস্মৃত হইয়াছি? অথবা যদি তাহারা বাস্তবিক সংস্বভাবাই হয়, যদি সেই নৃপনন্দিনীর পাণিগ্রহণে অসুলভ সুখলাভের প্রত্যাশাও থাকে, তথাপি সেস্বভাবে মোহিতহওয়া ওসেই সুখলাভের প্রত্যাশাকরা আমার কর্ত্তব্য নহে। বরং এক্ষণে সেই সুখলাভকে অতি অকিঞ্চিৎ করও ভয়ানক জ্ঞান-করাই উচিত। কেমনা যাহার জনকজননী দুঃষহক্লেশ সহ্য করি-ছেন দেখিয়া, এরূপ বিষয়ে আসক্তি প্রদর্শন করা কি মনুষ্যের কর্ম্ম? এবং সে সুখাসক্তি কি অকিঞ্চিৎকর ও ভয়ানক নহে? কারণ যে সুখাসক্তিতে ধর্ম্মভ্রংশ হয়, তাহাই অতিঅকিঞ্চিৎকর ও মৃত্যু অপেক্ষাও সমধিক ভয়ানক সন্দেহ নাই। অতএব সে সুখের প্রত্যাশা নাকরিয়া অবিলম্বে এ প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতামাতার উদ্ধারসাধনে তৎপর হওয়াই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। যদি সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের ক্লেশপরম্পরা মোচন করিতে পারি, তবে সেই কামিনীর পাণিপীড়নে যত্নবান হইব। এই স্থির করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া অর্গরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমাগত তিনদিবস পর্য্যটন করিয়া চতুর্থদিবসে অপরাহ্ণে রাজধানীতে প্রবিষ্ট

হইলেন। উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহার আশাভরসা সমস্তই প্রত্যাগত হইল এবং সাহস ও উৎসাহ পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রবল হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার মনে জনকজননীর তাদৃশী অনুকম্প ও স্নেহ স্মরণ হইতে লাগি । তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণে এমনি উদ্বোধ হইল, যে যখন জগদীশ্বর তাঁহাকে নিরাপদে এতদূর আনিয়াছেন, তখন তাঁহারই করুণাপ্রভাবে পিতামাতাকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিতে পারিবেন সন্দেহনাই। মনে এইরূপ ভাবের উদয় হওয়াতে তদীয় অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে নগরের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ বিচিত্র ও সুন্দর বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন দিকে ঘণ্টাধ্বনি, কোনদিকে দুন্দুভিধ্বনি ও মধ্যে মধ্যে দুর্গমধ্যে কামানের শব্দ হইতেছে, শ্রবণ করিলেন। নগর কোলাহলময় ও পথলোকাকীর্ণ। পথে পাদক্ষেপকরে কাহার সাধ্য? বংশধর, ইতিপূর্ব্বে এসকল ব্যাপার দেখেন বাশুনেন নাই সুতরাং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একান্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই নানা নবনব পদার্থ নিরিক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইসকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার শোকপ্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। ভাবিলেন, হায়! এই সমস্ত সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া পিতা নির্জ্জন গহনে অবস্থিতি করিতেছেন? হায় সেই বিশ্বাসঘাতক পামর অমাত্য, পিতাকে এরূপ সুখ-ভোগে বঞ্চিত করিয়াছে! অতএব যে রূপে পারি, সে পামরের সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়া পিতামাতাকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিব। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে নগরভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত তিনদিবস পর্য্যটন ও পথে অত্যল্প আহার প্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে তিনি একান্ত ক্লান্ত

হইয়াছিলেন। নিকটস্থ রাজপথে উপবেশন পূর্ব্বক রাজ-পথবাহী ব্যক্তি মাত্রের নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কেহ তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলনা। এই প্রকার নানা প্রকার বয়ঃক্রমের লোক ও নানা পদস্থ ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহা-দিগের মধ্যে কাহাকেও দয়ালু ও আপন আশ্রয়স্বরূপ দেখিলেননা। তখন তিনি খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! মনুষ্য কি স্বার্থপর! অন্যের দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, স্বার্থসিদ্ধির সম্পর্ক নাথাকিলে তাহারা অন্যের অভাবে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেনা। এইরূপ তিনি নানা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ আসিয়া তাঁহার সম্মুখহীন হইলেন। রাজকুমারকে দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে করুণা ও বিস্ময় রসের আবির্ভাব হইল। এই মহোনুভবব্যক্তি সেই নগরীর একজন প্রসিদ্ধ বণিক। অতি হীনবেশ রাজকুমারের তাদৃশী প্রশান্ত আকৃতি ও অভুবনসুলভ রূপলাবণ্য দর্শনে তিনি যার পর নাই চমৎকৃত হইয়া সস্নেহবচনে কহিলেন, হে ভদ্র! তুমি কোন্ দেশনিবাসী? জন্ম পরিগ্রহদ্বারা কোন্ প্রদেশ ও কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছ? কোথা হইতে আগত হইয়াছ? কিনিমত্তইবা একাকী মলিনবদনে উপবিষ্ট আছ? তাঁহার এই করুণাক্তবচনে কুমার যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। অতি মধুর ও গদ গদবচনে কহিলন মহাশয়! ক্রমাগত তিন দিবস পর্য্যটন ও অনাহার প্রযুক্ত সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছি অতএব কোন আশ্রয়ে কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইলে আমার পরিচয় প্রদান করিতে পারি। ইহাতে সেই ব্যক্তি আরও কৌতূহল হইয়া কুমারকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, যথোচিত আথিত্য সৎকার করিলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা

করিলেন। বংশধর, অশ্রুপূর্ণলোচনে গদগদ বচনে কহিলেন, মহাশয়! কিবলিব আমার ন্যায় হতভাগ্য পুরুষ প্রায় নয়নগোচর হয়না। আমার দুরবস্থা শ্রবণ করিলে নিতান্ত কঠিন হৃদয়ও করুণারসে আর্দ্র হয়। হা! যেমহাত্মা পরহিতসাধনে নিরন্তর তৎপর ছিলেন, যাহার যশঃ শশধর ধরাতলে বিদ্যোতমানরহিয়াছে, যিনি সতত লোক-হৃদয়ক্ষেত্রে সত্য ও জ্ঞানবীজবপন করিতেন, যাঁহার দোর্দণ্ড-প্রতাপে মেদিনী কম্পমানা ছিল, আমি তাদৃশ মহীপালের পুত্রহইয়া সম্প্রতি নিঃসহায়ের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছি। হায়! ঐহিক সুখসম্ভোগ সকলই অনিত্য, মানবগণের মান-সম্ভ্রম সকলই বৃথা। এই প্রকার নানা খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ও তাহাতে তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপটলে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

তাঁহার এই বিলাপ শ্রবণে সেই ব্যক্তি আরও দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহার আরও কৌতূহল জন্মিল। আগ্রহাতিশয় সহকারে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন হে যুবক! তুমি কোন্ মহীপালের পুত্র ও তোমার বিষাদের কারণ কি?

বংশধর, সনির্ব্বেদ নিশ্বাসত্যাগ করিয়া সাশ্রুনয়নে গদগদ বচনে কহিলেন, মহাশয়! যিনি স্বীয় শৌর্য্যবীর্য্য ও অপ্রতি-হত বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে অশেষ দেশ জয় করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, যাঁহার দানসৌণ্ডের যশ সর্ব্ব স্থানে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, বহুকাল হইল যিনি এই অর্গর প্রদেশর অধীশ্বর ছিলেন, যিনি স্বীয় চিরপালিত অমাত্য কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া নানা ক্লেশ সহকারে অতি ঘোর গহনে অবস্থিতি করি-তেছেন, তিনিই আমার পিতা, তাঁহার নাম বংশ প্রদীপ।

তাঁহার এইরূপ পরিচয় প্রাপ্তে, বণিক, বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার মণি-

মুকুটাদি রাজপরিচ্ছদ কিছুই ছিলনা তথাপি স্বাভাবিক অনির্ব্বচনীয় তেজ প্রভাবে রাজশ্রী স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছিল। তদ্দর্শনে বণিক, কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল, মহাশয় রাজলক্ষণ, ত্বদীয় মুখমণ্ডলে যেরূপ সুব্যক্ত লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে আপনি আমাদিগের পূর্ব্বরাজতনয় হইতে পারেন। কিন্তু রাজা শত্রুহস্তগত ও মহিষী একাকিনী অটবীবাসিনী হইয়াছেন। অতএব কিপ্রকারে আপনকার জন্মহইল? শুনিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি। কুমার বিকসিত বদনে মহিষীর সহিত রাজার মিলন, তদীয় জন্ম ও পর্য্যটন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, অদ্য বিংশতি বৎসর হইল তাঁহারা সেই ঘোর গহনে অবস্থিতি করিতেছেন। যে অবধি আমার সম্যক জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তদবধিই তাঁহাদিগের তাদৃশীদুরবস্থা আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তাঁহারা নানা কষ্ট সহকারে কাল যাপন করিতেছেন বলিয়াই, করুণাময় জগদীশ্বর আমাকে অবনীতে প্রেরণ ও তাঁহাদিগের উদ্ধারসাধনে মতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদিগের উদ্ধারসাধনবিষয়ে আমার এরূপ প্রবৃত্তি দিয়াছেন, যে জীবিতাশায় বিসর্জ্জন দিয়া কেবল এক মাত্র সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক অশেষ সঙ্কটজলধিতরঙ্গে আত্ম সমর্পণ করিতেও উদ্যত হইয়াছি। আমি রাজ্যসুখসম্ভোগের অকাঙ্ক্ষা করিনা, তাঁহাদিগের শান্তিবিধানই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বণিক কুমারের ঈদৃশ অসীম সাহস দর্শনে যার পরনাই চমৎকৃত হইল এবং তাঁহাকে রাজতনয় স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তদীয় চরণতলে নিপতিত হইয়া কহিল, রাজকুমার! আমি রাজার বহুকালিক সারথি ছিলাম। এই নরাধমই মন্ত্রিআজ্ঞায় সেই নিরপরাধিনী মহিষীকে অরণ্যবাসিনী করিয়া আসিয়াছি, কি করি প্রাণদণ্ডভয়ে তাদৃশ

নৃশংসকার্য্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তেমন নিষ্ঠুরচেতা পামরের সহবাসে থাকিলে সর্ব্বদা নানা পাপাচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে বলিয়া, সারথ্য কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। কারণ যে যেমন সংসর্গে থাকে, তাহার তদনুযায়ী স্বভাব হয়। কুসংসর্গে থাকিলে অতি সাধু ব্যক্তিরও প্রকৃতি নিতান্ত দূষিত হয়। সতত তস্করের সহবাসে থাকিলে কোন্ ব্যক্তি সাধু হয়? অতএব কি জানি, যদি তাঁহার সহবাসে থাকিলে আমার স্বভাব বিকৃত হয়, এই ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহাহউক আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে আপনি উপস্থিত হইয়াছেন; আমি আপনকারদিগের চিরভৃত্য। অতএব আমি পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক যেরূপেই পারি মহারাজকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিব। কোন চিন্তায় আপনাকে চিন্তিত হইতে হইবেকনা। পিতামাতার প্রতি আপনকার যেরূপ প্রগাঢ়ভক্তি, তাহাতে আপনকার অচিরেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক সন্দেহনাই। জগদীশ্বর বিশ্বরক্ষিতা হইয়া যে এমন ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষকে বিস্মৃত হইবেন এমন সম্ভব হইতে পারেনা। তবে এতদিন নানা কষ্ট সহ্য করিতেছেন বটে, কেবল জগদীশ্বর আপনকার ধর্ম্ম পরীক্ষাস্থলেই তাহাতে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন। সাহস, সহিষ্ণুতা ও অপ্রতিহতচিত্তের সহিত তাহা সহ্যকরিলেই সেই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অনন্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত হইতে পারিবেন। আরও, অমাত্য যে প্রকার দুরাচার হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাতে যে জগদীশ্বর তাঁহাকে আর অধিক দিন রাজপদে রাখিবেন এমন বোধ হইতেছেনা। তিনি প্রজাদিগের প্রতি নিয়ত যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করেন। অর্থগৃধ্নুতা, তাঁহাকে ঈর্ষী, সন্দিগ্ধচিত্ত ও নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছে। তিনি অল্পদোষেই ধনবানদিগকে দারুণ উৎপীড়ন করিয়া

থাকেন। তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আপনার কোষ পূর্ণ করিতেছেন। তিনি কেবল সুখের নিমিত্তই ধন অন্বেষণ করেন, কিন্তু সুখী হইতে পারেননা। কারণ যাহার ধনতৃষ্ণা প্রবলীভূত হয় ও সততই অপরিতৃপ্ত থাকে, সে কোন প্রকারেই সুখে ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে পারেনা। তিনি যে আর রাজপদে থাকেন, এরূপ কাহার ও অভিলাষ নাই। কেবল পরস্পর ঐক্য ও সাহসাভাব সকলেই অত্যাচার সহ্য করিতেছে। যদি আমাদিগের দেশে পরস্পর ঐক্যতা থাকিত, যদি সকলেই সাহসী হইত, তাহাহইলে দুরাত্মা অচিরেই বিনষ্ট হইত। অন্যদেশ হইলে এতদিন মহা-বিদ্রোহ উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি সহায় হইলে, সকলেই অগ্রসর হইতে পারে। যাহাহউক আপনকার অভিপ্রেতসিদ্ধির আর অধিক বিলম্ব নাই। এই বলিয়া সারথি ক্ষান্ত হইল।

সারথির এই সকল কথা শুনিয়া কুমারের পূর্ব্বতন বিমর্ষ ও বিষণ্ণভাব এককালে দূরীভূত হইল। তখন তাঁহার সমুদায় আশাভরসা পুনরুত্তেজিত হইল এবং আনন্দে বদন বিকসিত ও নয়ন প্রফুল্ল হইল। তখন তদীয় অন্তঃকরণে এই ভাবের উদয় হইল যে তিনি যে কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরের অগোচর নাই। তিনি ইস্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার চিরআশা পূর্ণ করিবেন। মনে এইরূপ ভাবের উদয় হওয়াতে তিনি অতুল আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সারথির সহিত অভিপ্রেত-সিদ্ধির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে সারথি কয়েকজন আপন বিশ্বস্তবন্ধুর নিকট গমন করিয়া কুমারের বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। তাহারা তাহাতে যারপরনাই আনন্দিত হইল ও তাঁহার মনোরথ সুসিদ্ধ হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া

তদীয় সাক্ষাৎকারে সারথিভবনে আগমন করিতে লাগিল। বংশধর তাহাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। যাহাতে তাঁহার পিতা পুনর্ব্বার সিংহাসনে অধিরূঢ়হইতে পারেন, তাহার নানা যুক্তি স্থিরকরিয়া তাহারা বাটী প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর সারথি, প্রধান প্রধান পুরবাসি ও ধনাঢ্যদিগকে এবিষয় বিজ্ঞাপন করিল; সকলেই সানন্দচিত্তে তাহা অনুমোদন ও তাহাতে সম্যক সাহায্য করিবেন স্বীকার করিলেন। এই রূপে কিছুদিনের মধেই রাজনন্দদের আগমনবৃত্তান্ত নগরের সর্ব্বস্থানে বিবৃত হইল. "বুঝি পরম করুণানিধান জগদীশ্বর এতদিনে দুর্দ্দান্তের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন" এই কথা সকলেই কহিতে লাগিল। ক্রমে এই কথা মন্ত্রিবরের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি ইহার তত্ত্বানুসন্ধানার্থ নগরের চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবিলম্বেই প্রত্যাগত হইলও তাঁহার নিকট কুমারের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। তৎকালে প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান পুরবাসিগণ ও সমুদায় রাজসৈন্য, কুমারের হস্তগত হইয়া ছিল। মন্ত্রিবরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার বড় অধিক বিলম্ব ছিলনা। দুই এক দিবসের মধ্যেই সমাধাহইত সন্দেহ নাই। এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে মন্ত্রিবর যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, হায় কি দুষ্কর্ম করিয়াছি! অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া কার্য্য করিলেই মনুষ্যকে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয়। হায়! বুঝিলাম অর্থ গৃধ্নুতার একান্তবশম্বদ হইলে মনুষ্য নানা কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আমিও তৎকালে সেই অর্থগৃধ্নুতার নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই তাদৃশ অবিমৃষ্য কারীরকার্য্য করিয়াছি। যাহাহউক আর আমি রাজপদে থাকি, জগদীশ্বরের এমন অভিপ্রায় নাই। নতুবা আমি রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত যে যে উপায়

করিলাম সকলই ব্যর্থ হইল! রাজাকে শক্রহস্তগত করিলাম, মহিষীকে বনবাসিনী করিলাম। সকলই বিপরীত ভাবে পরিণত হইল! কি আশ্চর্য্য! সকলই স্বপ্ন-কল্পিত অসম্ভাব্য বিষয়ের ন্যায় সঙ্ঘটিত হইল। রাজার সহিত মহিষীর মিলন হইল, আবার মহিষীর উদরে এক মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারে যত্নপর হইয়াছে। এসকল জগদীশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁহারই সংঘটিত সন্দেহ নাই। বুঝিলাম তিনি আর আমাকে রাজপদে রাখিবেননা। অতএব যখন তাঁহার এমন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আর এ রাজপদ রক্ষা করিতে চেষ্টাকরা উচিত নহে। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্ব প্রগাঢ়অন্ধকার তাঁহার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইল এবং অভূতপূর্ব্ব জ্ঞানরস ক্রমে ক্রমে তদীয় হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ করিল। যৌবনসুলভঅভিমান বশতঃ প্রায় সকলেই হিতাহিত বিবেকহীন হইয়া নানা কুকার্য করিয়া থাকে, পরিণতবয়স্ক হইলে তাহাদিগের তত্তৎ পাপবুদ্ধি এককালে তিরোহিত হয় এবং অন্তঃকরণে ধর্ম্মনিষ্ঠা আসিয়া আবির্ভূত হয়। পূর্ব্ব পাপজনিত অন্তঃকরণ, নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। তৎকালে মন্ত্রিবরের অন্তঃকরণে তাদৃশ ভাবের উদয় হওয়াতে, আপন দুষ্কর্ম্ম জনিত তিনি নিতান্ত কাতর ও একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। কোন প্রকারে তিনি মনস্তাপ শান্ত করিতে পারিলেননা। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেননা, একমাত্র মৃত্যুই তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কুমারের শরণাপন্ন হওয়াই তাঁহার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া, পরদিন সন্ধ্যাকালে একাকী অতি হীনবেশে সারথিভবনে গমন করিলেন। তৎকালে কুমার একাকী উপবিষ্ট ছিলেন। দূর হইতে তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য ও প্রশান্ত আকৃতি দর্শনে, অমাত্য

সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন। নির্নিমে শূন্য লোচনে তদীয় আকৃতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখহীন হইলেন। তথায় সহসা একজন অপরিচিত উদাসীন ব্যক্তিকে দেখিয়া, বংশধর কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অমাত্য কৃতাঞ্জলিপুটে অতি শোকদীনবচনে কহিলেন, "রাজনন্দন! একবার এই পামরের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। হে রাজকুমার!। যে বিশ্বাসঘাতক পামর কর্তৃক ত্বদীয় পিতা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, যে নৃশংস ত্বদীয় জননীকে বনবাসিনী করিয়াছিল, আমি সেই নরাধম অমাত্য। তৎকালে কেবল বিজাতীয় লোভপরবশ হইয়া তাদৃশ বিসদৃশ নৃশংস কার্য্য করিয়াছি। তৎকালে যে কেন আমার তাদৃশী পাপ বুদ্ধি ঘটিল তাহা বলিতে পারিনা· যাহাহউক আমার সেই শঠতার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন। তদ্ভিন্ন তথাবিধ গভীর পাপের প্রায়শ্চিত্তনাই। আমি মনোবেদনায় একান্ত অস্থির হইয়াছি, আর এ পাপজীবন ধারণ করিবার আবশ্যক নাই। এক মাত্র মৃত্যুই আমার পক্ষে সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ হইয়াছে। অতএব আরক্ষণ বিলম্ব নাকরিয়া আমার মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক তাদৃশী দুর্ব্বিনীততার সমুচিত শাস্তি বিধান করুন"। এই বলিতে বলিতে অজস্র অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এতাবৎকাল অমাত্যের প্রতি কুমারের যে প্রকার দারুণ ক্রোধ ও একান্ত অশ্রদ্ধাছিল, তাহা যে কখন অপনীত হইবেক এমত সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ অতি কোমল সুতরাং অমাত্যের বিলাপে উহা একবারে কারুণ্যরসে উচ্ছলিত হইল। বিশেষতঃ তাঁহার চিত্ত অমূল্য জ্ঞানরত্নে মণ্ডিত, তাহাতে ক্ষমাগুণ সতত বিরাজমান রহিয়াছে সুতরাং মন্ত্রীর তথাবিধ বিশ্বাসঘাতকতা ও

নিষ্ঠুরতা বিস্মৃত হইলেন এবং হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইয়া সুমধুর বাক্যে অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

কুমারের এই লোকাতীত সৌজন্য ও অনুকম্পাদর্শনে এবং তাঁহার অমৃতাভিষিক্ত বাক্য শ্রবণে অমাত্য যারপর নাই চমৎকৃত হইলেন। তখন তাঁহার অন্তঃকরণের তাদৃশ প্রবল উদ্বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। বাষ্পাকুললোচনে অতি কাতরবচনে কুমারের হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "হা কেবল আমি তৎকালে প্রবল সুখাভিলাষের বশম্বদহইয়াই তাদৃশ অসদৃশ কার্য্য করিয়াছি। আমি সুখের নিমিত্ত যে রাজ্য অপহরণ পর্য্যন্ত করিলাম, তাহা আমার সুখাকর নাহইয়া প্রত্যুত ক্লেশেরই নিদান হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলাম অপহৃত ও বঞ্চিতধন কখন সুখাকর হয়না। বোধহয় আমার এক প্রকার দণ্ডবিধানার্থই জগদীশ্বর আমাকে এতদীর্ঘকাল এই রাজপদে রাখিয়াছেন। কারণ আমি একদিনের নিমিত্তেও সুখী হই নাই। জানিনা, পরকালে কতই দুঃষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। যাহাহউক রাজকুমার! তোমার ন্যায় অনুকম্প্য তরুণ পুরুষ কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয়না। ক্ষমা, নম্রতা, অমায়িকতা, অনুকম্পা প্রভৃতি যে গুণচয় যৌবনে থাকা অবশ্যক, তুমি সেসমুদায় গুণেরই আকর হইয়াছ। আমার পরিত্রাণের নিমিত্তই জগদীশ্বর তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। কারণ আমি যে প্রকার দুরাচার হইয়া উঠিয়াছি তাহাতে আমি অচিরেই বিনষ্ট হইতাম, বুঝিতে পারিয়াছি। যাহাহউক কুমার! কি প্রকারে সেই মহাত্মা নৃপ সমীপে এ পাপ বদন দেখাইব এই খেদেই হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তিনি যে প্রকার ধীরপ্রকৃতি, ধর্ম্মপরায়ণ ও ক্ষমাশীল, তদীয় অন্তঃকরণ যেরূপ জ্ঞানরত্নে মণ্ডিত, তাহাতে তিনি আমার তাদৃশ

নৃশংস ব্যবহার মার্জ্জনা করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ পাপাত্মা নরাধমের আর মুখ দেখিবেননা, এই খেদেই হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। অতএব আমার এপাপ জীবন পরিত্যাগ করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইয়াছে"। এই বলিয়া তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বংশধর যথোচিত শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। চৈতন্য প্রাপ্তে তিনি আরও নানা বিলাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বংশধর নানা সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে শান্তনা প্রদান করিলেন। তখন মন্ত্রিবর কহিলেন, "রাজকুমার! এক্ষণে মহারাজকে আনয়ন করুন, তদীয় রাজ্যপ্রত্যর্পণ করিয়া এই জীবন পরিত্যাগ করিব"। এই বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে বংশধর সারথীকে আহ্বান পূর্ব্বক মন্ত্রীর বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। সারথী শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল এবং তাঁহার তাদৃশী অনুকম্পা ও সাধুতার অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা ও রাণীর আনয়নার্থ 'রাজ্য প্রাপ্তি বিবরণ নিবদ্ধ একখানি পত্রিকা' দিয়া বংশধর সারথীকে যাইতে আদেশ করিলেন। সারথি আজ্ঞা মাত্র বিমানারূঢ় হইয়া বিন্ধ্যবনোদ্দেশে যাত্রা করিল এবং নানা স্থান অতিক্রম করিয়া, সপ্তম দিবসে সন্ধ্যাকালে রাজার কুটীরনিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে রাজা ও রাণী উভয়েই কুটীরদ্বারে বসিয়া ছিলেন। সারথি রথহইতে নামিয়া গিয়া তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান ও রাজকরে কুমারদত্ত লিপি সমর্পণ করিল। পত্রপাঠে রাজা অপরিসীমহর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক সারথিকে গাঢ় আলিঙ্গন ও বসিতে অনুমতি করিলেন। সারথি পার্শ্বে উপবেশন করিল। অনন্তর রাজা প্রফুল্ল-বদনে মহিষীকে

সেই লিপি দেখাইলেন। পত্রার্থ অবগত হইয়া মহিষীর পুত্রবিচ্ছেদশোক দূরীভূত হইল। আনন্দে বদন ও নয়ন বিকসিত, এবং অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইলে। সে দিবস তথায় থাকিয়া পরদিন প্রত্যূষে রাজা ও রাণী রথারোহণ করিলেন এবং সপ্তাহের পর রাজধানীতে উপ-স্থিত হইলেন। বহুদিনের পর নগরদর্শনে তাঁহাদিগের নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুবিগলিত হইতে লাগিল। রাজপুরীতে প্রবেশ না করিয়া একেবারে সারথিভবনে গমন করিলেন। বংশধর দূর হইতে পিতা-মাতাকে দেখিয়া দ্রুতগমনে তাঁহাদিগের চরণতলে পতিত হইলেন। আহ্লাদে কম্পিতকলেবর হইয়া অজস্র আনন্দবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহার আহ্লাদ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল, যে তাঁহাকে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িতে হইল। আহ্লাদ সাতিশয় সংবর্দ্ধিত হইলেই, দারুণ শোকাবেগ অপেক্ষাও অসহ্য হইয়া উঠে। রাজা ও রাণী হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক প্রণত পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আহ্লাদে মুখ হইতে একটী বাক্যেরও স্ফূর্ত্তি হইলনা, কি বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না ফলতঃ তাঁহাদিগের আহ্লাদও এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে তাহাত তাঁহাদিগকেও একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িতে হইল। যাহাহউক বহুদিবসের পর পুত্রমুখদর্শনে তাঁহাদিগের সকল শোকতাপ দূরীভূত হইল। যতবার পুত্রমুখ দর্শন করেন, ততই তাঁহাদিগের মনে নবনব প্রীতির আবির্ভাব হইতে লগিল। অনন্তর সকলে উপবিষ্ট হইলে তনয়-বিরহে তাঁহারা যে কত ক্লেশে কালাতিপাত করিয়াছেন, রাজা, তনয় নিকটে সমুদায় কহিলেন এবং বংশধরও পথি-মধ্যে যে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও কি উপায়ে রাজ্য

অধিকৃত হইল সমুদায় তাঁহাদিগের নিকট বর্ণন করিলেন। পুত্রের অসাধারণ সাহস শ্রবণে ও তাঁহার এতাবতী কার্য্য-সিদ্ধি দর্শনে এবং তাহাকে এতদূর পর্য্যন্ত সুখদায়ী বিবেচনা করিয়া রাজা ও রাণী অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে রাজার আগমনবার্ত্তাশ্রবণে, অমাত্য, অতি দীন-বেশে সারথিভবনে গমন করিলেন এবং রাজার চরণ ধারণ করিয়া রোদনস্বরে কহিলেন "মহারাজ! এপামর নরাধমের প্রতি কটাক্ষপাত করুন। তৎকালে লোভপরতন্ত্র হইয়া আমি তাদৃশ অসদৃশ কার্য্য করিয়াছি। কি করিব? বিজাতীয় লোভপরবশ হইলেই মনুষ্যকে এককালে, হিতাহিত বিবেকশূন্য হইতে হয়। লোভবশ হইলে পরে যে কি অবস্থা ঘটিবে তাহা প্রায়ই কাহারও মনে উদ্বোধ হয়না। লোভপরতন্ত্র হইয়া আমি যে অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা এক্ষণে আমার সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। আর আমি জীবন ধারণ করিতে পারিনা। অতএব হে দয়াময় মহারাজ! করুণাদৃষ্টে আমার সেই দুর্ব্বিনীততার সমুচিত শাস্তি প্রদান করুন; আমি সন্তুষ্টচিত্তে তাহা সহ্য করিব অথবা আমিই ত্বদীয় চরণ সমীপে আত্মহত্যা দ্বারা সকল সন্তাপ দূর করিব"। এই বলিতে বলিতে নয়নবারিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। রাজা বাহু প্রসা প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং সস্নেহবচনে কহিলেন, "তোমার কোন অপরাধ নাই, কিনিমিত্ত অত দুঃখিত হইতেছ? আমাদিগের অদৃষ্টের দোষ; দৈব প্রতিকূল হইলে লেকের প্রায় ঐরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। যাহাহউক আর গত বিষয়েয় অনুশোচনায় আবশ্যক নাই। এই রূপে তাঁহাকে শান্তনা প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা, পত্নীপুত্র সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিলেন। চারিদিকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। নগর কোলাহলময় ও রাজপথ অসংখ্য লোকে পূর্ণ হইল। নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে অসংখ্য অশ্বারূঢ় সৈন্য রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তাহারই মধ্যভাগ দিয়া রাজভবনাভিমুখে সারথি রথচালনা করিল। ক্রমে রাজপুরীর দ্বারদেশে, রথ আসিয়া নিবৃত্ত হইল। রাজা, পত্নীও পুত্রের সহিত রথ হইতে নামিয়া সভাভবন, বিলাসবাটী প্রভৃতি রাজপুরীর ছয় প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া সপ্তম প্রকোষ্ঠে অন্তঃ পুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর স্নানভোজন প্রভৃতি সমুদায় দিবস ব্যাপার সমাপন করিয়া অপূর্ব্ব শয্যামণ্ডিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। বংশধরের সর্ব্বদা অবস্থানেব নিমিত্ত রাজা 'রম্যভবন' নাম পুরী নির্দ্ধারিত করিলেন। বংশধর অন্তঃপুরে ক্ষণকাল ক্ষেপণ করিয়া কতিপয় পরিচারক সমভিব্যাহারে সেই ভবনে গমন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেদিন অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রভাতে রাজা, রাজবেশ বিন্যাস করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়া রত্নময় সিংহাসনে আসীন হইলেন। বংশধর রাজপুরীর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া সভায় গিয়া বসিলেন। পুরবর্গেরা নানা উপহারসম্ভার সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজার সাক্ষাৎকারে সভাভবনে আগমন করিতে লাগিল; রাজা তাহাদিগকে সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে মন্ত্রী, অতিহীনবেশে বিষণ্ণ-বদনে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সভাসদ্দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে সভাগণ হে নগরবাসি সকল! আমি তৎকালে কেবল বিজাতীয় লোভপরবশ হইয়াই মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলাম

কিন্তু মহানুভব দয়ালু অধিরাজ, পাপাত্মার তাদৃশ গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। কিন্তু তাহাতে আমি ক্ষণ-কালের নিমিত্তেও সুখী নহি। তাদৃশ ঘোরতর পাপজনিত আমার মন নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, আর ক্ষণ কালের নিমিত্তেও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা হইতেছেনা। অতএব হে সভ্যগণ! হে নগরবাসিগণ যদি মহারাজের প্রতি তোমাদের আন্তরিক স্নেহ ও ভক্তি থাকে, তাহা হইলে আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া এই পাপাত্মা নরাধমের মস্তক-চ্ছেদন পূর্ব্বক তাদৃশ শঠতার সমুচিত শাস্তি প্রদান কর"। এই বলিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই শোকসূচক বাক্য শ্রবণে অনেকরই অন্তঃকরণে কারুণ্যের উদয়হইল বটে,তাহারা তাঁহার সেই শঠতামার্জ্জনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু তাঁহার দীর্ঘকাল অত্যা-চারে প্রপীড়িত হওয়াতে অধিকাংশ নগরবাসীরা একেবারে তাঁহার প্রাণ দণ্ড না করিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া রাজাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। রাজা পূর্ব্বে তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করিলেও নগরবাসীদিগের এই প্রস্তাবে কিছুই উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। প্রজাদিগের মতের বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে পাছে তাহারা বিরক্ত হয় এই ভয়ে কোন উত্তর প্রদান নাকরিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। তৎকালে বংশধর সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি রাজাকে এইরূপ নিরুত্তর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন ও সমস্ত সভাস্থদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক মন্ত্রীর পক্ষ হইয়া এরূপ নৈপুণ্য সহকারে বক্তৃতা করিলেন, যে তাহাতে সকলেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল, প্রতিকূলে আর কোন কথা কহিতে পারিলনা। সকলেই তাঁহার ক্ষমা-শীলতা ও দয়ার্দ্রচিত্ততার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

তখন রাজা মন্ত্রীকে পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত সভাসদ্গণের নিকট প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে সকলেই সম্মত হইল। কিন্তু মন্ত্রী অনিচ্ছাপ্রকাশ করাতে রাজা তাঁহার সুখে সংসার নির্ব্বাহার্থে মাসিক সহস্র মুদ্রা 'বৃত্তি' নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এইরূপে মহারাজ বংশপ্রদীপ পুনর্ব্বার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া দিন দিন প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এইরূপে তাদৃশী বিবাসনাযাতনা হইতে জনকজননীর উদ্ধারসাধন করিয়া বংশধরের অন্তঃকরণের যাবতীয় মালিন্য দূরীভূত হইল। আপন চিরমনোরথ সম্পন্ন হইল বলিয়া তিনি আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। পিতামাতার গহনবাসকারণ জানিয়া অবধি বিদ্যালোচনা প্রভৃতি যাবতীয় সুখসাধন ব্যাপার তাঁহার পক্ষে বিষতুল্য বোধহইত। এখন প্রফুল্লমনে অভিমত কার্য্য করিতে লাগিলেন। কয়েক জন সুচরিত কৃতবিদ্য যুবকের সহিত আপন বয়স্য-ভাব স্থাপন করিলেন এবং তাহাদিগের সহিত কখন বিদ্যা-নুশীলন, কখন বনবিহার, কখনবা গীতবাদ্য নানা সুখ-জনক ব্যাপারে মনের সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগি-লেন।

এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, একদা প্রাতঃকালে তিনি একাকী আপন বাসভবনে বসিয়া বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত আছেন, বয়স্যেরা কার্য্যবিশেষে স্থানান্তরে গিয়াছে, এমন সময়ে তদীয় কঞ্চুকী, নানালঙ্কারভূষিতা পরম সুন্দরী এক কামিনীকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সেই

কামিনী অগ্রসর হইয়া যথোচিত অভিবাদন পূর্ব্বক মধুর-বচনে কহিলে, কি অনঙ্গজ্ঞান রাজনন্দন! কেমন আছেন? আমাকে চিনিতে পারেন? এই বলিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। বংশধর নিমেষশূন্যনয়নে তাহার মুখ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, কে সখি চারুহাসিনি! কোথা হইতে আসিতেছ? তোমাদিগের রাজনন্দিনী কেমন আছেন? এই বলিয়া তাহাকে বসিতে কহিলেন।

চারুহাসিনী আসনে উপবেশন করিয়া মধুরস্বরে কহিল, "মহাভাগ! কি কহিব? আপনকার নির্ম্মল স্বভাব ও অলৌকিক গুণগ্রাম যাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়নাই সেই সুখী ও ধন্য। নানা বিষয়ে আপনকার নির্ম্মল স্বভাব, বিশুদ্ধ চরিত ও অসীম জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাইয়া আপনকার প্রতি আমাদিগের রাজকুমারীর প্রগাঢ় প্রীতি ও অবিচলিত ভক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহার মন যে কেবল সদ্গুণেরই অনুরাগী, তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। মহিষীর পীড়া কিঞ্চিৎ উপশম হইলে, আমি ক্রমে আপনকার প্রতি রাজ-কুমারীর যে প্রগাঢ় ভক্তি উদিত হইয়াছে, জানিতে পারি-লাম। তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদাই চিন্তিতমনে ও বিষণ্ণবদনে থা-কিতে দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার তাদৃশ ভাব দেখিয়া একদা আমি তাঁহাকে কহিলাম, "আপনি কি নিমিত্ত সর্ব্বদাই এত দুঃখিত থাকেন? বোধহয় অর্গররাজতনয়ের সহিত পরি-ণীত হইতে আপনকার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তাঁহার প্রতি ভবাদৃশী গুণবতী কামিনীর ভক্তি উদিত হইবেক তাহার সন্দেহ কি? তাদৃশ গুণাগ্রগণ্য পুরুষের সহিত পরিণীত হওয়াই আপনকার ন্যায় গুণবতী কামিনীর উচিত এবং তাহা হইলেই আপনকারও চির প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়। কিন্তু শুনি-য়াছি তাঁহার পিতৃরাজ্য শত্রুহস্তগত হওয়াতে তাঁহারা এক্ষণে বনে বাস করিতেছেন। আপনি রাজকন্যা, ক্লেশের লেশ-

মাত্রও জানেননা। অতএব সেই বনবাসী নির্ধনীর ভার্য্যা হইলে নানা ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। এই নিমিত্তই তাহাতে আমার বড় একটা ইচ্ছা হইতেছেনা। আমার এই সকল কথা শুনিয়া রাজকুমারী কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেননা প্রত্যুত সহাস্যবদনে কহিলেন, “আমি যেন সেই বনবাসী নির্ধনীর সহধর্ম্মিণী হইয়া জীবন যাপন করিতে পারি। বুদ্ধি ও জ্ঞান-হীনা রমণীরাই ধনপক্ষপাতিনী হইয়া থাকে। তাহারাই কেবল স্বামীর সুখদুঃখভাগিনী নাহইয়া আপনাদিগের ভোগাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করিয়া থাকে; তাহাদিগের নিকটেই নির্ধনী স্বামী, অসামান্য গুণসম্পন্ন হইলেও, সমুচিত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়না। কেবল তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা না করাই ইহার প্রধান কারণ। যেস্থানের মহিলারা বিদ্যাশিক্ষা নাকরে, সেইখানেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে কতকত অশেষ গুণসম্পন্না বিদ্যাবতী কামিনী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই রাজকন্যা হইয়াও কেবল গুণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অতি নির্ধনী বনবাসীর সহচারিণী হইয়াছিলেন। সে সুখের সময় একালে বিলুপ্ত হইয়াছে। আপাততঃ বিদ্যানুশীলনে অনেক রমণীরই গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে বটে, অনেকেই আগ্রহ পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের কোন ফল দর্শিতেছেনা, রীতিমত ও উপযুক্ত শিক্ষা নাপাওয়াতে কোন উপকার নাহইয়া প্রত্যুত অনেক অনিষ্টই হইতেছে। ধর্ম্মনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, সদ্ভাব প্রভৃতি সদ্গুণচয়ে ভূষিতা না হইয়া বরং অহমিকা প্রভৃতি নানা দোষে দূষিতা হইতেছে। কিরূপে ঐ সকল গুণ দর্শিবে? বর্ণ পরিচয় হইলেই অতি অসাধু পুস্তক সকল পাঠ করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের কোন জ্ঞান লাভ হয়না সুতরাং তাহারা গুণের

প্রতি দৃষ্টি নাকরিয়া ধনবান্ পতির কামনা করিয়া থাকে। পিতা আমাকে সাতিশয় যত্নসহকারে রীতিমত বিদ্যাশিখাইছেন ও নানা সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন সুতরাং গুণাগুণপরীক্ষায় আমার যৎকিঞ্চিৎ বোধাধিকার জন্মিয়াছে। অতএব সেইগুণাগ্রগণ্য নির্ধনীর সহধর্ম্মিণী হওয়াই আমার বিবেচনাসিদ্ধ হইতেছে।তাঁহার প্রতি আমার সাতিশয় ভক্তি জন্মিয়াছে; তাহা কোনরূপেইবিচলিত হইবেক না। কারণ সৎপাত্রে সৌহার্দ্দ্য ও ভক্তি কদাপি স্খলিত হইবার নহে। আর ইহাও জানিবে যে, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ও গুণবান্ ব্যক্তি কখনই ক্লেশ পায় না। তিনি যে প্রকার সৎস্বভাব ও ধর্ম্মপরায়ণ, তাহাতে তাঁহার ভার্য্যা হইলে আমি কখনই ক্লেশ পাইব না। অতএব যাহাতে তাঁহার সহচারিণী হইতে পারি তাহার উপায় কর। বোধহয় আমাদিগের এত বিলম্বে বিরক্ত হইয়া তিনি প্রস্থান করিয়া থাকিবেন"। এই বলিয়া রাজকুমারী আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

কুমারের প্রতি তাঁহার তাদৃশী ভক্তি ও প্রীতিদর্শনে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, কহিলাম, " সখি! কেবল তোমার মন পরীক্ষার্থই আমি ঐরূপ কথা কহিয়াছি নতুবা আমার তাদৃশ মনের ভাব নহে। তোমার ন্যায় গুণবতী রমণী প্রায় নয়নগোচর হয়না; তুমি যাবদীয় কামিনীর আদর্শ স্বরূপ সন্দেহ নাই। এই রূপ তাঁহার অগণ্য ধন্যবাদ করিয়া কহিলাম, যাহাহউক! তুমি অতি অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছ। যদি রাজনন্দনের প্রতি তোমার ঈদৃশী ভক্তিই জন্মিয়াছিল, তখন বল নাই কেন? তাহাহইলে কোন চিন্তাই থাকিত না"। তিনি কহিলেন,"যতদিন তাঁহারস্বভাবচরিত্রাদি সুচারুরূপে পরীক্ষা করিনাই, তাবৎ তাঁহার প্রতি আমার ভক্তিরও সঞ্চার হয় নাই। তাঁহাকে যে তৎকালে সেখানে রাখিলাম কেবল তাঁহাকে পরীক্ষা করাই আমার

উদ্দেশ্য। প্রায় পঞ্চদশদিবস তাঁহার সহিত নানা কথাবার্ত্তা ও কত শাস্ত্রালাপ করিয়াছি, তাহাতেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও নির্ম্মল স্বভাব সম্যক্ অবগত হইয়াছি। বাহিরে মধুরালাপ ও সাধুতা দর্শনে,লোকের প্রকৃত স্বভাব নিরূপণ করা যায়না বটে, কিন্তু যে স্বভাবতঃ কুচরিত ও গুণহীন, কিছু দিন আলাপ করিলেই, তাহার স্বভাব এক প্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে সন্দেহ নাই। তাঁহার সহিত কত আলাপ করিয়াছি, তাহাতে একদিনের নিমিত্তেও তাঁহার স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখি নাই। এই রূপে তাঁহার স্বভাবাদি জ্ঞাত হইয়াই তাঁহার প্রতি যারপরনাই ভক্তিমতী হইয়া উঠিয়াছি। হঠাৎ বাটী আসা হইল সুতরাং তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করা হয় নাই"। এই বলিয়া রাজনন্দিনী ক্ষান্ত হইলেন। তৎকালে মহিষীর পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল, সুতরাং পরদিন ধবল পর্ব্বতে যাওয়া যাইবেক স্থির করিয়া আমি গমনোপযুক্ত আয়োজনার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম।

পরদিন প্রত্যূষে রাজা ও রাণীর বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা তথায় গমন করিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, আপনি চলিয়া আসিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ মাত্র রাজনন্দিনী যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। মুখ হইতে বাঙ্মাত্র ও বিনির্গত হইলনা, মনোদুঃখে ও ম্লানবদনে শয্যায় শয়ন করিলেন। আমি নানা আশ্বাস প্রদান করিলেও সে দুঃখের শান্তি হইলনা। অনেক ক্ষণের পর শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া যথাকথঞ্চিৎ আহার করিলেন। এইরূপে সে দিবস অতিবাহিত হইল।

এইরূপে সেইদিন অবধিই আহার বিহার প্রভৃতিতে পূর্ব্বের মত তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। তাঁহার সেইরূপ ভাব দেখিয়া আমি সাতিশয় ভাবিত হইলাম; কি করিব কিছুই স্থিরকরিতে পারিনা। কোথায় গেলে আপনকার দর্শন পাইব কিছুই

নিশ্চয় করিতে পারিলামনা। ইতি মধ্যে রাজপুরীতে শুনি-লাম যে অর্গররাজ পুনর্ব্বার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। শুনিয়া,একার্য্য,কুমারের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া আমি,যারপরনাই আনন্দিত হইলাম এবং রাজনন্দিনীর অভি-প্রায়সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সারথি সমভিব্যাহারে রথারোহণে আপনকার নিকট আসিয়াছি"। এই বলিয়া চারুহাসিনী ক্ষান্ত হইল।

তাদৃশী সুশীলা অসামান্য গুণসম্পন্না ও কামিনীর পাণি-গ্রহণে বংশধর পূর্ব্বাবধিই একান্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন। একান্ত ধীরপ্রকৃতি বলিয়া মনের ভাব মনেই গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন; কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে চারুহাসিনীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া কহিলেন আমার প্রতি রত্নোত্তমার যেরূপ ভক্তি ও প্রীতি শুনিতেছি, তদপুযুক্ত আমার এমন কোন গুণ দেখিতেছিনা। তিনি যে আমার অতি অকি-ঞ্চিৎকর গুণের এত দূর বশীভূত হইবেন, ইহা কখনই সম্ভবিতে পারেনা। যাহাহউক আমি কি নরাধম যে তাঁহার প্রতি আমি তদুপযুক্ত ব্যবহার করি নাই। তৎকালে তাদৃশ সৌহৃদ্যত্যাগ করিয়া আসা আমার কর্ত্তব্য হয় নাই বটে। কিন্তু জনক জননীর ক্লেশপরম্পরাস্মরণে অন্তঃ-করণ সাতিশয় ব্যাকুল হওয়াতে তাদৃশ সৌহৃদ্যের অপেক্ষা নাকরিয়াও চলিয়া আসিয়াছি। যাহাহউক আমার এই অবি-নীত ব্যবহার যেন রাজনন্দিনী মার্জ্জনা করেন। আমি অবি-লম্বেই তথায় যাইতেছি; তুমি অগ্রে গিয়া রাজনন্দিনীকে সমা-চার দাও। এই বলিয়া চারুহাসিনীকে বিদায় করিলেন। চারুহাসিনী বিদায় গ্রহণ করিয়া সানন্দমনে সারথির সহিত রথ রোহণে কাশ্মীরে প্রস্থান করিল।

অনন্তর পর দিন প্রভাতে "মৃগয়ায় যাইতেছি" বলি ! বংশধর পিতামাতার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলে । ক্রমে নানা নগর নানারমণীয় প্রদেশ ও বিচিত্র বনউপবনাদি অতিক্রম করিয়া দ্বিতায় দিবসে প্রাতঃকালে হিমাচলের উপত্যকাভূমিতে উপনীত হইলেন। তথায় সৈন্যদিগের স্কন্ধাবার সন্নিবেশিত করিয়া একাকী ধবলগিরিতে আরোহণ করিয়া নানা চিন্তা করিতে করিতে রত্নোত্তমার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রত্নোত্তমা পল্যঙ্কে উপবিষ্টা আছেন, পরিচারিকারা নিম্নে বসিয়া আছে। কুমারকে দেখিবামাত্র সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া আসন-পরিগ্রহার্থ অনুরোধ করিল। কুমার প্রসন্নচিত্তে উপবেশন করিয়া রাজনন্দিনীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। চারুহাসিনী সহাস্যআস্যে কহিল আপনকার "জগৎপূজ্য চরণযুগলদর্শনেই রাজনন্দিনীর শোকতাপ দূরহইয়াছে। এইরূপ নানা কথায় কুমারের সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। কুমারের দর্শনে, রত্নোত্তমা, আপনাকে কৃতার্থাজ্ঞান করিলেন তখন তাঁহার পূর্ব্বতন বিমর্ষ ভাবসকল এককালে দূরীভূত ও মন প্রফুল্ল হইল। ভাবিলেন বুঝি বিধি এত দিনে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন। এইরূপ চিন্তায় অতুল আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন।

এদিকে চারুহাসিনী মনের উল্লাসে রাজপুরীতে গমন করিয়া রাজা ও রাণীকে কুমারের বৃত্তান্ত জানাইল। চারুহাসিনীর মুখ হইতে এই মধুরময় অমৃতাক্ষর শ্রবণে, কাশ্মীরপতি, বাক্‌পথাতীত হর্ষ ও প্রীত প্রাপ্ত হইলেন। আহ্লাদে তদীয় নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইল এবং কণ্ঠরোধ হওয়াতে ক্ষণ কাল বাক্‌শক্তিহীন হইয়া রহিলেন।

পরে সে ভাব সম্বরণ করিয়া প্রফুল্লবদনে কহিলেন, "হা! বুঝি বিধাতা এত দিনে আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। রত্নোত্তমা, অনুরূপ পাত্রে অনুরাগিণী হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় কি আছে? যখন তিনি তাঁহাকে পতিত্বে স্থির করিয়াছেন, তখন তিনি অবশ্যই পুরুষ-নিধান হইবেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে শুভলগ্নে তাঁহাদিগের পরিণয়সংস্কার সম্পাদন করিয়া জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করি। এই বলিয়া রত্নোত্তমাকে আনয়নার্থ রাজা সারথিকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সারথি আজ্ঞামাত্র রথ প্রস্তুত করিয়া ধবলশৈলে ক্রীড়াকাননে উপস্থিত হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে রাজকুমারীকে রাজাজ্ঞা জানাইল। রত্নোত্তমা পিতার আদেশ শ্রবণে রাজনন্দনের নিকটে অন্যান্য পরিচারিকাদিগকে থাকিতে কহিয়া তাঁহার বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চারুহাসিনী ও চারুনেত্রার সঙ্গে রথে আরোহণ করিলেন। ক্ষণ বিলম্বেই অন্তঃপুরমধ্যে রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। রত্নোত্তমা রথহইতে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃ-মাতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন। রাজা যথোচিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। মহিষী অশ্রুপূর্ণনয়নে হস্তপ্রসারণ করিয়া তাঁহাকে গাঢ়আলিঙ্গন পূর্ব্বক অঙ্কে ধারণ ও নানা বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া সাদরসম্ভাষণে কহিলেন বৎসে! আমিতোমাকে অনুরূপপাত্রে অনুরাগিণী শ্রবণে বাক্‌পথাতীত প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে সেই সৎপাত্রের সহচারিণী দেখিলেই মানবজন্মের সার্থকতা জ্ঞান করিতে পারি। এই বলিয়া রাজপুরীতে বংশধরকে আনয়নার্থ সারথিকে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক রাজা অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া ইহারা বিলাসভবনে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সারথি রাজা-দেশক্রমে রথ

লইয়া ধবলপর্ব্বতে গমন এবং বংশধরকে রাজাজ্ঞা বিজ্ঞাপন করিল। বংশধর কাশ্মীরপতির আদেশ শ্রবণে আপনাকে অনুগৃহীত বোধ করিয়া রত্নোত্তমার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সারথি সহ রথে আরোহণ করিলেন এবং মনে মনে নানা বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। তৎ কালে রাজা বিলাসভবনের উপরিতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন; সারথি কুমারকে তথায় লইয়াগেল। বংশধর, রাজার চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিয়া স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা যথোচিত অভ্যর্থনা ওআশীর্ব্বাদ করিলেন। বংশধরের প্রশান্ত আকৃতি ও অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে রাজা যারপরনাই চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইয়া সস্নেহবচনে কহিলেন বৎস? তোমার দর্শনে আমি আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি। তোমার দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে তাহা বলিতে পারিনা। অধিক কি তোমার দর্শনে অদ্য আমার নয়নের সফলতা ও মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদিত হইল; আমার পুত্রনাই, কেবল রত্নোত্তমানাম্নী একমাত্র কন্যা আছে। সেইকন্যা আমাদিগের জীবনসর্ব্বস্ব, তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষাও সমধিক স্নেহ করিয়া থাকি। আমি প্রযত্নাতিশয় সহকারে তাঁহাকে নানা বিদ্যা শিখাইয়াছি। এক্ষণে তিনি যৌবনদশায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন সুতরাং এখন তাঁহাকে পতিসহচারিণী দেখিলেই আমরা জীবনের চরিতার্থতা জ্ঞানকরি। তিনি গুণবান্ ওবিদ্যালোকসম্পন্ন ব্যক্তিরই অনুরাগিণী। তোমাদিগের উভয়ের যে প্রকার অনুপম রূপমাধুরী ও শান্ত স্বভাব দেখিতেছি, ইহাতে তোমারা পরস্পর উদ্বাহসূত্রে বদ্ধহইলেই সুচারুরূপে পরিণয়নিয়ম পালন করাহয়। অতএব আমার বাসনা এই, সেই দুহিতা তোমাকে সম্প্রদান করিয়া জীবন সফল করি।

এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি?

রাজার এই সকল কথা শ্রবণে বিনয়নম্র রাজকুমার মধুরবচনে কহিলেন, আপনকার আজ্ঞাপালন করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু পিতৃআজ্ঞা ব্যতিরেকে সম্মত হইতে পারিতেছিনা। একতঃ রাজা বংশধরের তাদৃশ রূপমাধুর্য্য দর্শনেই একান্ত চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার মধুরময় বাক্য শ্রবণে যারপরনাই হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। বিকসিত বদনে সাদরসম্ভাষণে কুমারকে কহিলেন বৎস! ইহাতে তোমার পিতা কখনই অসম্মত হইবেন না, তিনি আমার নাম শ্রুত আছেন। আমি এখনি তাঁহার নিকট সমাচার পাঠাইতেছি। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ মহারাজ বংশ-প্রদীপের নিকট পত্রিকাসমেত এক দূত প্রেরণ করিলেন। বংশ-প্রদীপ কাশ্মীররাজের সহিত সম্বন্ধ কোনরূপেই দুষণীয় নহে ও তনয়েরও পরিণয়কাল উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং সানন্দমনে মহাসমারোহে কাশ্মীর নগরে যাত্রা করিলেন। তৃতীয় দিবসে নগর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। কাশ্মীরাধিপতি তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে মহোল্লাসে মহাসমারোহে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

অনন্তর কাশ্মীরাধিপতি শুভদিন শুভক্ষণে মহাসমারোহ পূর্ব্বক বংশধরকে আপন কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান হওয়াতে মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। চিরমনোরথ সম্পন্ন হইল বলিয়া, রত্নোত্তমা, হর্ষসাগরে মগ্ন হইলেন। বংশধরও অাদৃশী সুশীলা ভুবনসুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণে আপনাকে যারপরনাই সুখী বোধ করিলেন। মহারাজ বংশপ্রদীপ বধূর রমণীয় রূপলাবণ্যে ও প্রফুল্ল মুখারবিন্দ দর্শনে হর্ষ সাগরে মগ্ন হইলেন। পরদিন কাশ্মীরপতি, বিপুলধন,

বহুতর অশ্ব গজ রথ প্রভৃতি যৌতুক সঙ্গে দিয়া রত্নো-ত্তমাকে জামাতার আলয়ে পাঠাইলেন। অপর রাজ দুই দিবস পরেই স্বপুরীতে উপনীত হইলেন, এবং পুত্র পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে মহাসমারোহে পুত্রোদ্বাহক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক পরম সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী কন্যা জনয়িত্রী না হইয়াও নব-বধূর লালন পালনে ও তাঁহার রমণীয় মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত মনে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। বংশধর তাদৃশী সুশীলা বিদ্যাবতী ও ভুবন-সুন্দরী ভার্য্যালাভে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া যৌবনসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। রত্নোত্তমা অনুরূপ স্বামীর প্রণয়িনী হওয়াতে জীবনের চরিতার্থতা জ্ঞান করিলেন এবং দিন দিন নবনব প্রীতি ও বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়দ্দিন গত হইলে রাজা বংশপ্রদীপ, মহিষী ও পাত্রমিত্র অমাত্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া শুভদিন শুভক্ষণে রাজশাসনের উপযুক্ত পুত্রকে, রাজ্যভার প্রদান করিলেন। প্রজারা পূর্ব্বাবধিই কুমারের নির্ম্মল স্বভাব ও অলৌকিক গুণগ্রামের অশেষ প্রশংসা করিত, এক্ষণে তাঁহার রাজ্যা-ভিষেকে যারপরনাই আনন্দিত হইল।
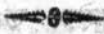
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে বংশধর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই প্রথমতঃ রাজকার্য্য সমাধানার্থ সুচারুস্বভাবসম্পন্ন কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি দিগকে নিযুক্ত করিলেন। দেশের কুরীতি সংশোধন এবং যাহাতে প্রজাদিগের সৎকার্য্যানুষ্ঠানে প্রগাঢ় অনুরাগ ও অসৎকার্য্যে বিশেষ বিদ্বেষ জন্মে এরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজ্যের বালক-বৃন্দের সুচারু বিদ্যাধ্যায়ন

সমাধানের নিমিত্ত নিজব্যয়ে স্থানে স্থানে বহুতর সুন্দর বিদ্যামন্দিরসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপিত ও রাজ্যের লোকের জলকষ্ট নিরাকরণার্থ স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী ও রাজপথের মধ্যে মধ্যে কূপ খনন করাইয়াদিলেন। সুখে বাস করিবার নিমিত্ত দীন দরিদ্রদিগকে নিষ্করভূমি ও আপন ভাণ্ডার হইতে সংসার নির্ব্বাহোপ যুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ধীসমৃদ্ধ বিদ্বান্ গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত বেতনে নিযুক্ত করিলেন। ঐ সকল ব্যক্তিরা যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া কেবল দেশহিতকরকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

এইরূপে বংশধর সর্ব্বদা রাজ কার্য্যে ব্যাসক্ত হইয়াও, বিদ্যানুশীলনে কিছু মাত্র উপেক্ষা করিতেন না। তিনি কেবল মাতৃভাষাতেই নানা শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক ভাষায় অধিকার না থাকিলে রাজকার্য্যে নানা অসুবিধা ঘটে। অতএব তিনি, অবসর পাইলেই অনন্যমনা ও অনন্য-কর্ম্মা হইয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিকটে নানা ভাষার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে কোন না কোন হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি প্রজাপালন ও বিদ্যানুশীলনে ব্যাসক্ত হইয়া তাদৃশী সুশীলা বিদ্যাবতী রত্নোত্তমার সহিত পরম সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তিনি নব নব বুদ্ধিকৌশল, সুশীলতা ও অপক্ষপাতিতা দ্বারা, অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বত্র ভূয়সী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ঐ সকল গুণে অনেকানেক বৈদেশিকেরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অর্গর রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ইহাতে অল্পদিন মধ্যেইঅর্গর রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধও বহু লোকাকীর্ণ হইল।

মহারাজ বংশপ্রদীপ তনয়ের প্রজাপালন-প্রণালী দর্শনে নিজ মহিষীর সহিত প্রফুল্লমনে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অতি হীনাবস্থা হইতে হঠাৎ অতুল ঐশ্বর্য্য, অথবা উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে প্রায় অনেকের মনেই অভিমান ও অহঙ্কারের সঞ্চার হয়। সমবয়স্ক আবালসুহৃৎ দরিদ্র ব্যক্তিকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহারসহিত কথাকহিতে লজ্জাও অপমান বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশী হীনাবস্থা হইতে তাদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্য ও সেই উচ্চ রাজ-পদ প্রাপ্তেও ক্ষণকালের নিমিত্তে ও বংশধরের বিশুদ্ধ স্বভাবের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয়নাই। বনে যেরূপ বিনীত ও সরল স্বভাব ছিলেন, তাহার কিছুমাত্র শৈথিল্য হয়নাই। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এই ভূমণ্ডলে কত কত অতুল ধনশালী পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই সর্ব্বদা নানা কুক্রিয়া পরতন্ত্র হইয়া অনর্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, কিন্তু কোন দেশ হিত কর কার্য্যে এক কপর্দ্দক মাত্র ব্যয় করিতে হইলেই, একেবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। দেশীয় সাধারণ লোকের দুঃখের প্রতিদৃষ্টি নাকরিয়া কেবল আপন শারিরীক সুখ পুর্ণ করিতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু শরীর যে ক্ষণ ভঙ্গুর ইহা ক্ষণকালের নিমিত্ত ও বিবেচনা করেন না। যৎকিঞ্চিৎ কটাক্ষ পাতেই যে ভুরি ভুরি লেকের দুঃখ হ্রাস হইতে পারে, তাহা মুহুর্ত্তকালের নিমিত্তেও তাঁহাদের মনে উদ্বোধই হয়না ; কিন্তু বংশধর একমুহূর্ত্তের নিমিত্তে ও দেশেরহিতকর কার্য্যে বিরত হন নাই। বংশধরের এইসকল গুণের কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টপ্রতীত হয়, যে কেবল বিদ্যাভ্যাস

জনিত নির্ম্মল জ্ঞানালোকই তাহার প্রধান কারণ। অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তিই যাবজ্জীবন বিদ্যানুশীলনে শরীর পাত করেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের জ্ঞানলাভ দূরে থাকুক প্রত্যুত তাহারা সর্ব্বদা ভুক্তিয়াপরতন্ত্র হইয়া সাধারণ লোকের ক্লেশেরই নিদান হইয়া উঠেন। নানা কুব্যাপারে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াই তাহারা আপনাদিগকে মহৎ মনুষ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতু। ধনপাত হইলে বা অপূর্ব্ব প্রাসাদোপরি বাস করিলে মনুষ্য মহৎ হয়না। যে ব্যক্তি সদসৎপথ বিবেচনা করিয়া চলে, এবং দেশের সাধারণ লোকের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে এবং সকলকেই সমান জ্ঞান করে সেই মহৎ, নতুবা আপন সুখ চেষ্টা কে না করিয়া থাকে? যাহাহউক প্রকৃত মহৎ মনুষ্য হইতে ইচ্ছা করিলে বংশধরের কার্য্য অনুকরণ করা কি ধনী কি নির্ধন কিম্বা কি বৃদ্ধ সকলেরই উচিত।

অসামান্য সুশীলতা, অপারসীম বুদ্ধি নৈপুণ্য ও রমণীয় গুণ গ্রাম দ্বারা রত্নোত্তমা সর্ব্ববিষয়েই বংশধরের যোগ্যা ছিলেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী হওয়াতে তাঁহারও গুণের যথোচিত সার্থকতা হইয়াছিল। কি সম্পৎ কি বিপদ সকল অবস্থাতেই তিনি স্বামীর সমসুখ দুঃখ ভাগিনী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি এরূপতীক্ষ্ণ ও কার্য্য-বিবেক-শক্তি এমন প্রগাঢ় ছিল যে, কোন দুরূহ ও কুটিল ব্যাপার অথবা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরকরণার্থ বংশধর প্রায় সর্ব্বদাই তাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। রত্নোত্তমাও তাহার এমন শুভকর উপায়োদ্ভাবন করিয়া দিতেন যে, সেই ব্যাপার অতি সহজেই সুসমাহিত ও সেই বিপদ সম্যক নিরাকরণ হইত। বিদ্যাবতী গুণবতী পতিপ্রাণা ভার্য্যার বুদ্ধি কৌশলে যে কি পর্য্যন্ত কার্য্য সমাধা হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারাযায়।

যৎকিঞ্চিৎ সৌভাগ্য হইলেই প্রায় সকল কামিনীরাই অতি অহংকৃতা হইয়া উঠে। কিন্তু তিনি জন্মাবচ্ছিন্নে মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তেও কখন অনুমাত্রও অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই; অধিক কি তিনি এমন সরল-হৃদয়া ও সুশীলা ছিলেন যে অহঙ্কার যে কাহাকে কহে তাহা জানিতেন ও না। তাঁহার হৃদয় এমন কোমল ও কারুণ্যরসাভিষিক্ত ছিল, যে অন্যের অল্প দুঃখেও তিনি কোন রূপেই রোদন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। কিঙ্করী-গণের প্রতি তিনি কখন প্রভুত্ব প্রদর্শন বা তাহাদিগকে কর্কশবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাহাদিগকে প্রিয় সখার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাদৃশ বিপুল বিভবের অধীশ্বরী হইয়া ও অন্যান্য স্ত্রীগণের ন্যায় পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পারিপাট্য বিষয়ে তিনি কখন মনোনিবেশ করিতেন না। সর্ব্বদাই বিদ্যানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন। অন্যান্য কামিনীর ন্যায় তিনি কখন অশ্লীল ও অসাধু পুস্তক পাঠ করিতেন না, কেবল হিত গর্ভ গ্রন্থই অধ্যয়ন করিতেন ও উহাতে যে রূপ পাঠ করিতেন তদনুযায়ী কার্য্যও করিতেন। বিদ্যোন্নতি বিষয়ে তাঁহার এরূপ ঐকান্তিক যত্নছিল, যে তদীয় প্রযত্নে রাজ্যের স্থানে স্থানে বহুতর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। আর তিনি অন্তঃপুর মধ্যে অন্যতর বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহাতে বহুসংখ্যক প্রতিবেশিনী কন্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিল। তিনি ও তাঁহার দুই সহচরী বিপুলতর পরিশ্রম সহকারে তাহা দিগকে রীতিমত শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু বিদ্যোন্নতি বিষয়েই যে কেবল তাঁহার উৎসাহ ও যত্ন ছিল এমত নহে, দেশহিতকর কার্য্য মাত্রেই তাঁহার একরূপ উৎসাহ ছিল। তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, স্বদেশ দূরে থাকুক, ভিন্ন দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনেও বিপুল অর্থ দ্বারা সাহায্য সাহায্য

করিতেন। এই সকল অসামান্য গুণে তিনি রমণীরত্ন বলিয়া সর্ব্বত্র ভূয়সী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ তৎ-সদৃশী বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী ও সুশীলা কামিনী অবনী মণ্ডলে প্রায় দৃষ্টি গোচর হয়না। তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাপর অবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কেবল শৈশবাবধি রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা দ্বারাই তাঁহার এরূপ অসামান্য গুণ জন্মিয়াছিল। অতএব বাল্যাবধি উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে অবলা জাতি যে কি পর্য্যন্ত গুণবতী ও সুখদায়িনী হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ স্ত্রীজাতি বিদ্যাশিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে, রত্নোত্তমার ন্যায় রীতিমত শিক্ষা করিয়া তৎ সদৃশী গুণবতী, সুশীলা ও পতিপরায়ণা হওয়া উচিত। কাহার ও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া মৌনভাবে থাকিলেই নারীকে কখন সুশীলা বলা যায় না। পতি ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিলেই যে নারী দুঃশীলা হয় এমত সম্ভব নহে। সুশীলা হইতে ইচ্ছা করিলে, রাগ-দ্বেষ হিংসা অভিমান লোভ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্ত সমুহ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়, দাসদাসী প্রভৃতি অধীনের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ নাকরিয়া, সদা মৃদুমধুরচনে তাহাদিগকে বাধ্য করিতে হয়, দীনদরিদ্র অনাথ দিগের প্রতি সদা দয়া প্রকাশ করা উচিত, সমস্ত পরিবার ও প্রতিবেশিনী দিগকে নিজ সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করিতে হয়, সপত্নীকে ভগ্নীতুল্যা ও তদীয় সন্তানকে নিজ সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যে নারী এরূপ কার্য্য করে, তাহাকেই প্রকৃত সুশীলা বলা যায়। আর কেবল অনর্থ ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত পতির প্রতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রণয় থাকিলেই তাহাকে প্রকৃত পতিপরায়ণা বলা যাইতে পারে না। পতি পরায়ণা হইতে ইচ্ছা করিলে, সর্ব্বদা পতির বাধ্য হইতে হয়,

সাধ্যানুসারে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন ও অনুরোধ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কখন কোন বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। কখন তাঁহার প্রতি অভিমান বা তিনি দরিদ্র হইলে তাহাকে ঘৃনা করা উচিত নহে। দুরদৃষ্ট ক্রমে স্বামী কোন উৎকট রোগাক্রান্ত হইলে, তাহাকে অশ্রদ্ধা করা কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন ও যথোচিত শুশ্রূষা করা আবশ্যক। সর্ব্বদা স্বামীর সুখ দুঃখে সম সুখ দুখ ভাগিনী হওয়া উচিত; নতুবা তাঁহার দুঃখ ও ক্লেশের প্রতি দৃষ্টি নারাখিয়া, আপন ভোগাভিলাষ পূর্ণ হইল না বলিয়া, ক্ষুন্ন হওয়া, কখন উচিত নহে। স্বামি কুপথগামী হইলে সাধ্যানুসারে সদুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে সৎপথে নীত করা কর্ত্তব্য। অধিক কি যাহাতে স্বামী সর্ব্বদা সুখী ও সন্তুষ্ট থাকেন, কোন বিষয়ে কোন ক্লেশ সমুদ্ভূত নাহয়, সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে একান্ত যত্নবতী হওয়া উচিত। স্বামী বহু পত্নীক হইয়া, কেবল একস্ত্রীরই প্রনয়পাশে বদ্ধ থাকিলে, তাঁহার প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণা প্রদর্শন করা উচিত নহে। তিনি সুখেই রাখুন আর অতি ক্লেশেই রাখুন যেরূপ অবস্থাই হউকনা কেন, তাহাতেই সন্তোষ অবলম্বন করা উচিত। পতি সন্নিধানে বিষম ক্লেশে ক্লিষ্টা হইলেও, স্থানান্তরিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে পতি বিরহিণী হইয়া নানা সুখে অধিকারিণী হইলেও, সেসুখ কদাপি প্রকৃত সুখ নহে নানা ক্লেশে নিগৃহীত হইয়াও পতিসহবাস থাকিলে নির্ম্মল সুখলাভের সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে ভার্য্যাকে যথাসাধ্য সুখে রাখা পতির সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ভার্য্যাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক অনর্থ ক্লেশ প্রদান করিলে পরিণামে পতিকেই তাহার সমুচিত ফলভোগ করিতে হইবেক। এই বিবেচনা করিয়া তিনি যে অবস্থায় রাখিবেন, তাহাতে

দুঃখ প্রকাশ না করিয়া সন্তোষ অবলম্বন করাই স্ত্রীর সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই রূপ চলিলেই নারীকে প্রকৃত পতিপরায়ণা বলা যাইতে পারে। যাহাহউক বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা যথেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই নারী পরম গুণবতী হইতে পারে। কেবল পুস্তক পাঠে সমর্থ হইলেই যে পর্য্যাপ্ত ও প্রকৃত বিদ্যালাভ হইল এমত নহে, যথেষ্ট জ্ঞান লাভ না হইলে বিদ্যার বাস্তবিক অপমান করাহয়। যদি পুস্তক পাঠে জ্ঞান লাভই হইল না তবে কষ্ট স্বীকার করিয়া পুস্তক পাঠের আবশ্যকতা কি অতএব রীতিমত সৎ পুস্তকপাঠ ও তদনুযায়ী কার্য্য করা কি নারী, কি পুরুষ সকলেরই কর্ত্তব্য।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
পশুপক্ষী	পশুপক্ষী	১০	৫
সম্ভবনা	সম্ভাবনা	ঐ	১৩
পশ্চমদিক	পশ্চিমদিকে.	১৩	৫
সহিষ্ক্তা	সহিষ্ণুতা	ঐ	৯
রাজ্য	রাজ্যে	১৫	১২
অ"করণ	অন্তঃকরণ	১৬	১৬
শঙ্কিত	শঙ্কিতে	১৭	১১
মনোমধ্য	মনোমধ্যে	ঐ	১৬
নিমত্ত	নিমিত্ত	২২	১৮
তঁহার	তাঁহার	ঐ	২৪
মনুষ্যর	মনুষ্যের	ঐ	২৬
লেশ	সুখের লেশ	ঐ	২৮
ভবিষ্যতে সহস্র বিপদ	সহস্র বিপদ	২৩	১২
সুখ প্রাপ্তি	ভবিষ্যতে সুখ প্রাপ্তি	ঐ	৩
নিমত্তই	নিমিত্তই	২৬	১১
হুয়	হয়	ঐ	২৬
ইহাকে	ইহাতে	২৭	৭
কহিলন	কহিলেন	ঐ	২৮
স্কন্ধাভার	স্কন্ধাবার	২৯	৭
একত্রত	একত্রিত	৩০	২৩
পাপাত্মার	পাপাত্মার	৩৩	১
রিলেন	করিলেন	ঐ	১
বিশ্রমার্থ	বিশ্রামার্থ	ঐ	ঐ
যাইতেছিল	যাইতেছিলেন	ঐ	১৭

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
হইয়া	হইয়া	৩৪	২২
অন্বেষনার্থ	অন্বেষণার্থ	৩৫	২১
কিঞ্চং	কিঞ্চিৎ	৩৭	১৪
গমনর্থ	গমনে	ঐ	২১
রজা	রাজা	ঐ	২৪
হইলন	হইলেন	ঐ	২৬
প্রভাতিক	প্রাভাতিক	৪০	১০
কুম্ভকেন নিভ	কুম্ভকেণ নিভ	ঐ	১৬
উপায়ন্তর	উপায়ান্তর	৪১	৫
জীমীতেশ্বর	জীবিতেশ্বর	৪৩	১২
কএক	কয়েক	৪৬	১৩
প্রভুপরানণ	প্রভুপরায়ণ	৪৮	৫
ঘটীল	ঘটিল	ঐ	৬
সম্পক উহার	সম্পর্ক পর্য্যন্ত উহার সম্পর্ক	ঐ	২৭
উপরন্তর	উপায়ন্তর	৮১	১৩
দুঃষহ	দুঃসহ	৯৭	১৭
নিমত্তই	নিমিত্তই	৯৯	২০
কহিলন	কহিলেন	ঐ	২২
আথিত্য	আতিথ্য	ঐ	২৭
সাহসাভাব	সহসাভাবে	১০৩	৭
কুকার্য্য	কুকার্য্যে	১০৪	২৪
সারথীকে	সারথিকে	১০৮	১৩।১৪।১৮
লেকের	লোকের	১১০	২৫
স্কন্ধাভার	স্কন্ধাবার	১১৯	৭
রত্নোত্তমার নিকট	সখীগণের নিকট	১২১	৩
সুচারূ:প	সুচারুরূপে	ঐ	২৬
মূনা	মূণা	১২৯	৪